১. ডা .জাকির নায়েকের মুসলমনা বলার থিউরী ও আমার একটি বিশ্লেষণ

ডাঃ জকির নায়েক বলেছেন,Our prophet was a muslim.আমাদের নবী একজন মুসলিম ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী কী ছিলেন ? তিনি কি হানাফী , শাফেয়ী , মালেকী , হাম্বলী ছিলেন ? না। তিনি মুসলিম ছিলেন , যেমন পূর্ববর্তী নবীগণ মুসলিম ছিলেন ।বিজ্ঞ পাঠক ! একটু লক্ষ করুণ! ডাঃ জাকির নায়েক প্রশ্ন করেছেন , আমাদের নবী কী ছিলেন ? তিনি কী হানাফী , শাফেয়ী , মালেকী , হাম্বলী ছিলেন ? তিনি ছিলেন , মুসলমান ।আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল , নবীজী মুসলমান ছিলেন । তবে কী হানাফী , শাফেয়ী এরা কী মুসলমান নয় ? হানাফী , শাফেয়ী ... ইত্যাদি এবং মুসলমান হওয়ার মাঝে কোন Contradiction আছে কী? আমরা যদি ডাঃ জাকির নায়েককে জিজ্ঞেস করি , আপনার পিতাকে। তখন কী বলবেন। তাঁর পিতার নাম বলবেন । সহজ ব্যাপার ।এখন ¤œ র আয়াতটি লক্ষ করুণ !আল্লাহ পাক বলেছেন , مِلَّةَ أبيكم إبراهيم তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্ম । কুরআনে বলছে, ডাঃ জাকির নায়েকের পিতা ইবরাহিম । রাসূল (সঃ) বিদায় হজ্জ্বের বলেছেন,يا أيها الناس! إن ربكم و احد و أن أباكم واحد، كلم لآدم و آدم من تراب“হে মানব সকল! তোমাদের প্রভূ এক , তোমাদের পিতা এক । তোমরা সকলেই আদমের সন্তান ।”এ হাদীস থেকে বোঝা গেল, সকলের পিতা একজন। তিনি হলেন হযরত আদম (আঃ) এখন কেউ যদি ডক্টর জারিক নায়েককে প্রশ্ন করে , তোমার পিতা কয়জন? তুমি করিমের ছেলে , তুমি ইবরাহিমের ছেলে , তুমি আদমের ছেলে, তোমার পিতা কয়জন?এ প্রশ্ন করে কেউ যদি উপসংহারে পৌঁছে , তবে? যার অনেক বাপ থাকে, সেই উপসংহার যদি টানে ?এাযহাবের বিষয়ে ডাক্তার জাকির নায়েক যেভাবে খুব সহজে উপসংহারে পৌঁছে গেলেন , “আমাদের নবীজী মুসলমান ছিলেন , হানাফী , শাফেয়ী ছিলেন না ” তবে কি হানাফী , শাফেয়ী সবাই কি অমুসলিম ? নাউযুবিল্লাহ ।একজন নিরেট মূর্খ লোকের কাছ থেকে যদি এ প্রশ্নটি হত , তবে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না।কিন্তু ডাঃ জাকির নায়েকের মত জ্ঞানী লোক যদি এধরণের কথা বলেন , তবে অবশ্যই সেটা আপত্তিকর ।এখন কোন শ্রোতা যদি তাকে প্রশ্ন করেন , “আপনার বাপ কয়জন, আদমের ছেলে, ইবরাহিমের ছেলে আবার আব্দুল রহিমের ছেলে ? তিনি কী উত্তর দিবেন ?তিনি হয়ত , বলবেন, দেখুন ! তিনজনই আমার পিতা। এদের মধ্যে কোন ঈড়হঃৎধফরপঃরড়হ নেই। হযরত আদম (আঃ) হলেন, আমাদের আদি পিতা। হযরত ইবরাহিম (আঃ) আামাদের ধর্মীয় পিতা। আমার জন্মসূত্রে পিতা হলেন , আব্দুর্‌ . এদের মধ্যে কোন বৈপরিত্ত নেই ।তবে এক্ষেত্রে তিনি কেন হানাফী , শাফেয়ী এগুলোর মাঝে এবং মুসলমান হওয়ার মাঝে কিসের ঈড়হঃৎধফরপঃরড়হ খুঁজে পেলেন ??? তবে তার মতে , শাফেয়ী , হানাফী , মালেকী , আহলে হাদীস, সালাফী , তাবলীগী , জামাতী এরা মুসলমান নয় (নাউযুবিল্লাহ)সহজ উত্তর - অহঃর-গধলযধনরংস !!

২. আমরা পূর্বে বনী কুরায়যার ঘটনা উল্লেখ করেছি। একদল সাহাবীকে রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা বনীী কুরায়য়াতে না পৌঁছে নামায পড়বে না। পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হওয়ায় একদল সাহাবী পথেই নাামায পড়ে নিলেন । আরেকদল সাহাবী বললেন, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে বনী কুরায়যাতে না পৌঁছে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন । সুতরাং তারা সন্ধার পরে বনী কুরায়যাতে পৌঁছে আসরের নামায পড়ে। এখন রাসূল (সঃ) নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে , তিনি

কাউকেই কিছু বললেন না। এখন আমাদের প্রশ্ন হল, রাসূল কোন পক্ষে ছিলেন? যারা পথে নামায পড়েছেন, তাদের পক্ষে? না কি যারা বনী কুরায়যাতে পৌঁছে নামায পড়েছে। রাসূল কোন দলে ছিলেন? রাসূল "মুসলমান" হয়ে কোন দলে ছিলেন?৩. রাসূলের ইন্তেকালের পর বিভিন্ন ধরণের মাসআলা মাসাইলের ক্ষেত্রে যেমন, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর কিংবা হযরত আলী কিংবা উমরের মাঝে হয়েছে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে, রাসূল কোন দলে ছিলেন, উমরী না আবু বকরী? আলীর পক্ষে না উমরের পক্ষে? এধরণের অযৌক্তিক প্রশ্ন করে, মাযহাবের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ইসলাম ও মুসলমানদের লাভ কী?আবার ধরুণ! ডাঃ জাকির নায়েকের একজন শ্রোতা তকে প্রশ্নোত্তর পর্বে কোন মাসআলার সমাধান চাইল।জাকির নায়েক তাকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলার সমাধান দিল। সাধারণতঃ তিনি বিভিন্ন ধরণের এধরণের সমাধান দিয়ে থাকেন (?) প্রশ্নকারী লোকটি জাকির নায়েকের দেয়া মাসআলার উপর আমল করা শুরু করল। এখন তৃতীয় কেউ যদি তাকে এসে বলে, তুমি জাকির নায়েকী, নাকি মুসলমান? তুমি মুসলমান না কি জাকির নায়েকের পক্ষে? এখানে জাকির নায়েক যদি কুরআন ও সুন্নাহ সমাধান দিয়ে থাকেন, তবে এখানে কেউ কি বলবে, তুমি ইসলাম ছেড়ে জাকির নায়েকে ধর্মে চলে গেছো। তুমি মুসলমান না কি জাকির নায়েকী???ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন, আমাদের নবী মুসলমান ছিলেন। আমরা বলব, তিনি শুধুই মুসলমানই ছিলেন না, সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে, তাঁর উম্মত হয়ে আল-হামদুলিল্লাহ, সুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান। কিন্তু রাসূল কি শুধুই মুসলমান ছিলেন নাকি তাঁর আরও লেবেল ছিল?১. রাসূল মু'মিন ছিলেন২. রাসূল (সঃ) এর বড় লেবেল ছিল, তিনি রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ছিলেন।৩. মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন।৪. মুহাম্মদ (সঃ) "রাহমাতুল্লিল আলামি" উভয় জাহানের জন্য রহমত ছিলেন।৫. মুহাম্মদ (সঃ) কুরায়শী ছিলেন।৬. মুহাম্মাদ (সঃ) মুহাজির (আল্লাহর পথে হিজরতকারী) ছিলেন।৭. মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর পথের মুজাহিদ ছিলেন।৮. মুহাম্মাদ (সঃ) বাশির (সুসংবাদ দাতা) নাযীর (ভীতি প্রদর্শনকারী), সিরাজাম মুনীরা (উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা) ছিলেন।সংক্ষেপে এগুলো আমরা উল্লেখ করলাম। এখন প্রশ্ন হল, রাসূলের লেবেল মুসলমান ছিল একথা সত্য, কিন্তু তার অর্থ কী এই যে, তার লেবেল রাসূল ছিল না (নাউযুবিল্লাহ) রাসূল (সঃ) মুহাজির ছিলেন, তাঁর অর্থ কি এই যে, তিনি মুসলমান ছিলেন না? (নাউযুবিল্লাহ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর লেবেল কতগুলো ছিল? তিনি -১. মুসলমান ছিলেন। ২. কুরায়শী ছিলেন।৩. খলিফাতুল মুসলিমীন ছিলেন।৪. তিনি মুহাজির ছিলেন।কোথাও তো কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে নি যে, তিনি মুসলমান ছিলেন না কি খলিফাতুল মুসলিমীন ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) মুসলমান ছিলেন, না কি আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন? ডাঃ জাকির নায়েক কি এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উত্থাপন করবেন যে, তিনি মুসলমান না কি আমিরুল মু'মিনীন? এক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন না আসে তবে, মাযহাবের ক্ষেত্রে কেন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তুমি হানাফী না কি মুসলমান? - July 31, 2013 at 10:32 AM

২ প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণকরতে নিষেধ করেছেন

প্রত্যেক ইমামই তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা আমার অনুসরণ করো না। ডাঃ জাকির নায়েক মাযহাবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ হল, প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং আমরা কেন তাদের অনুসরণ করব? এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম ইমামদের বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করব এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বেশ কিছু উক্তি বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি তাঁর কথা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

“কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে আমরা কোথা থেকে সেটি গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে অবগত হবে” তিনি আরও বলেন,

ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي

“হে ইয়াকুব! তোমার ধ্বংস হোক! আমার নিকট থেকে যা শোনো, তাই লিপিবদ্ধ করো না, কেননা আমি আজ যে মতটা পছন্দ করি, কাল তা ত্যাগ করি। কাল এক মত গ্রহণ করি, পরশু সেটিও ত্যাগ করি। আমি যদি কখনও এমন কথা বলি যা, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিপরীত হয়, তবে আমার কথা পরিত্যাগ করো।

ইমাম মালেক (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه “নিশ্চয় আমি একজন মানুষ, আমি ভুলও করি আবার সঠিকও করি। সুতরাং তোমরা আমার মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে! আমার যে মতটি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, সেটি গ্রহণ করো এবং যেটি কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত, তা পরিত্যাগ করো।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ প্রসঙ্গে বলেন, إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد

আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নতের খেলাফ কোন কথা পাও, তবে তোমরা সুন্নাহের উপর আমল করো এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর বক্তব্যঃ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) ইমামদের তাকলীদ প্রসঙ্গে বলেন, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

তোমরা আমার অনুসরণ করো না এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এদেরও অনুসরণ করো না। তারা যেখান থেকে গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير

“তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না, রাসূল (সঃ) এবং তার সাহাবীগণ যা নিয়ে এসেছেন, সেগুলো গ্রহণ করো। অতঃপর তাবেয়ীগণের অনুসরণ করো, তবে এব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন”

যুক্তির দাবী হল, প্রত্যেক ইমাম যেহেতু তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং তাদেরকে অনুসরণ করা কিভাবে বৈধ হয়? আর বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তাদের নিষেধ সত্ত্বেও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কেন তাদের অনুসরণ করে! দীর্ঘ বার-তের শ’ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ কেন ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করলো? অথচ স্বয়ং ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন!

প্রথমতঃ লক্ষ করার বিষয় হল, ইমামগণ যদি তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ নাও করতেন, কিংবা যদি ধরে নেই যে, পৃথিবীতে কোন মাযহাব নেই, তবে কি কারও পক্ষে ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জন না করে মাসআলা দেয়া জায়েয হবে? কারও পক্ষে কি কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন না করে ফতোয়া দেয়া বৈধ হবে?

[illegible], “[illegible]

[illegible] ([illegible]) “[illegible]” [illegible] ,تحريم القول على الله بغير علم“[illegible]”

[illegible] ([illegible]) [illegible],

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ. وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه

“[illegible]

[illegible],“[illegible]: [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]”

[illegible], [illegible], [illegible]?

[illegible] ([illegible]) [illegible]," إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح"

“[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]? [illegible][[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible]]

□□□□ আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,"لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة"“কুরআন □ সুন্নহের ইলম ব্যতীত কারও জন্য ফতোয়া বা মাসআলা দেয়া জায়েয নেই।”[ই’লামুল মুয়াক্কিয়ীন, খণ্ড -১, পৃষ্ঠা -৪৫]"ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي"“□□ ফতোয়া দিবে তার জন্য পূর্ববর্তীদের কথা অবগত না হয়ে ফতোয়া দেয়া উচিৎ নয়।”

সুতরাং এ সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, প্রত্যেকেই ফতোয়া বা মাসআলা দিতে পারবে না। বরং এর জন্য যারা যোগ্য, একমাত্র তারাই ফতোয়া দিবে। সুতরাং ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্য থেকে এ উদ্দেশ্য নেয়া যে, তারা যোগ্য-অযোগ্য প্রত্যেককে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা রের করতে বলেছেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এটি তাদের কথার অপব্যাখ্যার নামান্তর।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একদিকে বলছেন যে, চার লক্ষ্য হাদীস মুখস্থ না করে এবং উলামাদের বক্তব্য ও মতবিরোধ সম্পর্কে অবগত না হয়ে কেউ মাসআলা দিতে পারবে না, অন্যদিকে তিনি কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন, সুতরাং এ বিষয় দু’টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করলেই তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রত্যেক ইমামের নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এ সমস্ত শর্ত কারও মাঝে বিদ্যমান না থাকলে তার জন্য শরীয়তের বিষয়ে মাসআলা দেয়া বৈধ নয়। অতএব, ইমাম আহমাদ ইবনে (রহঃ) যখন মাসআলা দেয়ার জন্য ইজতেহাদের যোগ্য হওয়ার শর্ত দিয়েছেন, সুতরাং তিনি কখনও ইজতেহাদের অযোগ্য লোককে একথা বলতে পারেন না যে, ‘ইমামদের অনুসরণ করো না।’

সুতরাং এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে ইমামগণ কাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন এবং তাদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমামগণ কাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ নির্দেশ প্রদান করেছেনঃইমামগণ যে তাঁদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা কাদের জন্য প্রযোজ্য, সেটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের এমন ছাত্রদেরকে তাঁরা এ নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইজতেহাদের যোগ্য। এবং প্রত্যেকেই সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্য ছিলেন।

একজন মুজতাহিদ কখনই আরেক মুজতাহিদকে একথা বলতে পারেন না যে, ‘তুমি আমার অনুসরণ করো’। যেমন একজন সাইন্টিস্ট আরেকজন সাইন্টিস্টকে বলতে পারেন না যে, তুমি আমার গবেষণার উপর নির্ভর করো। বরং প্রত্যেকেই নিজস্ব গবেষণার আলোকে সিদ্ধান্ত দিবে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন এবং কী বলেছেন। ইমামগণ তাদের ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরাও গবেষণা করো। শুধুমাত্র আমার কথার উপর নির্ভর করো না। সুতরাং যারা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে

পারে না অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাটা নিতান্তই বোকামী।

قال ابو داود: قلت لأحمد: " الأوزاعي اتبع أم مالكا؟ قال: " لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء!! ما جاء عن النبي فخذ به "

যেমন ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি ইমাম মালেককে অনুসরণ করবো না কি ইমাম আওযায়ীকে ? ইমাম আহমাদ (রহঃ) উত্তর দিলেন," لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء!! ما جاء عن النبي فخذ به "

“দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না। হুজুর (সঃ) থেকে যা কিছু এসেছে, সেগুলি গ্রহণ করো”[ই’লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ), খণ্ড -২, পৃষ্ঠা -২০০]

এখানে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু দাউদকে বলেছেন, তুমি তাদের অনুসরণ করো না। ইমাম আবু দাউদের মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিসকে নিষেধ করেছেন। এমন নয় যে, যাদের শরীয়তের বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই, কিংবা যাদের জ্ঞান সীমিত, তাদের জন্য এ কথা বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মুযানী (রহঃ) কে বলেছেন, قال الشافعي للمزني: " يا إبراهيم، لا تقلدني في كل ما اقول!! وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين ".“হে ইবরাহিম! আমার প্রত্যেকটি কথার উপর আমল করো না। বরং সে ব্যাপারে তুমিও চিন্তা করো। কেননা এটি দ্বীন।[আল-মাল মাদখাল লিদিরাসাতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, আহমাদ শাফেয়ী, পৃষ্ঠা -১০৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামগণ কাদেরকে কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের সময়ে কেউ যদি ইমাম মুযানি (রহঃ) যে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তার তিন ভাগের একভাগও অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য হয়ত একথা মেনে নেয়া সম্ভব যে, সে ইমামদের তাকলীদ করবে না। কিন্তু অযোগ্য লোকদের জন্য এবিষয়টি কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়।

ইমামগণ কী বলেছেনঃইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে যে নিষেধ করেছেন, তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ ,أخذوا وخذ من حيث“ যেমন সরাসরি কুআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে মাসআল গ্রহণ করো।”

এ নির্দেশ তাদেরকেই প্রদান করা হয়েছে, যারা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ।

মূল বিবেচনার বিষয় এটিই। ইমামগণ শুধু তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেননি, সাথে সাথে এও বলেছেন, তোমরা কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করো।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের মুখে এধরণের কথা কখনও শোভা পায় না যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফকে নিষেধ করেছেন, যিনি একজন বিখ্যাত মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি আমাদের মত অজ্ঞ-মূর্খদেরকে বলেননি যে, আমাদের অনুসরণ করো না। তাদের উদ্দেশ্য যদি সেটিই হত, তবে তারা জীবনেও কখনও কোন ফতোয়া দিতেন না। কেননা, অনুসরণের বিষয় আসে পরে। ইমাম ফতোয়া না দিলে, মানুষ অনুসরণই করতে পারত না। ইমামগণ সর্ব-সাধারণ সকলকে যদি সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলতেন তবে তাদের নিকট কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দিতেন, “কুরআন ও হাদীস দেখে নাও”।

কিন্তু বাস্তবতা হল, তারা সাধারণ মানুষের জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উলামাদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করতেন। কেননা এ ব্যাপারে সকল যুগের সকল উলামা একমত যে, শরীয়তের বিষয়ে অনুমান করে কোন মাসআলা দেয়া জায়েয নেই।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ নির্দেশনা নয়। বরং এ ব্যাপারে উলামায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য অন্যের অনুসরণ করা জরুরি।

কিন্তু আমাদের সমাজে একশ্রেণীর অজ্ঞ লোক রয়েছে, যারা নিজেদেরকে শরীয়তের বিষয়ে অনেক বড় জ্ঞানী মনে করে, তারা নিজেদেরকে মহা জ্ঞানী মনে করলেও তারা যে জানে না কিংবা খুব কম জানে, সেটিও তারা জানে না।এ সম্পর্কে শেখ সা’দী (রহঃ) বলেছেন- خواج پندارد ک حاصل اوست“ حاصل خواج بجز پندارد نیست খাজা ধারণা করেছে যে, তার অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তার এই ধারণাটুকু ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় নি।”এ বিষয়ে প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ধারণা রাখা উচিৎ যে, ইমামগণ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সমস্ত কথা বলেননি, যারা ইজতেহাদের যোগ্য নয়। অথচ বর্তমান সময়ে দু’একটি হাদীস পড়ে, হাদীসের দু’একটি কিতাব পড়ে, মুজতাহিদ হওয়ার দাবী করে বলেন যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমামগণ সেসমস্ত লোককে কিভাবে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিবেন, যারা কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের কাতারে। কেউ যদি ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যকে অসৎ উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োগ করতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে ইমামের উপর মিথ্যারোপ করল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর ¤œ র বক্তব্য থেকে বিষয়টি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে-

আল্লামা মাইমুনী (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) আমাকে বলেছেন, ! يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيه إمام

“হে আবুল হাসান ! যে মাসআলায় তোমার কোন ইমাম নেই , সে মাসআলায় সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাক।

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে - من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ“ ব্যক্তি এমন বিষয়ে কথা বলল , যে বিষয়ে তার কোন ইমাম নেই , তবে আমি তার ভুল করার ব্যাপারে ভয় করছি ” [আল-ফুরু , আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহঃ), খণ্ড -৬, পৃষ্ঠা -৩৮০] إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق হযরত আছরম (রহঃ) বলেন-ইমাম মালেক (রহঃ) পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত ইলমকেই ইলম বলতেন ” [আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ , খণ্ড -২, পৃষ্ঠা -৬২]এ সমস্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে , ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাঁর এক ছাত্রকে বলছেন , কারও অনুসরণ করে না , সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো , আরেকজনকে বলছেন, কোন ইমামের অনুসরণ ব্যতীত কোন মাসআলা প্রদান করো না। তবে কি তিনি স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন ? কখনও নয়। বরং তিনি যে ইজতেহাদের যোগ্য , যে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে সক্ষম তাকে বলেছেন , তুমি কাউকে অনুসরণ করো না , সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো। অথচ বর্তমান সময়ে মাসআলা বের করা তো দূরে থাক , শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে যার অবস্থান পাতালে , সে নিজেকে মনে করে যে , সে ছুরাইয়্যা তারকার উপর রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) এর নিচের উক্তিটি লক্ষ্য করুন ! عن خلف بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتيا حتي سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة و سألت يحي بن سعيد، فأمراني بذلك فقلت له: يا أبا عبد الله! فلو نهوك؟ قال : كنت أنتهي ، لا ينبغي لرجل أن يري نفسه أهلا لشيئ حتي يسأل من هو أعلم منه

খালাফ ইবনে উমর (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি -“আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেইনি , যতক্ষণ না আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে , তারা আমার অবস্থানকে সঠিক বলেন কি না। আমি রবীয়া (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করতাম। তারা আমাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন।খালাফ ইবনে আমর (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম , যদি তারা আপনাকে নিষেধ করতেন ? ইমাম মালেক (রহঃ) উত্তর দিলেন , ‘তবে আমি ফতোয়া থেকে বিরত থাকতাম’। কারও জন্য কোন বিষয়ে নিজেকে যোগ্য মনে করা উচিৎ নয়, যতক্ষণ না সে তার চেয়ে যোগ্য কাউকে জিজ্ঞেস করে ”[আল-হিলইয়া , আল্লামা আবু নুয়াইম (রহঃ), খণ্ড -৬, পৃষ্ঠা -৩১৬]

এবিষয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে , ইমামগণ যাদেরকে বলেছেন , তোমরা অনুসরণ করো না , তারা ইমামগণের এ সমস্ত নির্দেশ থেকে কী বুঝেছেন । ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) কে বলেছেন-لا تكتب كل ما تسمع مني“ আমার নিকট থেকে যা শ্রবণ করো, যাচাই -বাছাই না করে তা লিপিবদ্ধ করো না। ”

ইমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) এ নির্দেশের কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাসআলা লেখা বাদ দিয়েছেন ? ইমাম আবু দাউদকে (রহঃ) কে ইমাম আহমাদ (রহঃ) কারও অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন , ইমাম আবু দাউদ কী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব ছেড়ে দিয়েছেন ?

এভাবে ইমামগণ যাদেরকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন , তাদের কেউ যদি সংশ্লিষ্ট ইমামের অনুসরণ থেকে বিরত না হয় , তবে আমরা কেন ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে থাকি ? এবং কেন মানুষকে মাযহাব বিদ্বেষী করতে এধরণের উক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকি ?

এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে , সেগুলো উল্লেখ করে লিখেছেন -

فإن أنت قبلت هذه النصيحة و سلكت الطريقة الصحيحة، فلتكن همتك: حفظ ألفاظ الكتاب و السنة، ثم الوقوف علي معانيها بما قال سلف الأمة و أئمتها، ثم حفظ كلام الصحابة و التابعين و فتاويهم و كلام أئمة الأمصارو معرفة كلام الإمام أحمد و ضبطه بحروفه و معانيه و الأجتهاد علي فهمه و معرفته، و أنت إذا بلغت من هذه الغاية فلا تظن أنك قد بلغت النهاية، و إنما أنت طالب متعلم من جملة الطلبة المتعلمين و لو كنت بعد معرفة ما عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد، ما كنت حينئذ معدودا من جملة الطالبين. فإن حدثتك نفسك بعد ذلك أنك قد إنتهيت أو وصلت ما وصل إليه السلف فبأس ما رأيت

“তুমি যদি আমার নসীহত গ্রহণ করে থাক এবং সঠিক পথের অনুসন্ধানী হয়ে থাক , তবে তোমার লক্ষ্য থাকবে - তুমি কুরআন ও সুন্নাহের সমস্ত বিষয় মুখস্থ ও আয়ত্ব করবে , অতঃপর পূর্ববর্তীগণ ও ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন , সেগুলো সম্পর্কে অবগত হবে , অতঃপর তুমি সাহাবী , তাবেয়ীনদের বক্তব্য ও তাদের ফতোয়াসমূহ মুখস্থ করবে এবং বিভিন্ন শহরের উলামায়ে কেরামের যেসমস্ত বক্তব্য রয়েছে , সেগুলোও মুখস্থ করবে। সাথে সাথে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর বক্তব্য মুখস্থ করবে , তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবে এবং তার মর্ম উদঘাটনে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তুমি এ সমস্ত কিছু করার পরে মনে করো না যে , তুমি শেষ স্তরে পৌঁছে গেছ , বরং তুমি তখনও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। তুমি এসব কিছু অর্জনের পরও যদি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর যুগে থাকতে , তবে তুমি তাঁর ছাত্র হওয়ার যোগ্য হতে না। উপরোক্ত বিষয়ের ইলম অর্জনের পরে যদি তোমার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হয় , তুমি ইলমের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছ , কিংবা পূর্ববর্তীগণ যে স্তরে পৌঁছেছিলেন , সে স্তরে পৌঁছে গেছ , তবে তুমি বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা পোষণকারী ”

ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) তাঁর নিজের সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন , كما هو حال أهل الزمان بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوي كثيرمنهم الوصول إلي الغايات و الإنتهاء إلي النهايات و أكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات

“অর্থাৎ বর্তমান সময় কিংবা পূর্বের কয়েক যুগ থেকে কিছু লোক দাবী করে থাকে যে , তারা শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হয়েছে , অথচ বাস্তবতা হল , তাদের অধিকাংশ এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে পারে নি। ”

তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছেন , إياك و إياك: أن تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها و ضبط االنصوص و الآثار المعمول عليها ، ثم تشتغل بكثير الخصام و الجدال، و كثرة القيل و القال و ترجيح بعض الأقوال علي بعض الأقوال مما إستحسنه عقلك...ـ ولا تكن حاكما علي جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلي مقام لم يصلوه.“! সাবধান ! পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে এবং কুরআন ও সুন্নাহের নস ও আমলে মুতাওয়ারিছা (শ্রেষ্ঠ তিন যুগ থেকে প্রচলিত আমল) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে (অর্থাৎ মুজতাহিদ না হয়ে) তুমি তর্ক -বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক । আর বেঁচে থাক দ্বীনের ব্যাপারে অমূলক প্রশ্ন ও মন্তব্য থেকে। এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী এক ইমামের বক্তব্যকে আরেক ইমামের বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে। ” “মুমিনদের সকল দলের ব্যাপারে তুমি বিচারক সেজো না ! তোমার ভাবখানা এমন যে , তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো , যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি , তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে , যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর এ উপদেশ সকলের হৃদয়ে গেঁথে নেয়া উচিৎ। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) এর জন্ম ৭৩৬ হি : এবং মৃত্যু ৭৯৫ হি : অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সাত শ’ বছর পূর্বে তিনি একথাটি বলেছেন। অতএব , আমাদের সময়ের এ সমস্ত স্বশিক্ষিত এবং তথাকথিত মুজতাহিদ ইমামদের সম্পর্কে তাদের মন্তব্য কী হত ?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন , وقد قال بعض الناس : أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ، ونصف متفقه ، ونصف متطبب ، ونصف نحوي ، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد الأبدان ، وهذا يفسد اللسان)

“দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে , আধা বক্তা , আধা ফকীহ, আধা ডাক্তার এবং আধা ভাষাবিদ। এদের একজন (আধা বক্তা) দ্বীনকে ধ্বংস করে , অপরজন (আধা ফকীহ) দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে। আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে। আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে। ”[মাজমুউল ফাতাওয়া , খণ্ড -৫, পৃষ্ঠা -১১৮]

আমাদের সমাজে শরীয়তের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ শিশু। অনেকেই এখনও ক্লাস ওয়ানে ওঠারও যোগ্যতা অর্জন করেনি। অথচ ভাবখানা এমন যে উক্ত বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন । তারা ডক্টরেট করেন এক বিষয়ে আর সিদ্ধান্ত দেন আরেক বিষয়ে। সারাজীবন ইঞ্জিয়ার থেকে প্রিসক্রিপশন দিতে গেলে যা হয় আর কি !এজন্যই হয়ত রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহঃ) ,الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أمَّهاتهم “মায়ের কোলে যেমন শিশু , তেমনি আলেমদের কোলে সাধারণ মানুষ ”[শরহু ইবনু আবিল ঈয , খণ্ড -১, পৃষ্ঠা -১০৫]মুজাহেদ (রহঃ) ,ذهب العلماء فلم يبق إلاَّ المتكلِّمون ، والمجتهد فيكم كاللاعب فيمن كان قبلكم“আলেমগণ হয়েছেন , এখন শুধু বক্তারা রয়ে গেছে , আর তোমাদের মাঝে যারা ‘মুজতাহিদ ’ রয়েছে , পূর্ববর্তীদের তুলনায় তারা তামাশাকারী। - July 31, 2013 at 10:44 AM

৩ হাদীস সহীহ হলে সেটিইআমার মাযহাব: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা (পর্ব-১)

প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, “ইযা সাহ্হাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী” অর্থাৎ হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব। একথা উল্লেখ করে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীস ও সালাফীগণ যুক্তি দিয়ে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না, কেননা ইমামগণ সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলেছেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক একটু আগে বেড়ে বলেছেন,That’s the reason I say I am a hundred percent Hamboli, if Hamboli means the person who follows the teaching of Imam Ahmad Ibn Hambal, I am 100% Hamboli. Other people are 70%, 80%. So in these teachings, if you say, following the teachings of Imam Abu Hanifa, may Allah’s Mercy be on him, makes you a Hanafi, I am a ‘Pakka’ Hanafi, 100% Hanafi, if following the teachings of Imam Malek makes you a Maleki, I am 100% Maleki. If following the teachings of Imam Shafi, makes you a Shafi, I am 100% Shafi. If following the teachings of Imam Ahmad Ibn Hambol makes you a hamboli, I am a 100% ‘Sau fi Sad’ Hamboli. Because all these four great Aimmas said, if you find any of my fatwa that goes against Allah and his Rasul, throw my Fatwa on the wall.

“আমি বলি, আমি শতভাগ হাম্বলী। যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের নাম হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী। অন্যরা সত্তর ভাগ, কেউ আশি ভাগ, আমি একশ’ ভাগ হাম্বলী। যদি তুমি বলো, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অনুসরণ করলে কেউ হানাফী হয়ে যায়, তবে আমি একশ’ ভাগ হানাফী। ইমাম মালেক (রহঃ) এর অনুসরণের কারণে কেউ যদি মালেকী হয়, তবে আমি শতভাগ মালেকী। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর অনুসরণে কারণে কেউ যদি শাফেয়ী হয়, তবে আমি একশ’ ভাগ শাফেয়ী। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অনুসরণের কারণে কেউ যদি হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী। কেননা চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার ফতোয়া যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) বিরোধী হয়, তবে আমার ফতোয়া দেয়ালে ছুঁড়ে মার” এক. আমরা জানি যে, প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব।http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

বিবেচনার বিষয় হল, ইমামগণ যদি একথা নাও বলতেন, তবুও কি সকলের উপর রাসূলের (সঃ) এর সহীহ হাদীস অনুসরণ করা জরুরি নয়? কোন মু’মিন কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে, আমি রাসূল (সঃ) এর সহীহ হাদীস পেলেও সেটা মানব না?

আমরা ডাঃ জাকির নায়েককে প্রশ্ন করব, কুরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে? কেউ যদি কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করে, নিঃসন্দেহে সে মুসলমান থাকবে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

[illegible]

[illegible], اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيان شفاء

[illegible]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

[illegible]

[illegible]-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ([illegible]) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ([illegible])

[illegible] انتهينا، انتهينا [illegible]

সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত , সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত , এগুলো কি সহীহ নয় ? এগুলো কি কুরআনের আয়াত নয়? এ দু ’ আয়াতের আলোকে কি ডাক্তার জাকির নায়েক মদ খাওয়া হালাল বলতে পারবেন ? আর তিনি যদি হালাল বলেন , তবে তিনি মুসলমান থাকবেন ? অথচ কুরআন সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে , কোন কিছু সহীহ হলেই সেটি আমল যোগ্য নয়। চাই তা কুরআন হোক কিংবা হাদীস। কুরআনে যেমন নাসেখ -মানসুখ রয়েছে , রাসূল (সঃ) এর হাদীসেও নাসেখ -মানসুখ রয়েছে। আর এটি সর্বজন স্বীকৃত যে , মানসুখের (রহিত) উপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং নাসেখের (রহিতকারী বিধান) উপর আমল করা আবশ্যক। এছাড়াও হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে , যার কারণে হাদীসটির উপর আমল করা হয় না। সুনির্দিষ্ট কারণে হাদীস পরিত্যাগ সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পেরে , নিজের অজ্ঞতাকে ইমামদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কালজয়ী উক্তি -

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه .

“প্রত্যেকের অবগত হওয়া জরুরি যে , মুসলিম উম্মাহের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত ইমামদের কোন ইমামই স্বেচ্ছায় রাসূলের কোন সুন্নতের বিরোধিতা করেননি। সুন্নতটি ছোট থেকে ছোট হোক কিংবা বড় থেকে বড়। কেননা তারা সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে , রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ জরুরি এবং রাসূলের কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথাই যেমন গ্রহণ করা যায় আবার প্রত্যাখ্যানও করা যায়। কিন্তু তাদের কারও কাছ থেকে যদি এমন বক্তব্য পাওয়া যায় , যা কোন সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় , তবে বুঝতে হবে তার কাছে অবশ্যই যথার্থ কোন প্রমাণ বা ওজর রয়েছে , যার কারণে তিনি সহীহ হাদীসটি গ্রহণ করেননি। ”

কিন্তু বর্তমান যুগের স্বশিক্ষিত তথাকথিত মুজতাহিদগণের অবস্থা কী ? তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল গাফফার হিমসি (রহঃ) লিখেছেন -

لأنا نري في زماننا كثيرا ممن ينسب إلي العلم مغترا في نفسه ، يظن أنه فوق الثريا و هو في حضيض الأسفل، فربما يطالع كتابا من الكتب الستة-مثلا-فيري فيه حديثا مخالفا لمذهب أبي حنيفة فيقول: إضربوا مذهب أبي حنيفة علي عرض الحائط ، و خذوا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوي منه سندا، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به ، و هو لا يعلم بذلك , فلو فوض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقا: لضلوا في كثير من المسائل، وأضلوا من أثاهم من سائل

বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। সে মনে করে যে , সে (ইলমের দিক থেকে) ছুরাইয়্যা তারকার উপরে রয়েছে , অথচ বাস্তবতা হল , তার অবস্থান পাতালের তলদেশে। উদাহরণস্বরুপ , এরা সেহাহ্ সেত্তা থেকে কোন একটি হাদীসের কিতাব পড়ে এবং সেখানে কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাবের বিপরীত কোন হাদীস পায় , তবে তারা বলে , “আবু হানিফার মাযহাব দেওয়ালে ছুঁড়ে মার , আর রাসূলের হাদীস গ্রহণ করো। অথচ হাদিসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে , অথবা উক্ত হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার অন্য কোন হাদীস রয়েছে , অথবা এজাতীয় সুনিশ্চিত কারণ রয়েছে , যার কারণে হাদীসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনটিই জানে না। এ শ্রেণীর লোকদের হাতে

যদি সাধারণভাবে হাদীস অনুসরণের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের নিকট যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পথচ্যুত করবে”

ডাক্তার জাকির নায়েক যে দাবী করেছেন, আমি শতভাগ হানাফী, শতভাগ মালেকী, শতভাগ শাফেয়ী, শতভাগ হাম্বলী এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা তাঁর এ বক্তব্য মূলতঃ ইমামদের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মাযহাব সমূহকে খেল-তামাশার বস্তু বানানরই নামান্তর। কারণ আমরা সকলেই জানি যে, একই সাথে চারও মাযহাব অনুসরণ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ডাঃ জাকির নায়েকের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, একমাত্র তিনিই হয়ত সহীহ হাদীস মানতে আগ্রহী। ইমামগণ কি সহীহ হাদীস মানতেন না? কিংবা তাদের অনুসারী কেউ কি সহীহ হাদীস মানে না?

বিষয়টি এমন যেন চৌদ্দশ’ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিল না, চৌদ্দশ’ বছর পরে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীসগণ শুধু সহীহ হাদীস পড়ছেন। চৌদ্দশ’ বছরের কেউ হয়ত বোখারী পড়েনিনি, একমাত্র এরাই চৌদ্দশ’ বছর পরে এসে বোখারী পড়ছে। যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যারা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তারা সকলেই সত্তর ভাগ মাযহাবী ছিলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একশ’ ভাগ মাযহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন; তাও আবার একই সাথে চার মাযহাবের একশ’ ভাগ অনুসারী।

বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হয়ত সহীহ জানতেন না বা সহীহ হাদীস মানতেন না, এজন্য ডাঃ জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে তারা হলেন, সত্তর ভাগ বা আশি ভাগ মাযহাবী। আমরা সকলেই জানি, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, উসুলবিদ, দঐতিহাসিক প্রায় সকলেই দীর্ঘ বার-তের শ’ বছর যাবৎ কোন একটা মাযহাব অনুসরণ করেছেন। ডাঃ জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা সকলেই সত্তরভাগ সহীহ হাদীস মানতেন, ইসলামের দীর্ঘ চৌদ্দশ’ বছর পরে, ডাঃ জাকির নায়েক দাবী করলেন যে, তিনি একশ’ ভাগ সহীহ হাদীস মানেন!

এসম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেছেন- ولا تكن حاكما علي جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلي مقام لم يصلوه.“মুমিনদের সকল বিষয়ে তুমি বিচারক □□□□ না! তোমার ভাবখানা এমন যে, তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি।”

যারা ইমামদের এসমস্ত কথার অপব্যাবহার করেন, তাদের জন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নি¤œোক্ত উক্তিটি মনে রাখা দরকার- ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অথবা মুসলমানদের অন্য কোন ইমামদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে, তারা ক্বিয়াস কিংবা অন্য কোন কারণে সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সে তাদের উপর ভ্রান্ত বিষয় আরোপ করল এবং নিজের ধারণা অথবা প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে তাদের উপর মিথ্যারোপ করল” [মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩০৪]

সার কথা হল, প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, “হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব” এর অর্থ হল, হাদীসটি আমল যোগ্য হতে হবে। কেননা হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমল যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিস, সমস্ত মুফাসসির, সমস্ত ফকীহ একমত যে, সকল সহীহ হাদীস আমল যোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) লিখেছেন, أما الأئمة و فقهاء أهل الحديث فإنهم

يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة و من بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق علي تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه علي علم أنه لا يعمل به

“ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোন একটি হাদীস সহীহ হলে , তার উপর তখনই আমল করেন, যখন কোন সাহাবী , তাবেয়ী , অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোন একটি দল থেকে হাদীসটির উপর আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় I আর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে হাদীসের উপর আমল না করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তার উপর আমল করা জায়েয নেই; কেননা তার উপর যে আমল করা যাবে না , সেটা জেনেই তারা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন I” এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা হল , ইমামগণের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মানুষের মাঝে মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো নিতান্তই দুঃখজনকI প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন , ‘হাদীস সহীহ হলে সেটি আমার মাযহাব ’ তাদের এ বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হল , إذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبي“ “হাদীসটি যখন আমল যোগ্য হবে , তখন সেটি আমার মাযহাব হবে ”

কিন্তু বর্তমানে আহলে হাদীস বা সালাফীরা এ সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ করে , মানুষের মাঝে মাযহাবের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মাযহাবের বক্তব্যের বিরোধী কোন হাদীস পেলে , সেসম্পর্কে কোন ইলম হাসিল না করেই , মাযহাব এবং মাযহাবের ইমামদের সম্পর্কে বিষোদগার শুরু কওে ; অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে , উক্ত হাদীস পরিত্যাগের যথাযোগ্য কারণ রয়েছে।

বর্তমানে যারা সহীহ হাদীস অনুসরণের নামে নতুন নতুন মাযহাবের অবতারণার চেষ্টা করছে , তাদের অধিকাংশ মাসআলা এমন যে , তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দীর্ঘ চৌদ্দশ ’ বছরের মুসলিম উম্মাহ একমত। যেমন , এরা বলে বীর্য পাক , এদের অনেকে বলে তা খাওয়া বৈধ , গান - বাদ্য জায়েয , জুমুআর খুতবা যে কোন ভাষায় দেয়া জায়েয , কাযা নামায বলতে কিছু নেই , অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লে কোন সওয়াব হবে না , তারাবী বিশ রাকাত নয় , আট রাকাত ইত্যাদি।

কুরআন অনুসরণ করতে গিয়ে যেমন মদকে হালাল করা যাবে না , তেমনি সহীহ হাদীসের অনুসরণের কথা বলে রহিত হাদীস দিয়ে গান -বাদ্য , বেপর্দা ইত্যাদিকে জায়েয বলা যাবে না। এগুলো মূলতঃ সহীহ হাদীসের অনুসরণ নয় , হাদীস অনুসরণের ছদ্মাবরণে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা।

“হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব ” এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যঃ

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লাামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ,ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه أطلع عليه و رده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا “ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর উক্ত বক্তব্যের তখনই আমল করা যাবে , যখন এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে , তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে , তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তিনি হাদীসটির উপর আমল করেন নি কিংবা হাদীসটির কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন , তবে সেক্ষেত্রে উক্ত বক্তব্যের আমল করা যাবে না। ”

১. আল্লামা ইবনে হামদান (রহঃ) লিখেছেন , و ليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتي ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك و يعرف به، و قد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه

“প্রত্যেক ফকীহের জন্য এই অনুমতি নেয় যে , বাহ্যিক হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর আমল করবে, যতক্ষণ না সে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করবে যে , এ হাদীসটির সাংঘর্ষিক কোন দলিল আছে কি না , অথবা হাদিসটির বিধান রহিত কি না। এ ব্যাপারে সে যদি জ্ঞান না রাখে , তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক হাদীসের উপর ইচ্ছা করেই আমল করেননি , কেননা তাঁর নিকট সে সমস্ত হাদীসের বিধান রহিত ছিল (মানসুখ)। ”

قال النووي في " شرح المهذب " (١/١٥٤) : هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال : هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره ، وإنما هذا فيمن له رتبة الإجتهاد في المذهب ، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه ، ومأأشبهها ، وهذا شرط صعب قل من يتصف به ، وإنما اشترطوا ماذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك ، قال الشيخ أبو عمرو - هو الإمام ابن الصلاح - : ليس العمل بظاهر ماقاله الشافعي بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث . أهـ

ইমাম নববী (রহঃ) “শরহুল মুহাজ্জাব ”এ লিখেছেন , ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে বলেছেন “হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব ” এর অর্থ এই নয় যে , যে কেউ সহীহ হাদীস দেখলেই বলবে যে , এটি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাব এবং বাহ্যিক হাদীসের উপর আমল করবে। বরং এটিই তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে , যে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এর জন্য শর্ত হল , তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে , শাফেয়ী (রহঃ) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হননি অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। আর এটা তখনই সম্ভব হবে , যখন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর সকল কিতাব অধ্যয়ন করা হবে এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম শিক্ষা করেছে , তাদের সব কিতাব মুতায়ালা করতে হবে। এটি একটি কঠিন শর্ত , যা অল্প সংখ্যক লোকই অর্জন করতে পারে। ফকীহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো একারণে আরোপ করেছেন যে , কোন একটি হাদীস ত্র “টিযুক্ত , রহিত , সুনির্দিষ্ট অথবা হাদীসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারনে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক সহীহ হাদীসের উপর আমল করেননি অথচ তিনি এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং এর জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর নিকট সুনির্দিষ্ট দলিল ছিল। শায়খ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন , ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যা বলেছেন , তার বাহ্যিকের উপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহ হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করে তার উপর আমল করতে পারবে না ”

মূলতঃ রাসূলের হাদীস বর্ণনার দিক থেকে সহীহ হলেই সেটি আমল যোগ্য নয়। সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে , হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে দেখতে হবে , এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোন হাদীস বা কুরআনের কোন নির্দেশনা আছে কি না। হাদীসটির বিধান রহিত কি না , ইত্যাদি। একজন সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক , বড় বড় আলেমদের পক্ষেও এ বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা কঠিন। যারা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন , তারাই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

শরীয়তের বিষয়ে যারা কোন জ্ঞান রাখে না , অথবা জ্ঞান থাকলেও যেটা ইজতেহাদের জন্য যথেষ্ঠ নয় , তারা সহীহ হাদীস পেলেই সেটা নিয়ে খুব মাতামাতি করে। অনেকে হয়ত এতটুকু জানে না , সহীহ হাদীস কাকে বলে , কখন সহীহ হাদীসের উপর আমল করা যায় এবং কখন সহীহ হাদীসের উপর আমল করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন Ñ শায়খ আব্দুল গাফফার (রহঃ) “দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম ” নামক একটি কিতাব রচনা করেন। এ

কিতাব রচনার মূল কারণ ছিল , শামের তরাবুলুস শহরের এক লোক হোম্স শহরে আসে এবং শায়খকে বলে যে , আমাদের ওখানে একজন লোক রয়েছে, যার বক্তব্য হল , যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না , সে কাফের।

তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে তার কথার যুক্তি দেখাল যে , রাসূল (সঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না , আর যার নামায সহীহ হল না , সে কেমন যেন নামায পড়ল না। আর যে নামায পড়ল না , সে কাফের ”

তখন শায়খ আব্দুল গাফফার (রহঃ) এক বৈঠকে, দু ’ঘন্টার মাঝে উক্ত কিতাব রচনা করে তরাবুলুস শহরের ঐ লোককে দিয়ে দিলেন। ”

এজন্যই হয়ত ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম লায়স বিন সা ‘য়াদ (রহঃ) এর ছাত্র , আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ওহাব (রহঃ) □□□□□□,الحديث مضلة إلا للعلماء “আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হল ভ্রান্তির কারণ ”

ইমাম আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী (রহঃ) লিখেছেন , قال الإمام إبن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (قال إبن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء) يريد: أن غيرهم قد يحمل شيئا علي ظاهره و له تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفي عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء، مما لا يقوم به إلا من استبحر و تفقه)

“আল্লামা ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হল , ভ্রান্তির কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন , ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা হয়ত হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করবে , অথচ অন্য কোন হাদীস দ্বারা এর ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথবা অন্যদের নিকট হাদীসের দলিল অস্পষ্ট থাকবে , অথবা হাদীসটি মূলতঃ আমলযোগ্য নয়, যার সুস্পষ্ট কোন কারণ রয়েছে , যা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না ”

আমাদের সমাজে দেখা যায় , শরীয়তের বিষয়ে যাদের কোন জ্ঞান নেই , তারা কোন এক ইমামের এধরণের উক্তি মুখস্থ করে নিজেও যেমন ধোঁকায় পড়ে এবং অন্যকেও ধোঁকায় ফেলে। একথা বললে, অনেকেই হয়ত বলবেন, নবীজীর হাদীসের উপর একজন আমল করছে আর তার ব্যাপারে ভ্রান্ত হওয়ার ফয়সালা দেয়া হবে ?

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন , و هنا تثور ثائرة أدعياء الدعوة إلي العمل فيقولون: هل يجوز لكم أن تحكموا بالضلال علي من يعمل بالسنة و يفتي الناس بها؟!فنقول : نعم إذا لم يكن أهلا لهذا المقام، فحكمنا عليه بالضلال لا لعمله بالسنة، معاذ الله بل لتجرئه علي ما ليس أهلا له

“আমাদের সমাজে কিছু দায়ী রয়েছে , যারা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করবেন , আপনারা এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন , যে রাসূলের সুন্নাহের উপর আমল করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং সুন্নাহের আলোকে মানুষকে ফতোয়া দিচ্ছে ?

আমরা বলব, যেহেতু সে এ কাজের যোগ্য নয় , এজন্য তাকে আমরা তার ভ্রান্তির ব্যাপারে ফয়সালা দিচ্ছি , সে সুন্নাহের উপর আমল করছে এ কারণে নয়। বরং সে যে বিষয়ের যোগ্য নয় , সে বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্য। ” July 31, 2013 at 12:19 PM

৪ হাদীস সঙ্কলনের ইতিহাস ও শরয়ী আইনের উপযোগিতা (পর্ব-২

ইসলাম সম্পর্কে চরম বিদ্বষের কিছু নমুনা:

একটা সত্য কথা হলো, ইসলাম নিয়ে যারা গবেষণা করেন, নিয়মতান্ত্রিক পড়া-লেখা করেন এবং ইসলামী বিষযে সমাধান প্রদান করেন, তারা সাধারণত ব্লগ ইত্যাদিতে লেখা-লেখি করেন না। এখানে ইসলামের শাস্ত্রীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার মতো হাতে গোনা দু'একজনকে পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ। এখানে, কেউ যদি ইসলাম নিয়ে বিষোদগার করে, তবে দু'একজন নাস্তিকের বাহবা পাওয়া যাবে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে, কিন্তু প্রকৃত ইসলামের বিশেষ ক্ষতি তারা করতে পারবে না।একারণে ব্লগে বসে ইসলামের নামে মিথ্যাচার করে নিজেদেরকে আর কলুষিত করবেন না বলে আশা রাখি। আপনাদের নোংরা ভাষা, বিকৃত রুচিবোধ, উগ্র কথা-বার্তার কারণে সমগ্র বাঙ্গালি জাতি কলুষিত হয়েছে, আপনাদেরকে ধিক্কার জানিয়েছে, সেখানে আপনারা যদি সেই ধারা অব্যাহত রাখেন, তবে ইসলামের ক্ষতির চেয়ে নিজের পরিতাপটা বাড়াবেন। নাস্তিক হওয়ার সুবাদে এমনিতেই চরম হতাশার মাঝে ভুগছেন, উ্দ্দেশ্যহীন জীবন-যাপন করছেন, এরপর আবার পুরো জাতির কাছে ধিক্কার পেলে আপনাদের অসহায়ত্ব আরও প্রকট হয়ে আপনাদেরকে আরও অসুখী করবে।

জঘন্য মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে এক ব্লগার,ইসলামের হাদীস শাস্ত্রকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। সর্বপ্রথম হাদীস শাস্ত্রের প্রতি তার মনোভাব তুলে ধরবো, এরপর কিভাবে সে মানুষকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করবো।বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ওরিয়েন্টালিস্ট গ্রুপ ইসলাম নিযে পড়া -লেখা করে ইসলামের নামে তাদের সুপ্ত আক্রোশের প্রকাশ হিসেবে চরম মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছে। এই বইগুলো ইংরেজী ও আরবীতে থাকায় বাংলা ভাষায় এসমস্ত মিথ্যাচারিতা এখনও অনুপ্রবেশ করেনি। ইংরেজী থেকে অনুবাদকৃত এই মিথ্যাচার গুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বাজারে অসংখ্য কিতাব পাওয়া যাবে। ড. মুস্তফা সিবায়ী এদের বিরুদ্ধে সমুচিৎ জওয়াব দিয়ে আস-সুন্নাতু ও মাকানাতুহা ফিত তাশরিয়িল ইসলামী নামক কিতাব ১৯৪৯ সালে প্রকাশ মিশর থেকে প্রকাশ করেছেন। আরবী ও ইংরেজীর সাথে যাদের সম্পর্ক আছে, তাদের কাছে বিষয়টি নতুন নয়। কিন্তু একটা ছেলে যখন কোন ইসলাম বিদ্বেষী লেখকের মিথ্যাচারগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ইসলামে প্রতি মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করতে চায়, তখন অনেক বাঙ্গালীর কাছে বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট বলে রাখা প্রয়োজন মনে করছি, ইসলামের বিরুদ্ধে তথাকথি ইহুদী ও খ্রিষ্টান বুদ্ধিজীবীদের এ আক্রমণ নতুন নয় যে, এ নিয়ে খুব উৎসাহ দেখানোর কিছু আছে বলে মনে হয় না।যেই বাঙ্গালী ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে ব্লগে লিখছে, সে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জানা তো দূরে থাক, হাদিস সম্পর্কে মৌলিক সংজ্ঞাগুলো জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবে না। নিজে চরম অজ্ঞতার মাঝে থেকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে সে অন্যকে কিসের আলো দেখাবে।ইসলামের প্রতি তারা যে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়, এর মূল কারণগুলো হলো,১. ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ইসলামী জ্ঞানার্জনের উৎসগুলো সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা।২. কোন বিষয় যাচাই ও সমালোচনার করার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নিজস্ব অজ্ঞতাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা।৩. তথাকথিত মুক্ত-চিন্তা ও স্বাধীনতার নামে নিজেকে প্রসিদ্ধ করার মতো নোংরা মানসিকতা।৪. বিৃকত রুচি ও চিন্তার লালন-পালন করে অন্যের উপর সেগুলো প্রয়োগের চেষ্টা।৫. ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার পাশাপাশি ঘৃণ্য পর্যায়ের বিদ্বেষ পোষণ করা।

আমাদের পরবর্তী আলোচনাগুলোতে এই পাঁচটি বিষয় পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষের নমুনা:পরাগ মেহেদী নামের যেই ব্লগার হাদীস শাস্ত্র নিয়ে ব্লগে মিথ্যাচার করছে, হাদীসের প্রতি তার বিদ্বেষের কিছু নমুনা তুলে ধরছি। এতে পাঠকের সামনে স্পষ্ট হবে, সে কী উদ্দেশ্যে এগুলো করছে, এবং তার বিশ্লেষনে কতটা নিরপেক্ষ,রাসূল স. এর অধিকাংশ হাদীস সম্পর্কে সে বলেছে,অধিকাংশ হাদীস পায়খানার মতো। নাউযুবিল্লাহ। মানুষ কতটা বিকৃত মানসিকতার হলে এ ধরণের মন্তব্য করতে পারে? নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত, অন্ধকাচ্ছন্ন একটা মানুষ না কি এ জাতিকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করবে। হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। তার কমেন্টে দেখুন,

সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রা. সম্পর্কে তার মনোভাব দেখে হতবাক। সে ব্যক্তিগতভাবে হযরত মুয়াবিয়াকে অপছন্দ করে এবং হযরত আবু হুরাইরাকে আরও বেশি অপছন্দ করে। তার কমেন্টে দেখুন,

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তার মনোভাব লক্ষ করুন,[প্রথম কথা হচ্ছে কোরানের বর্তমান ইন্টারপ্রিটেশন খুবই হাদীস নির্ভর। হাদীসের প্রভাব বাদ দিলে কোরানের ইন্টারপ্রিটেশনে অনেক পরিবর্তন আসে। যেমন চোরের শাস্তি হাত কেটে ফেলা, বা বউ পেটানো বা পর্দা প্রথা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই আপনি ভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারেন। সেজন্য আপনাকে নতুন করে ভাষায় বিকৃতি ঘটাতে হবেনা, নতুন কিছু আমদানী করতে হবেনা এমনকি এর মাঝে কোন গোঁজামিলও থাকবেনা। বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ভুলের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়, আমি প্রমাণ সহ দেখাতে পারব। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কোরানের বিকৃতির বিষয়। সামগ্রিক ভাবে মুসলিম উম্মাহ কোরানকে আল্লাহ অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করবেন বলে বিশ্বাস করলেও এমন কথা আসলে কোরানে লিখা নাই। এ ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো বিবেচনাধীন, অনেক গবেষণা, পড়াশুনা ও চিন্তার বিষয় আছে, আমি এখনো সময় করে উঠতে পারিনি। কিছু ওইতিহাসিক ফ্যাক্ট আর কিছু হাদীসও কোরান বিকৃতির ইঙ্গিত দেয়। তাই কোরানের যেসব ব্যাপার মোরালিটির সাথে যায়না সেগুলো আপাতত ইগনোর করি, তবে একসময় আপনাকে আমার নিজস্ব উত্তরটা দিতে পারব।]

একটি নির্ভুল, সর্বাধিক পঠিত ও প্রত্যেক যুগে যুগে হাজার হাজার লোক কর্তৃক মুখস্থ একটা গ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআন সম্পর্কে যদি তার এই মনোভাব হয়, তবে হাদীস সম্পর্কে তার বিকৃত মানসিকতা কোন স্তরে পৌঁছেছে, পাঠকের নিকট অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।এখানে তার ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভারে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো। আমি তার সকল পোস্ট পড়িনি, হাদীস সম্পর্কে তার লেখা পাচটি পোস্ট ও কমেন্ট পড়ে তার যে ভুলগুলো চোখে পড়েছে, সেগুলো ওয়ার্ড ফাইলে জমা করেছি, দশ পৃষ্ঠার বেশি হয়েছে। আস্তে আস্তে তার মিথ্যাচারগুলো স্বরূপ উন্মোচন করা হবে।

[লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে। পরর্বতী পর্বে বিশদ আলোচনা করা হবে] - https://www.facebook.com/notes/ijharul-islam/%E0%A6%B9%E0%A6%BE %E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D %E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF %E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A7%A8/222459831236770/

৫ আলবানী সাহেবের আসল চেহারা:

আলবানী সাহেবের আসল চেহারা:

ইজহারুল ইসলাম
সূত্র : মাযহাব প্রসঙ্গে ডা .জাকির নায়েক , একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা। পৃ .১৬-২৭

ইমাম বোখারী (রহঃ) কে অমুসলিম আখ্যায়িত করা -

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) ইমাম বোখারী (রহঃ) কে অমুসলিম আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বোখারী (রহঃ) বোখারী শরীফের "কিতাবুত তাফসীর " এ সূরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন , সে সম্পর্কে নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) লিখেছেন ,

ان هذا التأويل لا يقول به مؤمن مسلم وقال إن هذه التأويل هو عين التعطيل.

"এ ধরণের ব্যাখ্যা কোন মুমিন -মুসলমান দিতে পারে না। তিনি বলেন , এ ধরণের ব্যাখ্যা মূলতঃ কুফরী মতবাদ "তা'তীলের " অন্তর্ভূক্ত "

ইমাম বোখারী (রহঃ) সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ,

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ إلا ملكه, ويقال: إلا ما أريد به وجه الله

"আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে "
এখানে তিনি "ওয়াজ্হুন " শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন "মুলকুন " তথা আল্লাহর রাজত্ব। তখন অর্থ হবে , সবকিছু ধ্বংস হবে , তাঁর রাজত্ব ব্যতীত। অথবা "ওয়াজহুন " দ্বারা যা উদ্দেশ্য হবে , তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
[ফাতাওয়াশ শায়েখ আলবানী , পৃষ্ঠা -৫২৩, মাকতাবাতুত তুরাছিল ইসলামী , প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ইং]

ইমাম বোখারী (রহঃ) কে অমুসলিম আখ্যায়িত করে সালাফীদের নিকট বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হওয়ার বিষয়টি আমাদের নিকট অস্পষ্ট ; অথচ ডাঃ জাকির নায়েকও তাকে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

যে মুহাদ্দিস ইমাম বোখারী (রহঃ) কে অমুসলিম বলতে দ্বিধা করে না , ডাঃ জাকির নায়েক কিভাবে তার উপর নির্ভর করে তার লেকচার তৈরি করেন এবং তার মতাদর্শ সমাজে প্রচার করেন?

আর ইমাম বোখারী যদি সালাফীদের নিকট অমুসলিমই হয়ে থাকে , তবে আহলে হাদীস বা সালাফীরা কিভাবে ইমাম বোখারী বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করে ?

হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনাঃ

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা করে লিখেছেন ,

هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الانجيل أو الفقه الحنفي و نحوه

"এ থেকে স্পষ্ট যে , হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিবেন এবং কিতাব ও সুন্নাহের মাধ্যমে বিচার করবেন। তিনি ইঞ্জিল , হানাফী ফিকহ কিংবা এজাতীয় অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবেন না "

[আল্লামা মুনযীরি (রহঃ) কৃত "মুখতাসারু সহিহীল মুসলিম" এর উপর শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর টিকা সংযোজন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, আল-মাকতাবুল ইসলামি, পৃষ্ঠা-৫৪৮]
এখানে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী খুব সহজে হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেছেন; অথচ তিনি এতটুকু চিন্তা করেননি যে, তাঁর নিজের পিতা একজন সুদৃঢ় হানাফী আলেম। আমরা সকলেই জানি, কেউ যদি ইঞ্জিল অনুযায়ী বিবাহ-শাদী করে, তবে ইসলামে তার বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) এর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর পিতা এমন একটি মতবাদের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যা বিকৃত ইঞ্জিলের সমগোত্রীয়। এখন তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেন, তবে আমাদের কারও আপত্তি করার পূর্বে তাঁর নিজেরই সতর্ক হওয়া উচিৎ। কেননা একথা বলার দ্বারা তার নিজের পিতা-মাতারই বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না।

এছাড়া তিনি তার জীবনে দীর্ঘ একটি সময় নিজেও হানাফী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে লেখা হয়েছে,
الحنفي (قديماً) ، ثم الإمام المجتهد بعد
[সাবাতু মুয়াল্লাফাতিল আলবানী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আশ্-শামরানী, পৃষ্ঠা-২, ১৬]

"প্রথম জীবনে হানাফী, পরবর্তী জীবনে নিজেই মুজতাহিদ ইমাম"

তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে ইঞ্জিলের সমতুল্য মনে করে থাকেন, তবে তিনি প্রথম জীবনের যে সময়টাতে হানাফী ছিলেন সেসময়ে তিনি কি মুসলমান ছিলেন?

উস্তাদের অবস্থা যদি হয় এই, তবে তার অনুসারীদের কী অবস্থা হবে? ডাঃ জাকির নায়েক এমন এক ব্যক্তিকে অনুসরণীয় বানিয়েছেন, যিনি সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে এবং হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করেন না!

শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহাঃ) এর মত ডাঃ জাকির নায়েকও একই পথে অগ্রসর হয়েছেন। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ডাঃ জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি মিলিয়ে দেখুন। লক্ষ্য করুণ!
ঐধহরভধহবাবৎ পধসব ঃড় ঃঃধৎঃ ধ হবি ঐধহধভর গধফযধন. হবাবৎ পধসব ঃড় ঃঃধৎঃ ধ হবি গধষবশর গধফযধন. হবাবৎ পধসব ঃড় ঃঃধৎঃ ধ হবি ঝযধভর গধফযধন. ওসধস অযসধফ ওনহ ঐধসনড়ষ হবাবৎ পধসব ধ হবি যধসনড়ষর গধফযধন. গধফযধন ড়ভ ঃযব জধংঁষ. যড়ি ঃযব ঈযৎরংঃরধহ সরংঁহফবৎংঃড়ড়ফ ঔবংঁং (ঢ়নঁয) পযৎরংঃরধহরঃু, পধসব ঃড় রংষধস.

"ইমাম আবু হানীফা নতুন কোন হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম মালেক নতুন কোন মালেকী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম শাফেয়ী নতুন কোন শাফেয়ী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। এদের মাযহাব ছিল, রাসূল (সঃ) এর মাযহাব। বিষয়টি খ্রিস্টানদের মত অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যেমন ভুল বুঝে থাকে যে, হযরত ঈসা (আঃ) খ্রিস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন; মূলতঃ তিনি এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য।"

বর্তমান বিশ্বে ৯২.৫ ভাগ মুসলমান চার মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করে থাকে এবং অবশিষ্ট ৭.৫ ভাগ লোক শিয়া মতাবলম্বী। দীর্ঘ তের শ' বছর যাবৎ মুসমিম উম্মাহ মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে, তবে কি তিনি সব মুসলমানকে খ্রিস্টানদের মত পথভ্রষ্ট মনে করেন?

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ডাঃ জাকির নায়েক যাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারা মাযহাব মানাকে কুফুরী-শিরকী মনে করে থাকে। তাদের অনুসারী হয়ে ডাঃ জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরণের বক্তব্য উপস্থাপন করাটা অস্বাভাবিক নয়। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) যেমন হানাফী মাযহাবকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে তুলনা করেছেন, তার অনুসারী হয়ে ডাঃ জাকির নায়েকও হুবহু তাই করেছেন!

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) এর প্রতি অভিশাপঃ
শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ সম্পর্কে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) লিখেছেন,
أشل الله يدك وقطع لسانك -يدعو على العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة-.
ويقول عنه: إنه غدة كغدة البعير
ثم يقول مستهزئا ضاحكا: أتعرفون غدة

“আল্লাহ তায়ালা তোমার হাত অবশ করে দিক এবং তোমার জিহ্ক্ষাকে কর্তন করুক। [কাশফুন নিকাব, পৃষ্ঠা-৫২]
তিনি আরও বলেন, সে হল উটের প্লেগ রোগের মত একটা মহামারী (গুদ্দাতুল বায়ীর)। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে উপহাস করে বললেন, তোমরা কি জানো, উটের প্লেগ কী?

ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে শায়েখের উক্তিঃ

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে বলেছেন,
اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا
“তুমি ইউসুফ কারযাবী থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখো এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো”

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে আরও বলেছেন,
إن يوسف القرضاوي يفتي الناس بفتاوى مخالفة للشريعة و لهُ فلسفة خطيرة
“ইউসুফ আল-কারযাবী শরীয়ত বিরোধী ফতোয়া প্রদান করে, তার কাছে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব দর্শন”

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)
হাদীসুল গদীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন,
إنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ، قد ضعف الشطر الأول من الحديث ، وأما الشطر الآخر ، فزعم أنه كذب ! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها.والله المستعان
“আমি শায়খ ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি, তিনি হাদীসের প্রথম অংশকে দুর্বল বলেছেন এবং হাদীসের শেষ অংশকে তিনি মিথ্যা মনে করেছেন। আমার ধারণামতে “হাদীসকে যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে এটি ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বাড়াবাড়ি, যা তাঁকে হাদীসটি যয়ীফ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে; অথচ তিনি হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন পরম্পরা খতিয়ে দেখেননি। এবং এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টিপাত করেননি।”
[সিলসিলাতুস সহীহা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৩-৩৪৪, হাদীস নং ১৭৫০]

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহের সমালোচনা করেছেন। সালাফীরা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এবং

আব্দুল ওহাব নজদী (রহঃ) কে তাদের মাইলফলক মনে করে থাকে। কিন্তু শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী সমস্ত আলেমের ক্ষেত্রে সব ধরণের নিয়ম-কানুনের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছেন। এবং যেখানে যেভাবে ইচ্ছা তার সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) “কালিমুত তাইয়্যিব” নামক বিখ্যাত একটি কিতাব রচনা করেছেন। শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) সে কিতাবের হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করে একটি কিতাব লিখেছেন, সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব। এ কিতাবে নাসীরুদ্দিন আলবানী লিখেছেন -

أنصح لكل من وقف علي هذا الكتاب (الكلم الطيب لإبن تيمية) و غيره: أن لا يبادر إلي العمل بما فيه من الأحاديث، إلا بعد التأكيد من ثبوتها، و قد سهلنا له السبيل إلي ذلك بما علقنا عليه ، فما كان ثابتا منها عمل به ...وإلا تركه، (صحيح الكلم الطيب-ص-٤)

“যারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর এ কিতাবটি সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তাদেরকে নসীহত করব, এ কিতাবে যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, সেগুলোর প্রতি তারা যেন আমল করতে অগ্রসর না হয়, যতক্ষণ না হাদীসগুলো শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়। আমি এর উপর যে টিকা সংযোজন করেছি, এর মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং যে সমস্ত হাদীস প্রমাণিত হবে, সেগুলোর উপর আমল করা হবে, নতুবা সেটি পরিত্যাগ করা হবে”
[সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব, পৃষ্ঠা-৪]
শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এ কথা উল্লেখ করে আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ) লিখেছেন,

و ليس يعني الألباني بذلك إلا أنه يجب علي الناس أن يتخذوه إماما و يقلدوه تقليدا أعمي، ولا يعتمدوا علي إبن تيمية و لا علي غيره من الثقات الأثبات من المحدثين، في ثبوت الأحاديث حتي يسألوا الألباني و يرجعوا إلي تحقيقاته!

“অর্থাৎ নাসীরুদ্দিন আলবানীর একথা বলার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন আবশ্যকভাবে তাঁকে ইমাম বানায় এবং তাঁর অন্ধ অনুকরণ করে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আলবানীকে জিজ্ঞেস না করবে এবং তার বিশ্লেষণকে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লামা ইবনে তাইমিয়াসহ অন্য কোন বিশ্বস্ত ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাদ্দিসের হাদীসের উপরও নির্ভর করবে না।”

মূলতঃ শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এবং এ সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি হাদীসশাস্ত্রের কোন মূলনীতিরও তোয়াক্কা করেননি। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যে সমস্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সেগুলোকে তিনি যয়ীফ বলেছেন, আবার তারা যেটাকে যয়ীফ বলেছেন, তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সেগুলোকে সহীহ বলেছেন।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী একটি হাদীসকে এক কিতাবে সহীহ বলেছেন, অন্য কোথাও সেটিকে আবার যয়ীফ বলেছেন। এ ধরণের হাদীসের সংখ্যা একটি দু’টি নয়। অসংখ্য হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি এ ধরণের স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন; অথচ ডাঃ জাকির নায়েক শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) কে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মনে করে থাকেন। তিনি এমন ব্যক্তির হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন, যিনি হাদীস শাস্ত্রের কোন মুহাদ্দিসকে তার সমালোচনা থেকে মুক্তি দেননি। এবং হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর সুপ্রমাণিত কোন সনদ নেই।

জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ) সম্পর্কে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী লিখেছেন,

فيا عجباً للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابهِ الجامع الصغير بهذا الحديث

“কী আশ্চর্য ! জালালুদ্দিন সূয়ূতী তাঁর জামে সগীরে কিভাবে এ হাদীস উল্লেখ করতে একটু লজ্জাবোধ করলেন না !

তিনি জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ) সম্পর্কে আরও -

وجعجع حولهُ السيوطي

অর্থাৎ জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহঃ) হাঁক -ডাক ছেড়ে থাকেন।

[সিল-সিলাতুজ জয়িফা , খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা -১৮৯]

ইমাম হাকেম , ইমাম যাহাবী এবং আল্লামা মুনযিরি (রহঃ) সম্পর্কে শায়েখের উক্তিঃ

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর দৃষ্টিতে একটা হাদিস সহীহ নয় , অথচ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে সহীহ বলায় তিনি হাদীসের বিখ্যাত তিন মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম , ইমাম যাহাবী , ইমাম মুনযিরি (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন ,

وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! وأقره المنذري في " الترغيب " (٣ / ١٦٦) ! وكل ذلك من إهمال التحقيق ، والاستسلام للتقليد ، وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا ا لاسناد

“হাকেম বলেছেন , হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ইমাম মুনযিরি (রহঃ) “তারগীব ও তারহীব ” নামক কিতাবে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এটি হয়েছে , তত্ত্ব -বিশ্লেষণের প্রতি উদাসীনতা , তাকলীদের প্রতি আত্মসমর্পণ (অন্ধানুকরণ), নতুবা একজন বিশ্লেষণধর্মী আলেম কিভাবে একে সহীহ বলতে পারেন ”

হাফেয তাজুদ্দিন সুবকী (রহঃ) সম্পর্কে শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী মন্তব্য করেছেন -

ولكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبي ، لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان ما فيه من التعصب. .

মাযহাব অনুসরণের গোঁড়ামি তাঁকে প্ররোচিত করেছে। তাঁর কথা উল্লেখ করে এবং তাঁর গোঁড়ামির কথা আলোচনা করে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উপকারিতা নেই।

[সিল-সিলাতুজ যয়িফা , খণ্ড -২, পৃষ্ঠা -২৮৫]

শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ,

الشيخ ناصر الدين الالباني شديد الولوع بتخطئة الحذاق من كبار علماء الاسلام ولا يحابى في ذلك أحدا كائنا من كان ، فتراه يوهم البخاري ومسلما ، ومن دونهما ، ويغلط ابن عبد البر وابن حزم والذهبي وابن حجر والصنعانى ، ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء ان الالباني نبغ في هذا العصرنبوغا يندر مثله

“শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের ভুল ধরার ব্যাপারে চরম বেপরোয়া। এ পথে তিনি কাউকেই মুক্তি দেননি। আপনি দেখবেন ! সে ইমাম বোখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিমসহ অপরাপর ইমামদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্দুল বার (রহঃ), ইবনে হাযাম (রহঃ), ইমাম যাহাবী (রহঃ) ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম সানআনী (রহঃ) সহ আরও অনেককে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ অনেক অজ্ঞ এবং সাধারণ আলেম তাঁকে বর্তমান যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব মনে করে থাকেন। ”

বর্তমান বিশ্বের যে সমস্ত আলেম শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এসমস্ত ভ্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এ সম্পর্কে কিতাব লিখেছেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল-

১. শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহঃ)। তাঁর রচিত কিতাবের -

الألباني شذوذه وأخطاؤه

২. উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আল -গুমারী (রহঃ)। তাঁর কিতাবের নাম হল-

"القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع"

[illegible]

"بيان نكث الناكث المقعدي بتضعيف الحارث"

[illegible]

"الألباني تطرفاته"

[illegible]

"أنوار المصابيح على ظلمات الألباني في صلاة التراويح"

[illegible]

التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث

[illegible]

"أينَ يضع المصلي يده في الصلاة بعد الرفع من الركوع"

[illegible]

"تصحيحُ حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والردّ على الألباني في تضعيفه"

[illegible]

"كلماتٌ في كشف أباطيل وافتراءات"

[illegible]

قاموس شتائم الألباني وألفاظه المنكرة في حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم

[illegible]

"البشارةُ والإتحاف فيما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف"

[illegible]

[illegible]

الألباني واتباعه ليسوا سلفية

[illegible]

[illegible]

সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েক যাদেরকে অনুসরণ করছেন, যাদের মতাদর্শ সমাজে প্রচার করছেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যেমন সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট সংশয় রয়েছে, তেমনি কেউ যদি তাদের মতাদর্শ প্রচার করে, তবে তার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও প্রশ্ন থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

অতএব, সর্বশেষ কথা হল, তাবেয়ী ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেছেন,

إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم

“নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো”

https://www.facebook.com/hm.ijhar/posts/222690587880361 - August 3, 2013 at 5:53 PM

ফিকহুল আকবার নিয়ে সালাফীদের যতো মিথ্যাচার :

আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ. ফেতনা সৃষ্টিকারী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা বহির্ভূতদেরকে হাশাবিয়া বলতেন। এদের সম্পর্কে তিনি সুন্দর একটা কথা বলেছেন, যখনই মুসলমানরা বাহ্যিকভাবে দুর্বল অবস্থানে যায়, তখনই এই ফেতনাবাজ শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের আক্বিদা বিশ্বাসকে ধ্বংস করে থাকে।
বর্তমানে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই ফেতনাবাজী শ্রেণির একই কাজ করেছে। তথাকথিত আহলে হাদীস ও সালাফীরা হলো পূর্ববর্তী মুজাসসিমা ও মুশাববিহাদের নতুন সংস্করণ। আক্বিদা-বিশ্বাস সব এক, শুধু নাম ভিন্ন।

এদের একটি ভ্রান্ত আক্বিদা হলো, তারা আল্লাহ তায়ালা আরশে অবস্থান করেন, এই আক্বিদা পোষণ করে। এই আক্বিদা কি কি কারণে ভ্রান্ত সেটি অনেক দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার, এখানে সেটি আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা শুধু আরশে অবস্থান করেন, সেটা তাদের আক্বিদা না, সাথে সাথে তারা এটাও বলে, আল্লাহ আরশে বসে আছেন। (নাউযুবিল্লা)। এরা আল্লাহ তায়ালাকে কোন স্থানে অবস্থান করানো, ও বসানোর জন্য এতটা মরিয়া কেন, জানি না। তারা শুধু আল্লাহ তায়ালাকে আরশে বসিয়ে ক্ষ্যান্ত হয়নি, আল্লাহ তায়ালার সীমা আছে, আল্লাহ তায়ালা আরশ থেকে চার আঙ্গুল পৃথক, ইত্যাদি কথাও তারা লিখেছে। আরও জঘন্য যেসমস্ত কথা তাদের কিতাবে আছে, সেগুলো এখানে লিখলাম না। পরবর্তী কোন আলোচনায় লিখবো ইনশআল্লাহ।
সম্প্রতি সালাফীরা একটা কিতাব প্রকাশ করেছে। কিতাব নাম হলো, ইসবাতুল হদ্দি লিল্লাহি তায়ালা ও বিআন্নাহু ক্বায়িদুন ও জালিসুন আলাল আরশ (অর্থ : আল্লাহ তায়ালার সীমা সাব্যস্তকরণ এবং এটার প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন)
কভার পেজটি দেখুন,

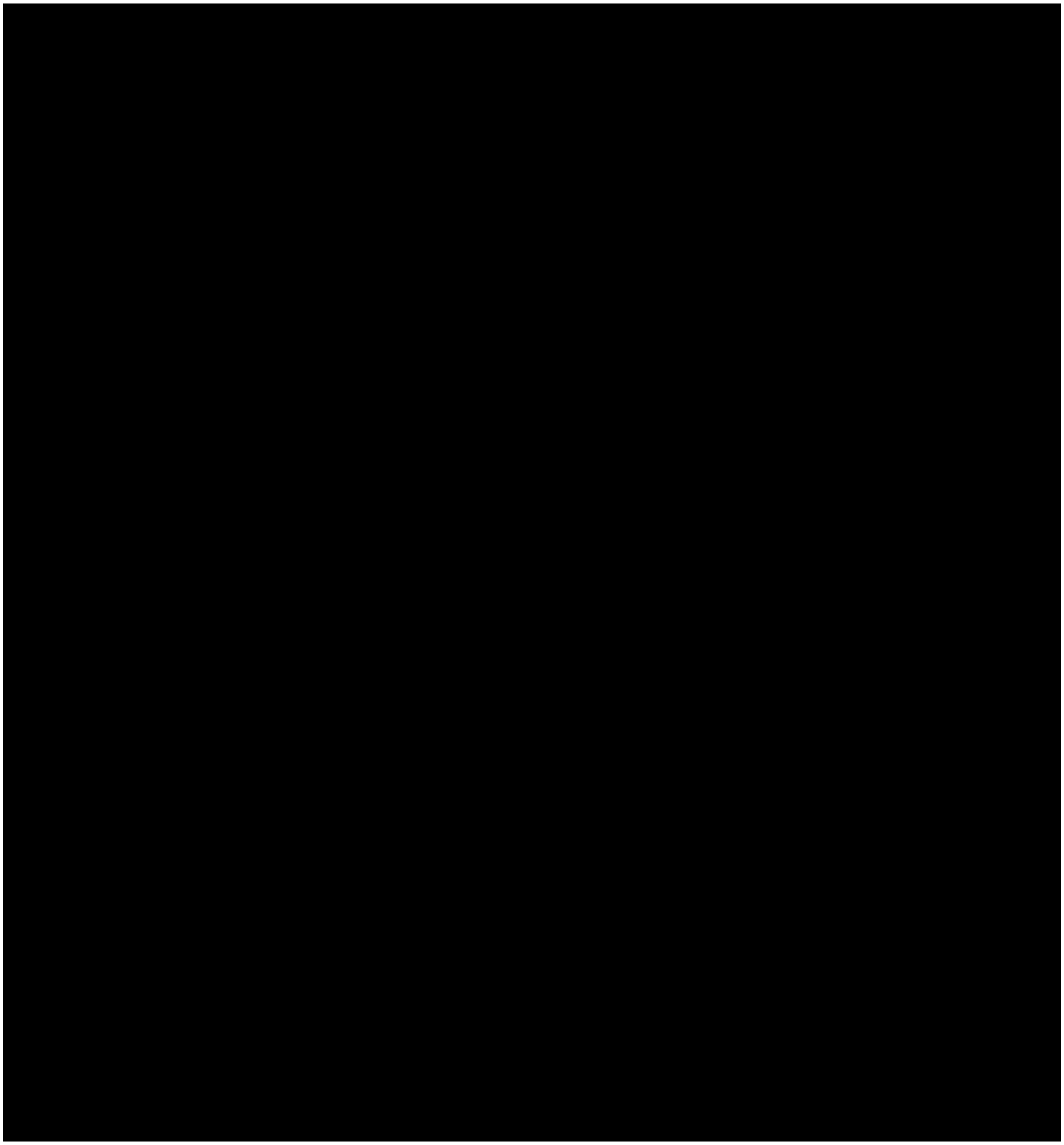

এই বসার কথা শুধু সালাফীদের প্রচারক জাকির ভাইও তার লেকচারে বলেছে।

আমাদের আজকের আলোচনা মূলত: ফিকহুল আকবার নিয়ে। প্রাসঙ্গিক এই কথাগুলো বললাম। সালাফী ও আহলে হাদীসরা ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার মাযহাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে আর কিছু বাকি রাখে নি। তবে তারা ফিকহুল আকবা নিয়ে এতো মাতামাতি করে কেন?
বিষয়টা একটু মজার। ফিকহুল আকবার দিয়ে তারা তাদের ভ্রান্ত আক্বিদাটি প্রমাণ করতে চায়। এখানে একটা কথা বলে রাখি, ফিকহের ক্ষেত্রে সালাফীরা সহীহ সহীহ করলেও আক্বিদার ক্ষেত্রে তারা শুধু যয়ীফই না, জাল হাদীসও তাদের কিতাবে রাখে। এটা নিযে কোন মাথা- ব্যথা নেয়।

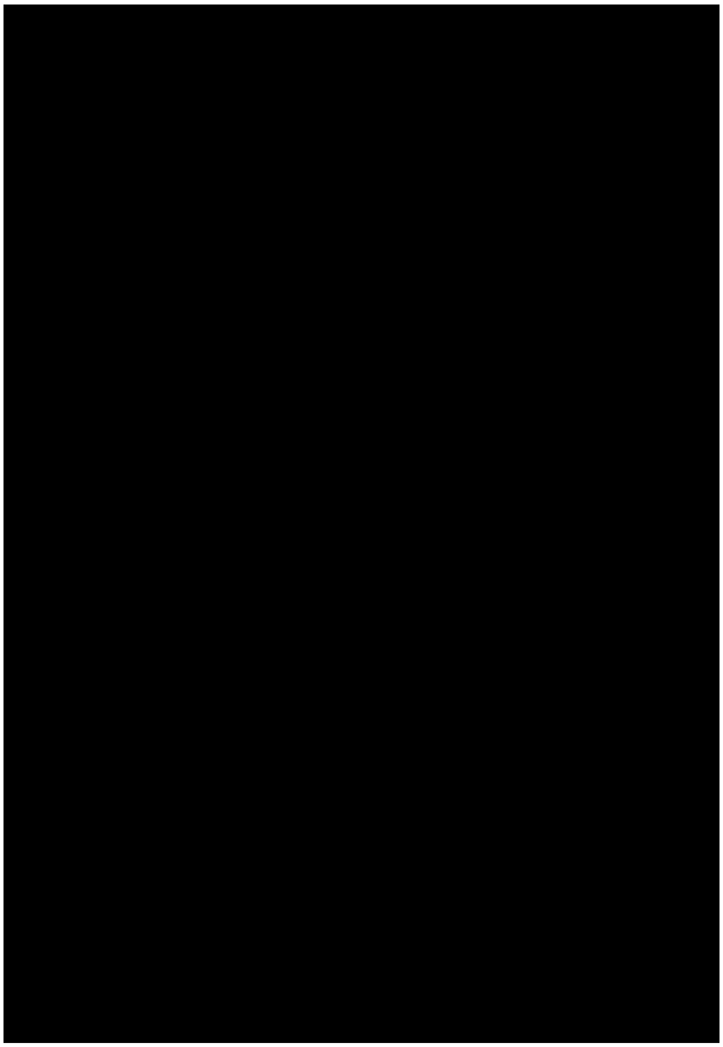

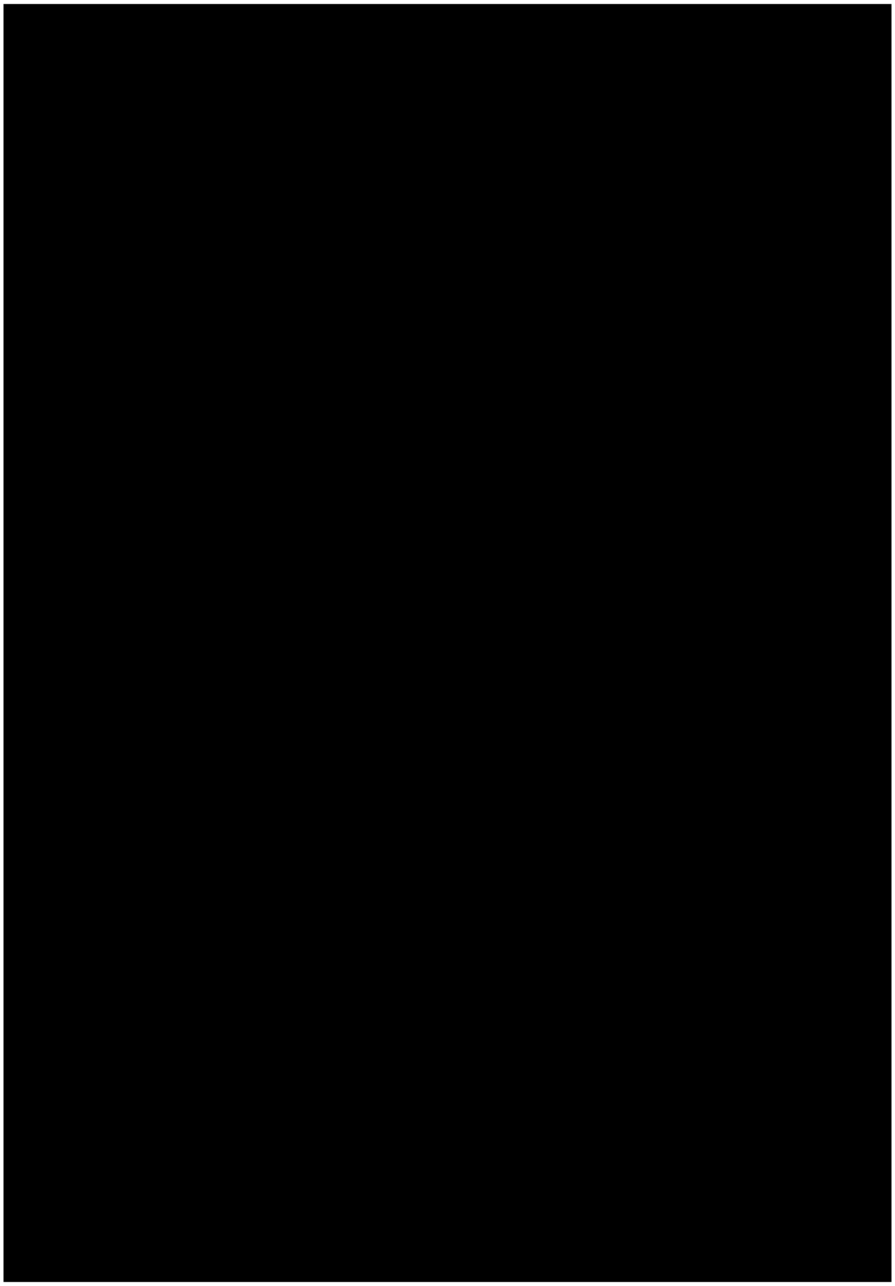

August 4, 2013 at 6:24 PM

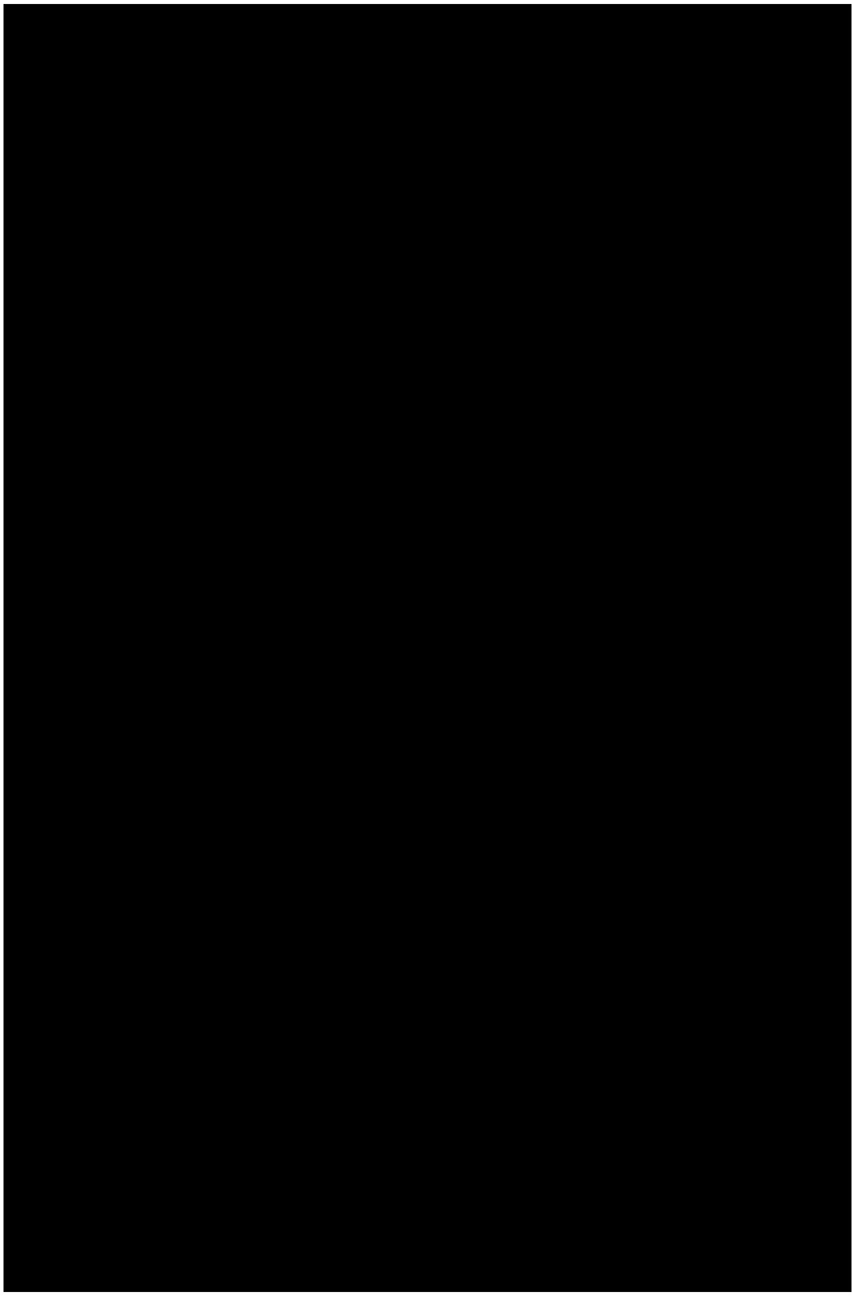

http://ia600405.us.archive.org/26/items/GhairMuqalideen1/tehqiq-masala-rafa-e-yadain.pdf

হবে। অভিযোগটি উল্লেখের পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . থেকে বর্ণিত হাদীসটির অবস্থান সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করবো। ইবনে হাযাম রহ . তার আল-মুহাল্লাতে (৪/৮৮) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাফেয ইবনুল কাত্তান আল -ফাসী (৫৬২-৬২৮ হি :) রহ. তার বয়ানুল ওহমি ওয়াল ইহাহ (খ.৩, পৃ .৩৬৫) নামক কিতাবে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। তিনি ইমাম দারে কুতনী থেকেও হাদীসটি সহীহ হওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে দাকীক আল -ঈদ রহ. ইমাম ত্বহাবী রহ . ও ইমাম নাসায়ী রহ ., ইমাম যায়লায়ী , ইমাম তরকুমানী সহ হাদীসের অনেক বিখ্যাত ইমামের নিকট হাদীসটি সহীহ। ইমাম তিরমিযি রহ . হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তিরমিযির কোন কোন নুসখায় রয়েছে , তিনি একে হাসান ও সহীহ বলেছেন। এ ছাড়াও মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ইমামগণ এবং হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ও আলেমদের নিকট হাদীসটি সহীহ। নিচে বর্তমান সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত শায়খদের বক্তব্য আলোচনা করা হলো।
ইবনে মাসউদ রা . উক্ত হাদীসটি নাসায়ী শরীফ , আবু দাউদ ও তিরমিযি শরীফে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। তার অধিকাংশ সনদ ইমাম বোখারী ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী রাবী সহীহ বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। আল্লামা আহমাদ

শাকের তিরমিযি শরীফের সমস্ত নুসখা তাহকীক করে তিরমিযি শরীফ প্রকাশ করেছেন । তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন , هو حديث صحيح و ما قالوه في تعليله ليس بعلة এটি একটি সহীহ হাদীস । এ হাদীসের ব্যাপারে কেউ কেউ যে অভিযোগ করেছে , এগুলো মূলত : কোন অভিযোগই নয়।

(তিরমিযি শরীফ , তাহকীক, আহমাদ শাকের, খ.২, পৃ .৪১) অর্থাৎ এ হাদীস সম্পর্কে উল্লেখিত অভিযোগ গুলোর কোন ভিত্তি নেই । বিখ্যাত মুহাক্কিক শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও শায়খ যুহাইর আশ শাবিশ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন । (শরহুস সুন্নাহ , খ.৩, পৃ .২৪)।

এবার আসুন আহলে হাদীসদের বিখ্যাত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী সাহেব এ হাদীস সম্পর্কে কি লিখেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . এর হাদীসটিকে তিনি খুব জোর দিয়ে সহীহ বলেছেন ।
শায়খ আলবানী লিখেছেন , والحق أنه حديث صحيح و إسناده صحيح علي شرط مسلم ولم نجد لمن أعله حجة يصلح التعلق بها و رد الحديث من أجلها
অর্থাৎ সত্য কথা হলো , হাদীসটি হাদীসটি সহীহ। হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। যারা এই হাদীসের উপর অভিযোগ করেছে , তাদের এমন কোন অভিযোগ দেখিনি যা এই হাদীসের উপর আরোপিত হতে পারে এবং যার কারণে হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত হবে। [মেশকাতুল মাসবিহ , তাহকীক, শায়খ আলবানী, খ.১, পৃ .২৫৪।]
<p>আলবানী সাহেব তার আবু দাউদ শরীফের তাহকীকে লিখেছেন , فالحق أنه حديث صحيح ولم نجد في كلماتهم ما ينهض علي تضعيف الحديث অর্থাৎ যারা হাদীসটির উপর অভিযোগ করেছে , তাদের এমন কোন অভিযোগ পাইনি যার দ্বারা হাদীসটি যয়ীফ বলা যাবে। বরং সত্য কথা হলো , হাদীসটি সহীহ ।

[সহীহু সুনানি আবি দাউদ , পৃ .৩৩৮, হাদীস নং ৭৩৩]

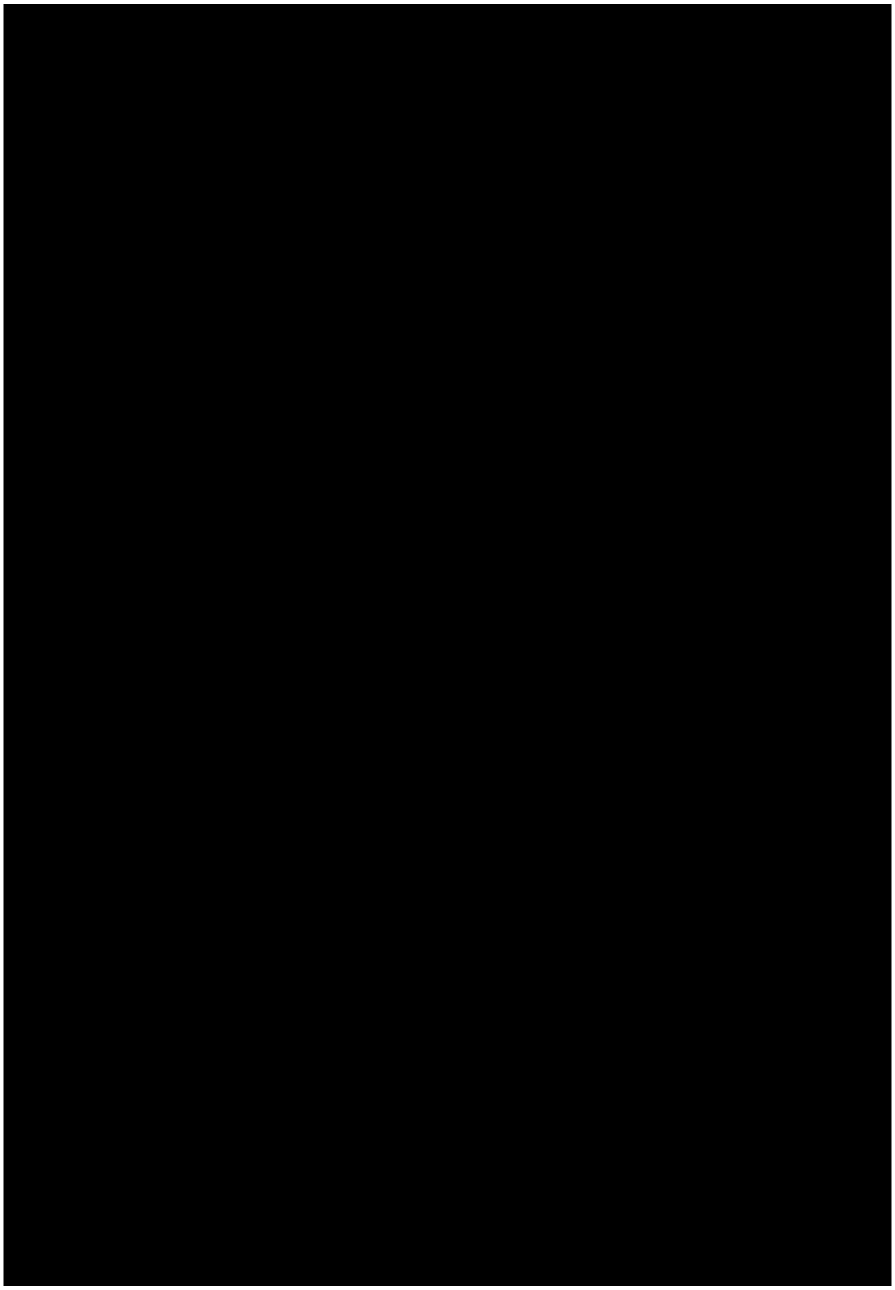

আলবানী সাহেবের সহীহু আবি দাউদ </p><p>অত:পর, আলবানী সাহেব এই হাদীসের উপর যারা অভিযোগ করেছে , তাদের অমূলক অভিযোগগুলোর উত্তর দিয়েছেন এবং সেগুলো খ -ন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো , আহলে হাদীস আলেম আতাউল্লাহ সাহেব তার তালি ’কাতুস সালাফিয়্যা আলান নাসায়ি কিতাবে হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এবং বলেছেন, ইনসাফের কথা হলো হাদীসটি সহীহ । (তা ’লিকাতুস সালাফিয়্যা আলান নাসায়ি , খ.১, পৃ .১২৩)। </p><p>মোট কথা, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । এবং এই হাদীসের উপর যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে , এর একটি অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই । এই হাদীসের উপর আহলে হাদীসদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি অভিযোগ হলো , এই হাদীস বর্ণনা করার ইমাম আবু দাউদ □□□□□□□,</p><p>هذا حديث مختصر من حديث طويل و ليس بصحيح علي هذا اللفظ</p><p>□□

হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীস সংক্ষিপ্তসার । হাদীসটি এই শব্দসম্ভারে সহীহ নয় ।</p><p>
</p><p>দেখুন , ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আবু দাউদ শরীফে বিষয়টি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ,</p><p>

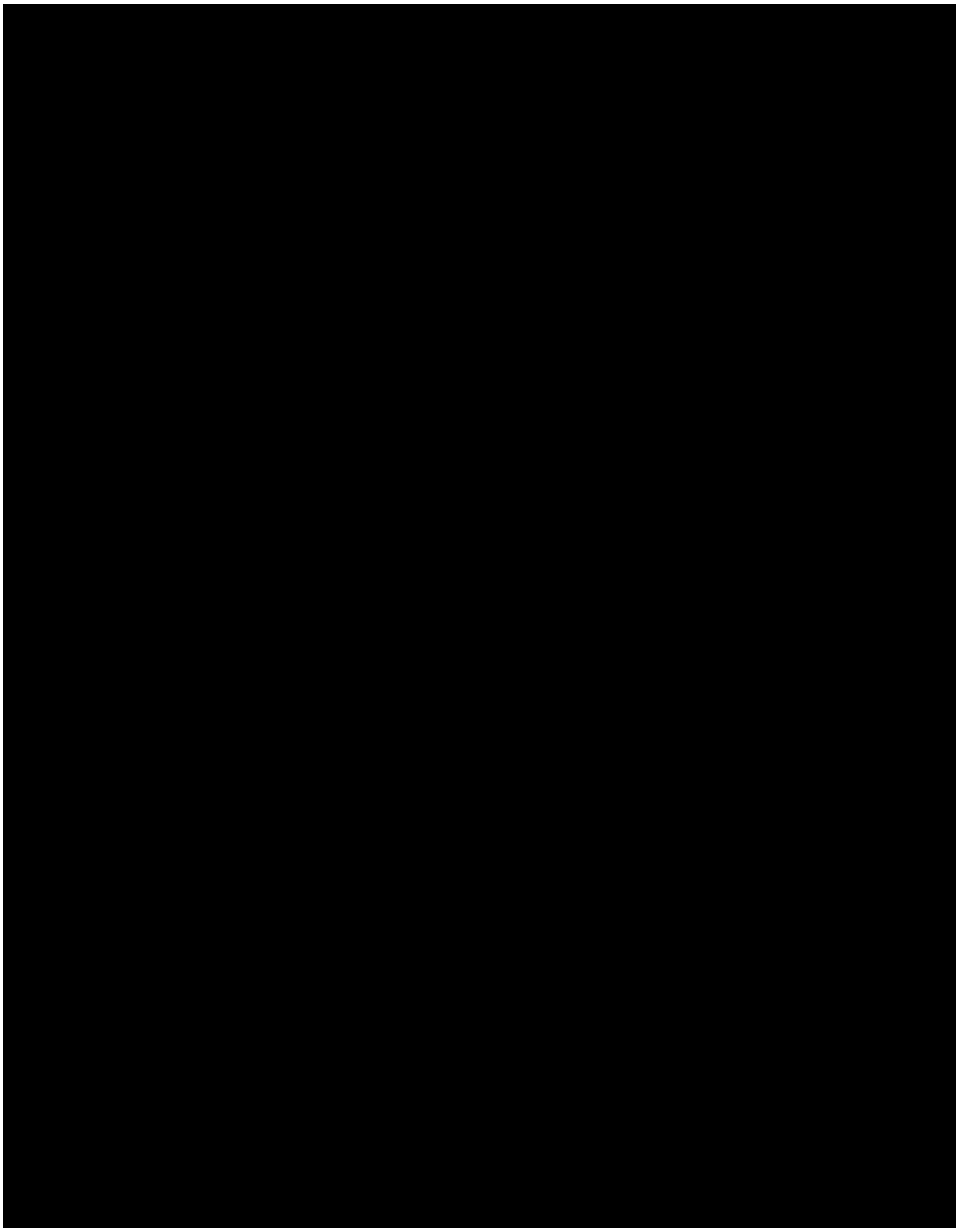

<p>বিখ্যাত ইমাম বা আলেমের পক্ষ থেকে এই অভিযোগটি আরোপিত হয়নি। আসলে এই অভিযোগটি এসেছে তথাকথিত কিছু আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে। আমরা এই অভিযোগের বাস্তবতা আলোচনা করবো। এই অভিযোগটি উত্থাপন করেছেন , লা-মাযাহাবী আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃত :১৯৩৪ খ্রি .) তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যা তুহফাতুল আহওয়াযীতে (খ.১, পৃ .২২০)। একইভাবে আহলে হাদীস আলেম শামসুল হক্ব আজিম আবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হি :) আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা আউনুল মা’বুদ -এ (খ.১, পৃ .২৭৩)। এই অভিযোগের উৎস হলো, এই আহলে হাদীস আলেমদ্বয়। এদের পূর্বে কেউ এই অভিযোগ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এমনকি আহলে হাদীস আলেম কাযী

শাওকানীও এই অভিযোগ করেননি। ব্যাপারটি খুবই রহস্য জনক। আসুন , এই অভিযোগের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করি। </p><p>অভিযোগের বাস্তবতা : আমরা উল্লেখ করেছি যে , এই অভিযোগের মূল উৎস দুই আহলে হাদীস আলেম। এরা এই বক্তব্যটি কোথায় পেলো সেটা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষ যে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয় , এই আহলে হাদীসদেরকে না দেখলে বোঝা মুশকিল ছিলো। মৌলিক কথা হলো ,</p><p>ইমাম আবু দাউদের নামে উপরে যে বক্তব্যটি উল্লেখ করা হয়েছে , এটি ইমাম আবু দাউদের বক্তব্যই নয়। এটি ইমাম আবু দাউদের নামে আহলে হাদীসদের চরম মিথ্যাচার। আমরা দেখবো , কিভাবে একটি মিথ্যা কথা এরা ইমাম আবু দাউদের নামে বানিয়েছে। </p><p>১. প্রথমত : উক্ত বক্তব্যটি আবু দাউদ শরীফের কোন নুসখায় নেই। ড . শুয়াইব আল-আর নাউত বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যামন আবু দাউদ শরীফের বিখ্যাত নুসখাগুলি একত্রিত করে আবু দাউদ শরীফের তাহকীক করেছেন। তিনি , আবু দাউদ শরীফের কোন নুসখায় পাননি। একারণে তিনি এই বক্তব্যটি আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ

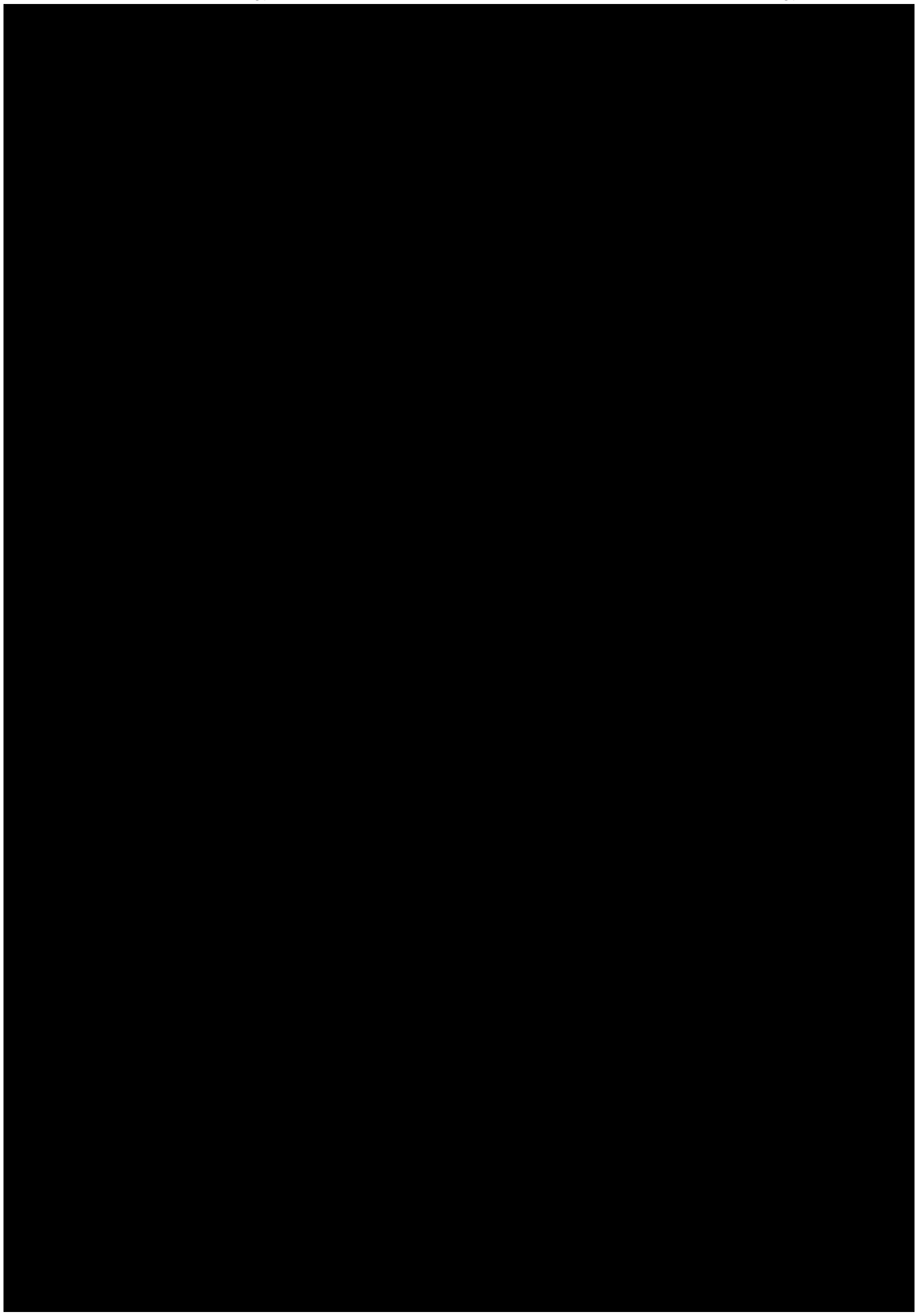

করেননি। </p><p>[redacted]</
p><p> </p><p>২. ভারত উপমহাদেশ কেন পৃথিবীর কোন দেশের কোন আবু দাউদে এই কথাটি
ছিলো না। ভারত উপমাহদে আবু দাউদ শরীফে দিল্লিতে ১২৭১ হি :, ১২৭২ হি : ও ১২৮৩ হি : তে আবু
দাউদ শরীফ প্রকাশ করা হয়। [দেখুন , ড. শুয়াইব আরনাউত কৃত , আবু দাউদ শরীফ এর ভূমিকা ,
পৃ .৬৩]</p><p>লাখনৌতে ১২০৬ ও ১২৯০ হি : এটি এক খন্ডে প্রকাশিত হয়। </p>
কায়রোতে ১২৮০ হি : দুই খন্ডে আবু দাউদ শরীফ প্রকাশিত হয়। এয়াড়াও হায়দ্রাবাদে ১৩২১ হি :
ও ১৩৯৩ হি : এটি প্রকাশিত হয়। ভারতে উপমহাদেশ সহ মিশর থেকে প্রকাশিত কোন নুসখায় ইমাম
আবু দাউদের নামে উক্ত বক্তব্যটি নেই। বিষয়টি উল্লেখ করে খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহ .
(১২৬৯ হি :-১৩৪৬ হি) আবু দাউদ শরীফের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাযলুল মাজহুদে
লিখেছেন , আমি হিন্দুস্তান ও মিশরের কোন নুসখায় ইমাম আবু দাউদের উক্ত কথাটি আমি
পাইনি।

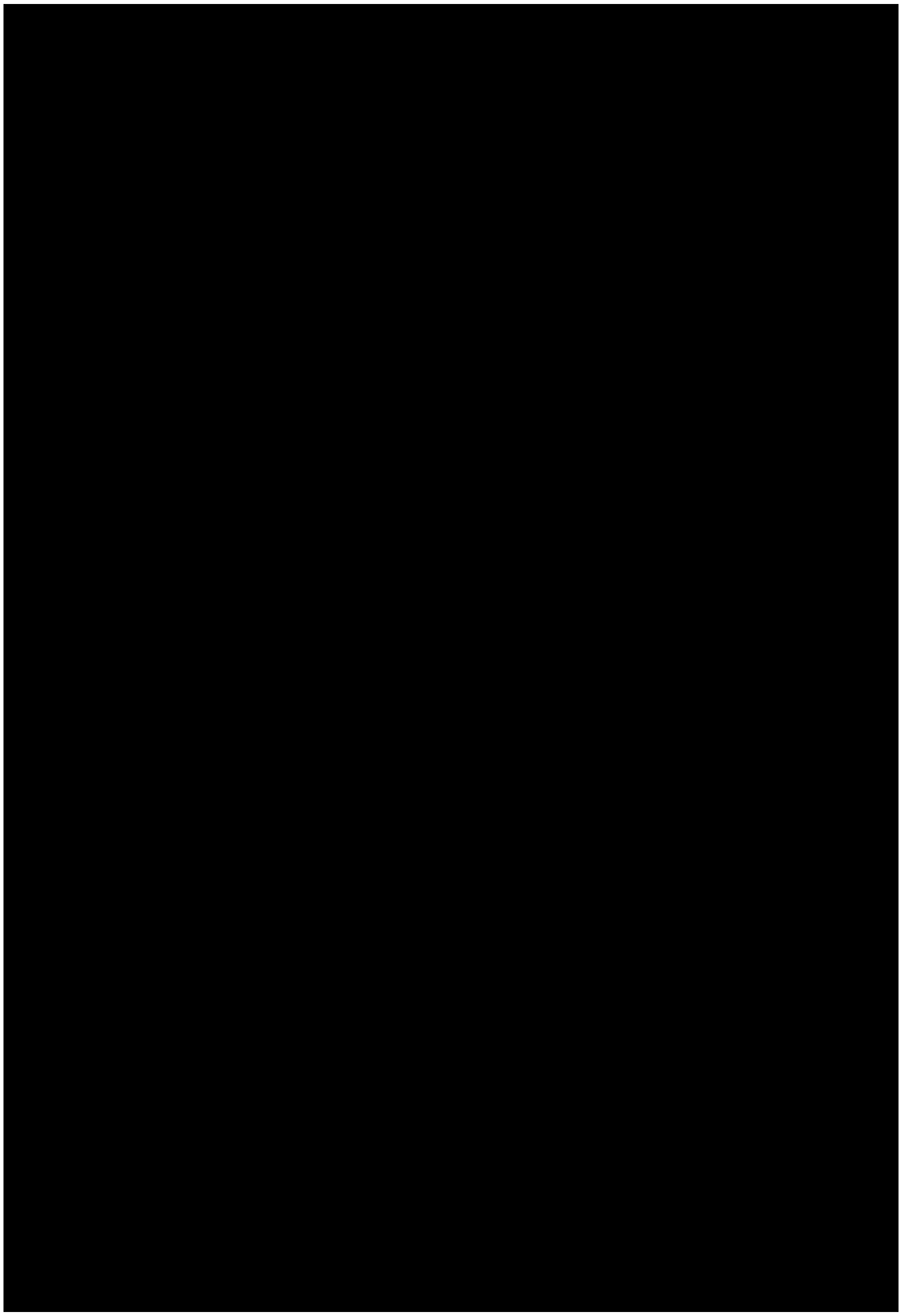

আর এটি একটি ধ্রুব সত্য যে, অদ্যাবধি ভারত উপমহাদেশে ছাপা আরবী কোন আবু দাউদ শরীফে উক্ত কথাটি নেই।
বর্তমানে ভারত উপমহাদেশের ক্বওমী মাদ্রাসায় যে সমস্ত আবু দাউদ শরীফ রয়েছে, তার কোথাও উক্ত বক্তব্যটি নেই, এমনকি তার কোন ইঙ্গিতও নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এই কথাটি কিভাবে আবু দাউদ শরীফে ঢুকলো। এর উত্তরটি খুবই সহজ। খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, আমি এই কথাটি মুজতাবাইয়্যা থেকে প্রকাশিত আবু দাউদের একটি হাশিয়া বা টীকায় এই কথাটি পেয়েছি। আর এই বিষয়টি কারও অজানা নয় যে, হাশিয়া বা টীকার বক্তব্য থেকে কখনও মূল লেখকের নয়।

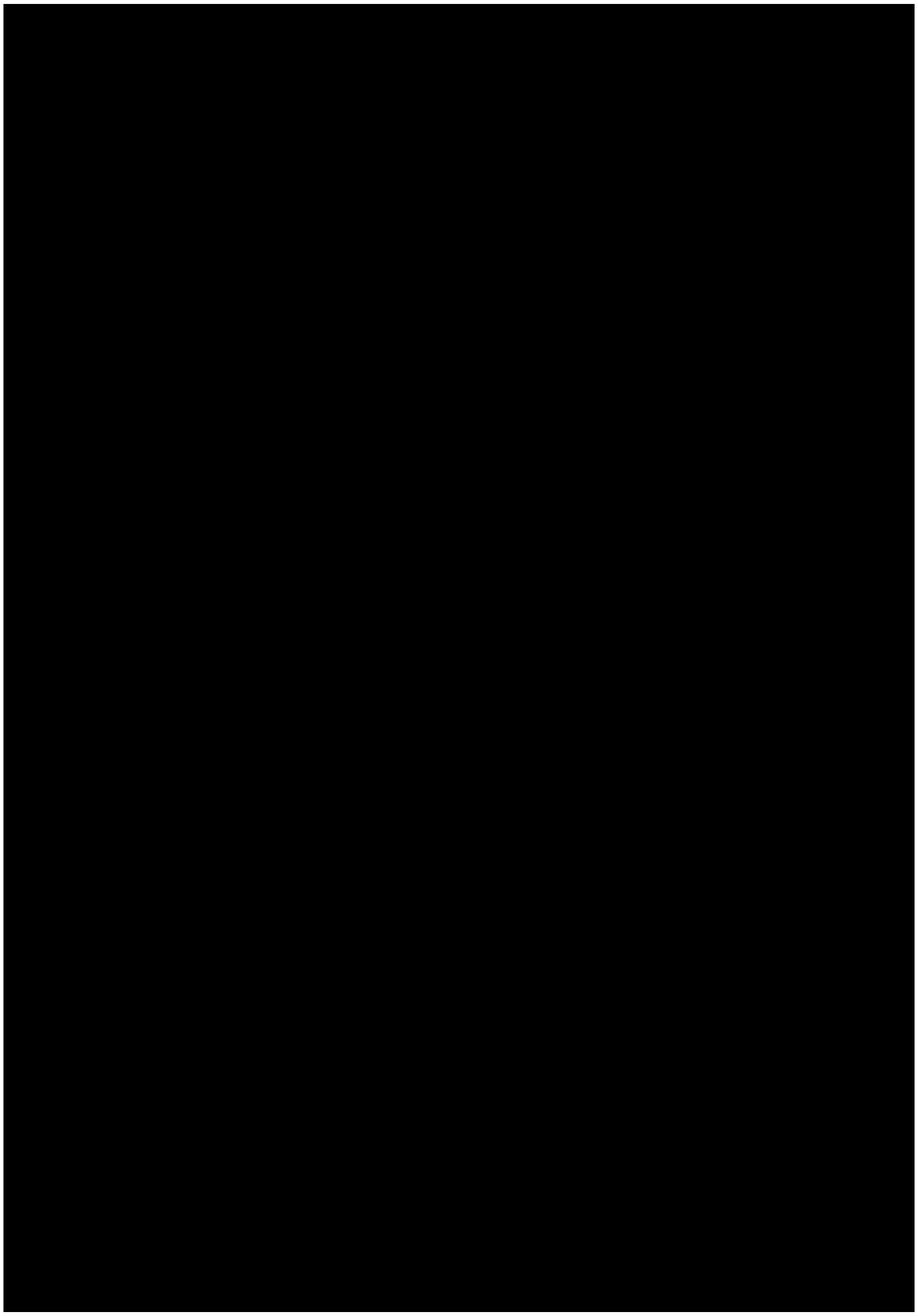

এভাবে এক ভুলের উপর আরেক ভুল। একজন একে ব্র্যাকেটে রাখলেন। আরেকজন ব্র্যাকেট উঠিয়ে দিয়ে সরাসরি ইমাম আবু দাউদের দিকে সম্পক্ত করলেন। কেউ একটু তাহকীকের প্রয়োজন অনুভব করলেন না যে, এটা আবু দাউদ শরীফের কোন নুসখায় আছে কি না।
মুহিউদ্দীন আব্দুল হামিদের প্রকাশের পর আবু দাউদের যে সমস্ত এডিশন কারও তত্ত্বাবধান ও তাহকীকে ছেপেছে, সেখানে কথাটি নেই। যেমন, শায়খ আওয়ামার তাহকীক ও শায়খ ড. শুয়াইব আর নাউত এর তাহকীকে এই কথাটি নেই। কিন্তু কিছু কিছু প্রকাশনী কারও তাহকীক ছাড়া সরাসরি এটি ইমাম আবু দাউদের দিকে এটি সম্পৃক্ত করেছে। যেমন, ১৪২০ হি: তে বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়া এটি প্রকাশ করেছে এবং উক্ত বক্তব্যটি ব্র্যাকেট ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

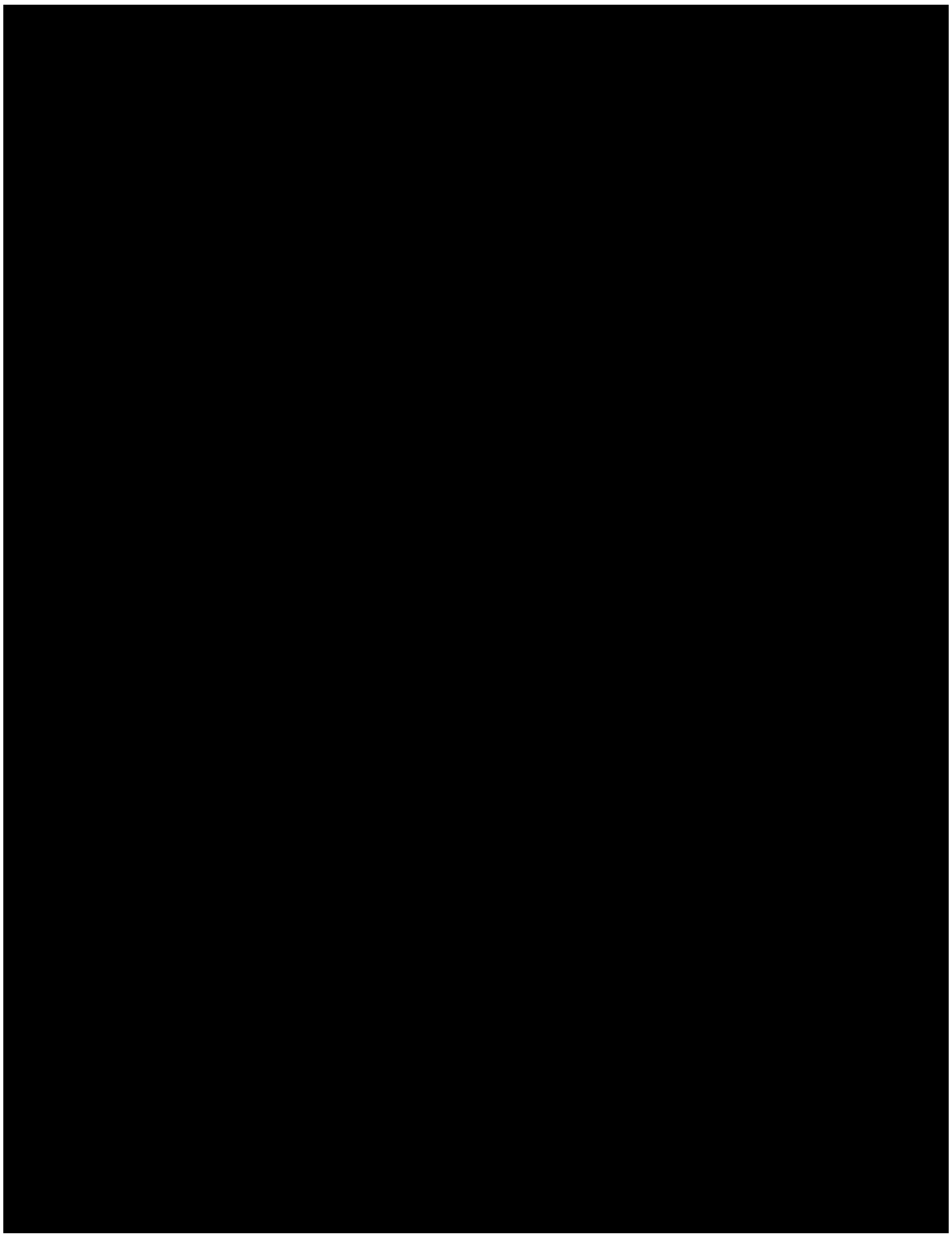

এধরণের খিয়ানত ও মিথ্যাচার থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন।

আহলে হাদীসদের এধরণের তামাশা শুধু একটি দু 'টি বিষয়ে নয়। অসংখ্য বিষয়ে। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে। আর ইসলামী ফাউন্ডেশনের এধরণের উদাসীনতা এবং বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশে সুস্থ ইসলাম চর্চা হুমকির মুখে পড়বে। তারা ইবনে মাসউদ রা . এর এই হাদীস নিয়ে এতটা জঘন্য আচরণ করেছে যে , মুসনাদে আহমাদে এই হাদীসটির নিচে তারা টীকা লিখেছে , এবং সেখানে লিখেছে , ইবনে মাসউদ রা . একজন আত্মভোলা সাহাবী ছিলেন। নাউযুবিল্লাহ। সাহাবীদের ব্যাপারে এধরণের জঘন্য মিথ্যাচার ও ঘৃণ্য মানসিকতার বিচার আল্লাহ পাক করবেন।

এখন, সকল আহলে হাদীসদের নিকট আমার ওপেন চ্যালেন্জ থাকলো ইমাম আবু দাউদের এই কথাটি আবু দাউদ শরীফের কোন নুসখা থেকে প্রমাণ করুন। - September 5, 2013 at 12:50 AM

আক্বিদা বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ . এর নামে সালাফিদের চরম মিথ্যাচার

আক্বিদা বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ . এর নামে সালাফিদের চরম মিথ্যাচার : <p>এক সালাফী ইমাম শাফেয়ী এর বরাত দিয়ে লিখেছে ,</p><p>ইমাম শাফীঈ(রাহিমাহুল্লাহ)জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন এ প্রসঙ্গেঃ "আল্লাহ্‌তালার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং আল্লাহ্র হাত ,পা ইত্যাদি যা তাঁর সিফাত বলে বিবেচ্য আর তা কোরআন ও সহীহ সূত্রে সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত হওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তি বিরোধিতা করে ,অস্বীকার করে ,নিষ্ক্রিয় করে তবে সে অবশ্যই কাফের বলে গন্য হবে (- সিয়ারে আলামিন নুবালা -১০ম খণ্ড ,পৃষ্ঠা নং ,-৮০;আর দেখুন আইনুল মাবুদ -১৩তম খণ্ড পৃষ্ঠা নং -৪১;তাবাকতে হানাবিল ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং -২৮৩-)। </p>এই ঘটনার বর্ণনা ইমাম যাহাবী তার আল -উলু কিতাবে করেছেন , এবঙ এই ঘটনার সনদ উল্লেখ করেছেন।

এই সনদের প্রথম বর্ণনাকারী হলেন , আলী ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল-হাক্কারী <p> </p>উপরে স্ক্রিনশেট দেখানো হয়েছে <p> </p><p>তার সম্পকের্ ইমামগণের বক্তব্য :</p><p>ইমাম যাহাবী তার বিখ্যাত কিতাব মিযানুল ই 'তেদালে লিখেছেন , খ.৩, পৃ .১১২ ইমাম ইবনুন নাজ্জার বলেছেন , সে হাদীস বানানো অভিযোগে অভিযুক্ত এবঙ সে সনদ বানানোর ব্যাপারেও অভিযুক্ত । ইমাম আবুল কাসেম ইবনে আসকার বলেছেন , সে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত নয়। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ . লিসানুল মিযান পৃ .১৯৫ এ বলেছেন, সে গরীব ও মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে থাকে। তার হাদীসে জাল বর্ণনা রয়েছে। আমি মুহাদ্দিসগণের লেখায় দেখেছি , সে ইস্পাহানে হাদীস জাল করতো। </p>এই ঘটনার আরেকজন বর্ণনাকারী হলো , আবু মুহাম্মাদ আল -মুকাদ্দেসী , সে মুজাসসিমা হওয়ার কারণে উলামায়ে কেরাম তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার বৈধ দিয়ছিলেন ।দেখুন , আব শামা মুকাদ্দেসী এর লেখা আয -যায়িল আলার রাওযাতাইন , পৃ .৪২ ও ৪৭<p> </p>এই ঘটনাটি ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছে , আবু শায়ব, সে ইমাম শাফেয়ী রহ . এর মৃত্যুর দু 'বছর পরে জন্মগ্রহণ করে। দেখুন , তারীখে বাগদাদ ,৯, পৃ .৪৩৬<p> </p><p>ইমাম যাহাবী নিজে এই ঘটনাটি যে ইমাম শাফেয়ী এর নামে জালিয়াতি ও বানানো , তা উল্লেখ করেছেন। দেখুন , মিযানুল ই 'তেদাল, খ.৩, পৃ .৩৭৬</p>এভাবে তারা চার ইমামের নামে আক্বিদা বিষয়ে বিভিন্ন জাল ও বানোয়াট ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। সময়ের অভাবে বিস্তারিত লিখতে

পারলাম না। সময় পেলে ইনশাআল্লাহ নোটে স্ক্রিনশট সহ আলোচনা করবো। - September 9, 2013 at 12:33 AM

একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ

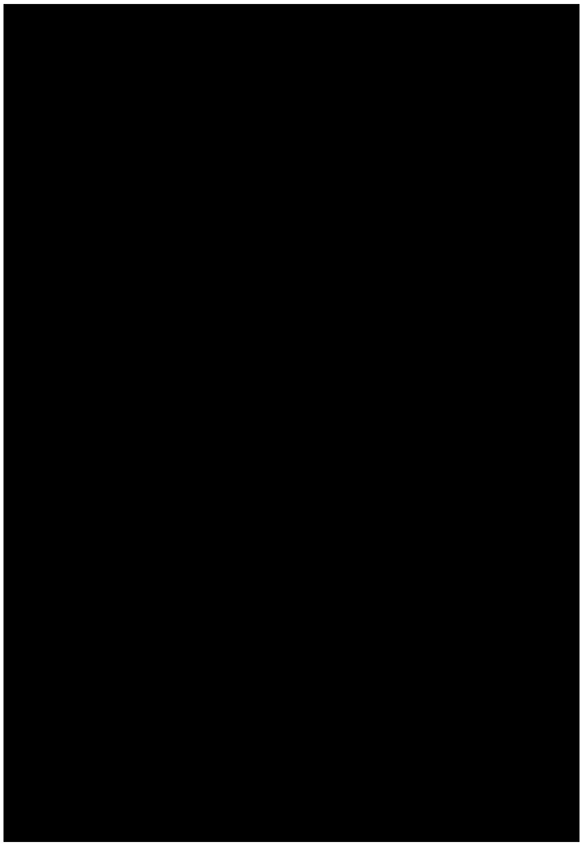

ফাযায়েলে আমল পড়া যাবে না , কারণ সেখানে অনেক যয়ীফ হাদীস আছে। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম এর কিতাব পড়া যাবে না , কারণ সেখানেও যয়ীফ হাদীস আছে। আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাব পড়া যাবে না , কারণ সেখানেও যয়ীফ হাদীস আছে। আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবুত তাওহীদে যে সমস্ত যয়ীফ হাদীস রয়েছে , সেগুলো সঙ্কলন করে কিতাব রেব হয়েছে , যয়ীফু কিতাবিত তাউহীদ । ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম এর কিতাবে যে সমস্ত যয়ীফ হাদীস আছে, তার সঙ্কলন করে , নাজী বিন রাশেদ আল -আরবী কিতাব লিখেছেন , التنبيهات المرضية على الأحاديث الضعيفة في كتب الشيخين ابن القيم وابن تيمية। সালাফীদের শায়খ আলবানী □□□□□, ইবনে তাইমিয়া এর আল-কালিমুত তাইয়্যিব বিশ্লেষণ করে যয়ীফুল কালিমিত তাইয়্যিব লিখেছেন । এ কিতাবে আল-কালিমুত তাইয়্যিব বইয়ের যয়ীফ হাদীসগুলো সঙ্কলন করা হয়েছে। এবার বলুন , এদের কিতাব পড়া যাবে কি না। ফাযাযেলে আমলে দু 'একটা যয়ীফ হাদীস থাকার কারণে যদি সেটা পড়া না যায় , তাহলে এদের কিতাবের ব্যাপারে কী বলা হবে জানতে চাই ।

এজন্যই প্রবাদ আছে , নিজের চরকায় তেল দাও। নিজেদের আক্বিদার কিতাবগুলো জাল ও যয়ীফ হাদীসে ভরা , আর অন্যের ফায়াযেলের কিতাবে কী থাকলো , তা নিয়ে খুব মাতামাতি। হায় রে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ । - September 13, 2013 at 4:42 PM

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার নাভীর নিচে হাত বাধার হাদীস সম্পকে একটি চ্যালেঞ্জের জবাব

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা তে নাভীর নিচে হাত বাধার বিষয়ে একটি হাদীস রয়েছে ,

حَدَّثَنَا: وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ
عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.»

অর্থ :আমার নিকট ওকী বর্ণনা করেছেন , তিনি হযরত মুসা বিন উমাইর থেকে , তিনি হযরত আলকমা ইবনে ওয়ইল থেকে,তিনি তার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর রা . থেকে বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেনে , আমি রাসূল স . কে দেখেছি , তিনি নামাযে তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রেখেছেন।
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা , খ.৩, পৃ .৩২১-৩২১, তাহকীক, শায়খ মুহাম্মাদ আওযামা।
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার কোন কোন নুসখায় নাভীর নিচে শব্দটি নেই। একারণে অনেক আহলে হাদীস উক্ত হাদীসের উপর সমালোচনা ও চ্যালেন্জবাজি করে থাকেন।
এক গাইরে মুকাল্লিদ চ্যালেন্জ করেছেন ,
সে এও বলেছে ১২০০ হি এর আগে কোন কিতাবে যদি মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার হাদীসটি দলিল হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সে নাভীর নিচে হাত বাধা শুরু করবে। ''
কথাটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আল -হামদুলিল্লাহ কোন গাইরে মুকাল্লিদ কোথায় হাত বাধলো তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই এবঙ সে নাভীর নিচে হাত বাধবে কি না , সেটাও আমাদের কোন আগ্রহের বিষয় নয়। তবে , তার চ্যালেঞ্জের কারণে একটা সত্য যেন চাপা না থাকে এবঙ সঠিক সুন্নাহের অনুসারীগণ যেন তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয় , সেজন্য এখানে তার দাবীর অসারতা আলোচনা করা হলো।

ইউসুফ ইবনে আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুল বাকী ইবনে মাহমুদ আল -হাররানী ৭৪১ হি : তে ইবনে আবি শাইবার একটি নুসখা লেখেন। এই নুসখায় তিনি নাভীর নিচে হাত বাধার কথাটি উল্লেখ করেছেন। নিচে উক্ত নুসখার ছবি দেয়া হলো ,

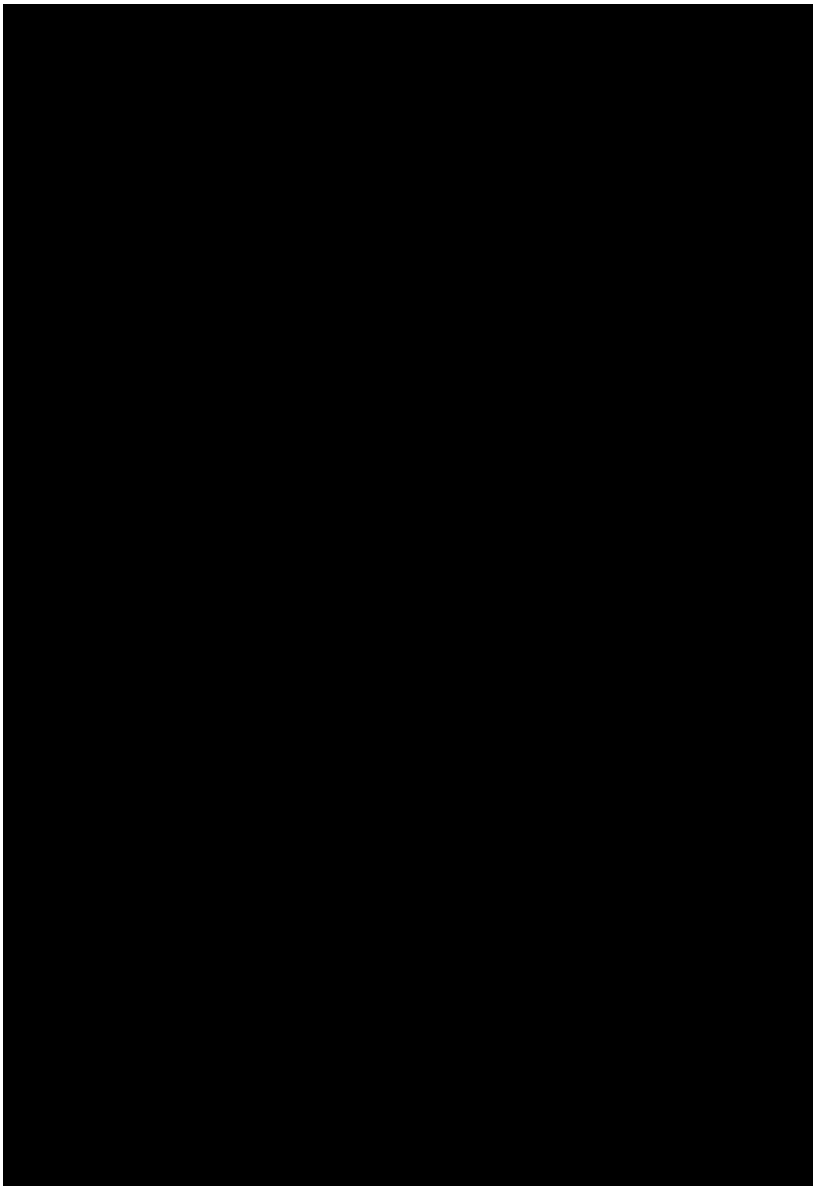

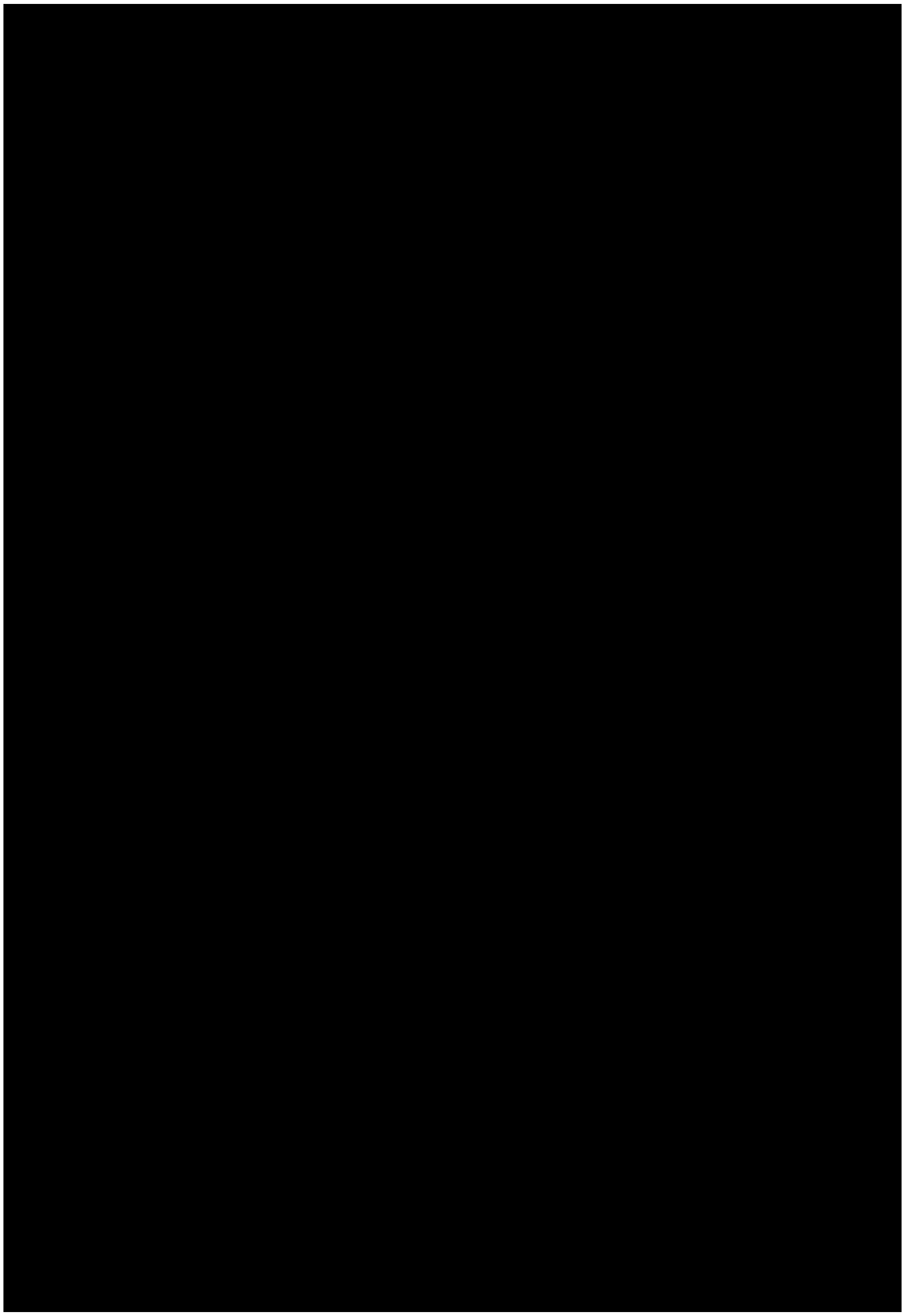

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার মূল নুসখাতে যখন বিষয়টি রয়েছে, তখন গাইরে মুকাল্লিদদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের ব্যাপারে নিজেদের মতের বিরোধী হওয়ার কারণে মনগড়া অপবাদ আরোপ কোনভাবেই সঙ্গত নয়।
শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার তাহকীক করার সময এই হাদীসে উপর তিন পৃষ্ঠার একটি টীকা লিখেছেন এবঙ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে উক্ত শব্দটি রয়েছে, তা প্রমাণ করেছেন। নিচে উক্ত আলোচনার স্ত্রিনশ্ট দেয়া হলো।

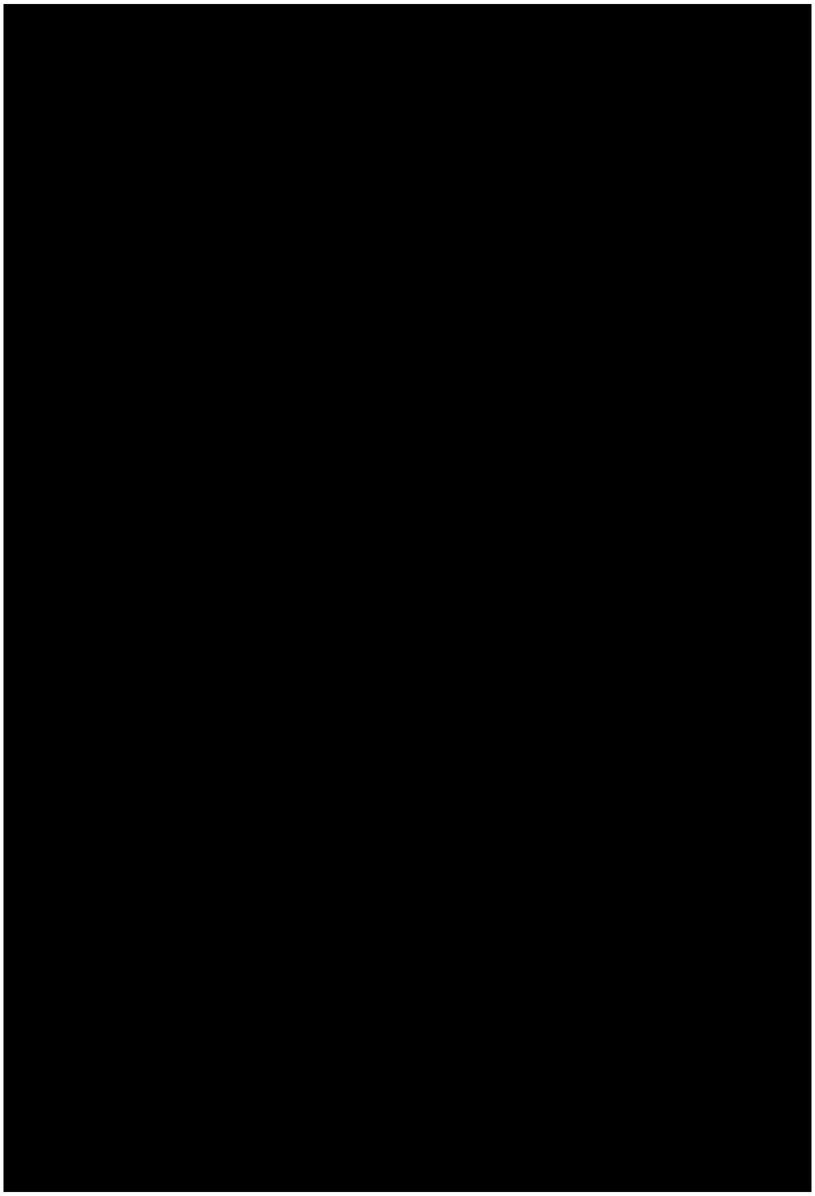

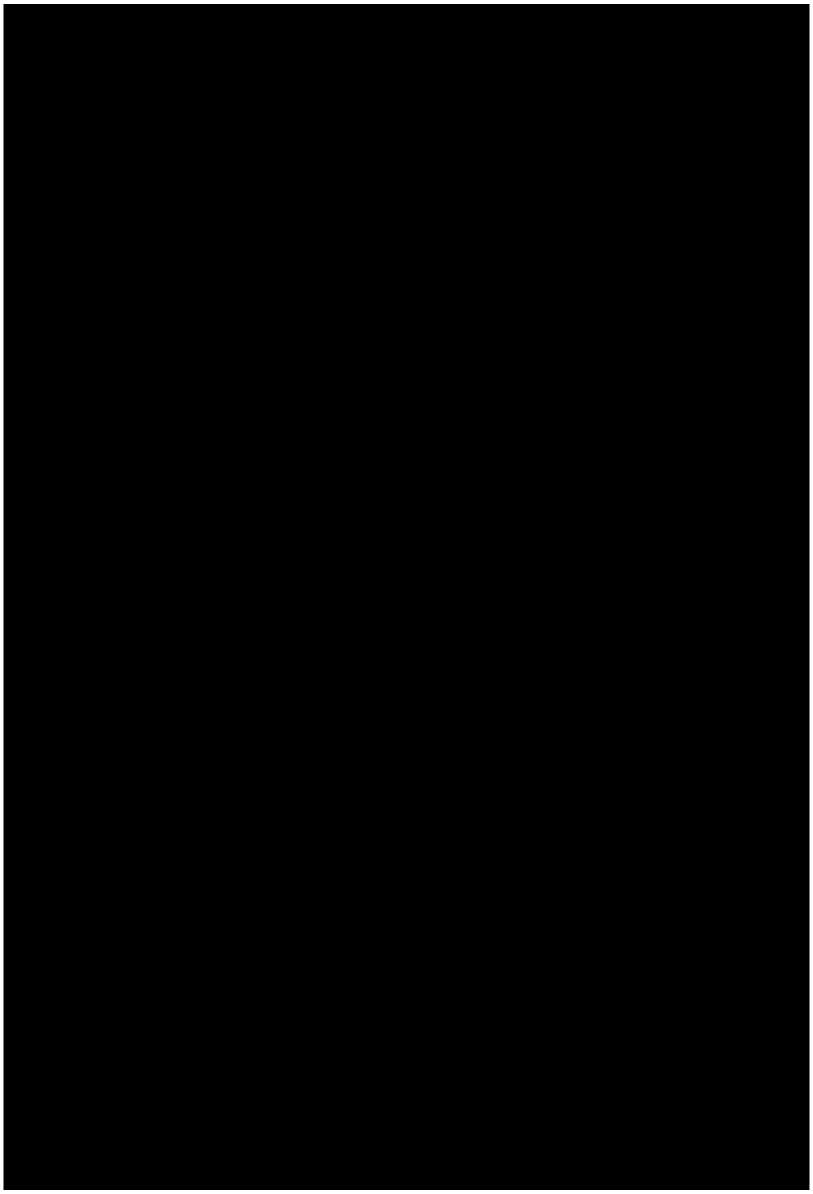

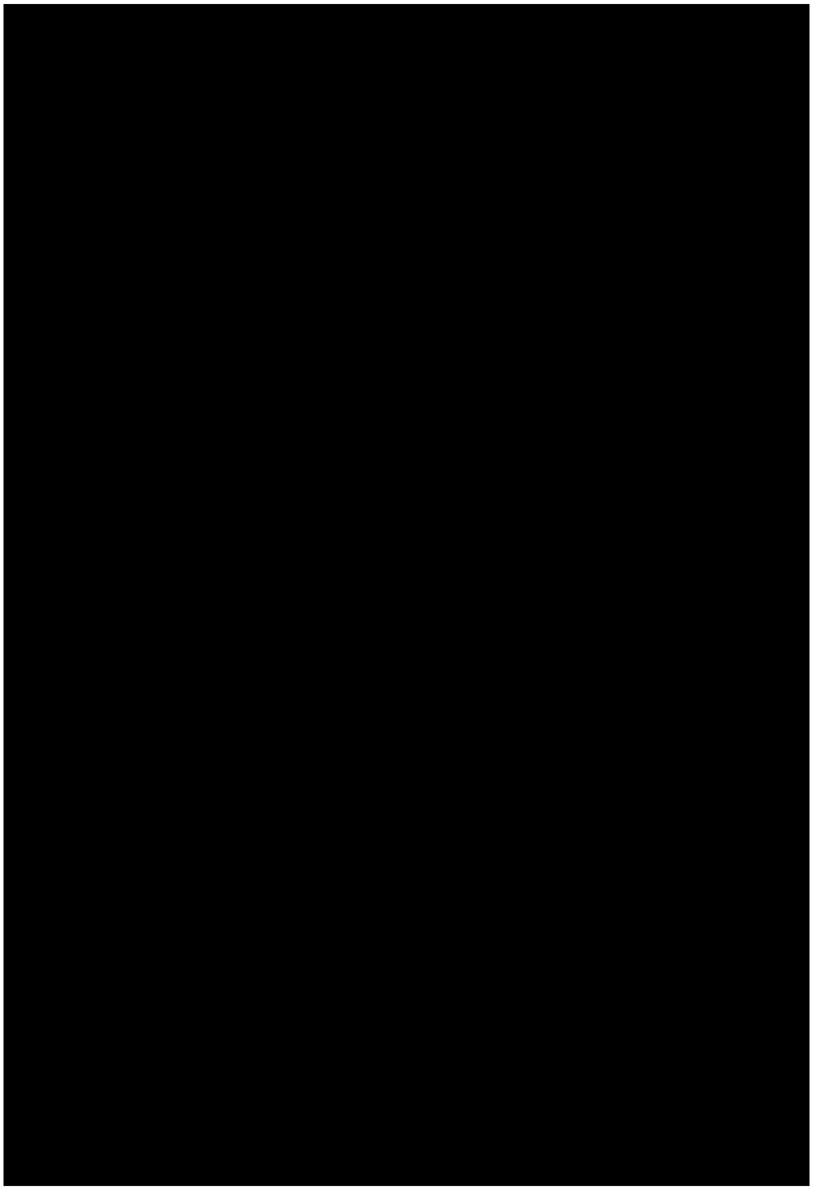

[illegible] - September 17, 2013 at 5:20 PM

[illegible]

[illegible]

যে পরিমাণ অন্ধ অনুসরণ ও গোড়ামী দেখা যায়, তা অন্য কারও মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। তাদের ভাবখানা এমন যেন আলবানী সাহেব কোন ভুলই করতে পারেন না। অন্যের নামে অপপ্রচারে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেয়ার চেষ্টা অনেক কল্যাণকর। আশা করি তথাকথিত লা মাযহাবী ও সালাফী ভাইগণ বিষয়টি অনুধাবন করবেন।

আলবানী সাহেবের তাহকীকের প্রকৃত অবস্থা:
১. উদা বিন হাসান উদা ৫০০ হাদীসের একটি সঙ্কলন বের করেছেন। এই কিতাবে যে ৫০০ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো মুলত: আলবানী সাহেবের তারাজু বা পূর্বের মতামত থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে আালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আলবানী সাহেব পূর্বে একটা হাদীসকে সহীহ বলেছেন, পরে মত পরিবর্তন করে সেটাকে যয়ীফ বলেছেন। এধরনের রুজু দু'একটি হাদীসে ঘটেনি। এখানে মোট পাচ শ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এই কিতাবটি আলবানী সাহেব এর নিজস্ব ওযেস সাইট আলবানী ডট নেটে পাওয়া যায়। নিচের লিংক দেকে ডাউন লোড করুন। http://www.alalbany.net/?p=5282

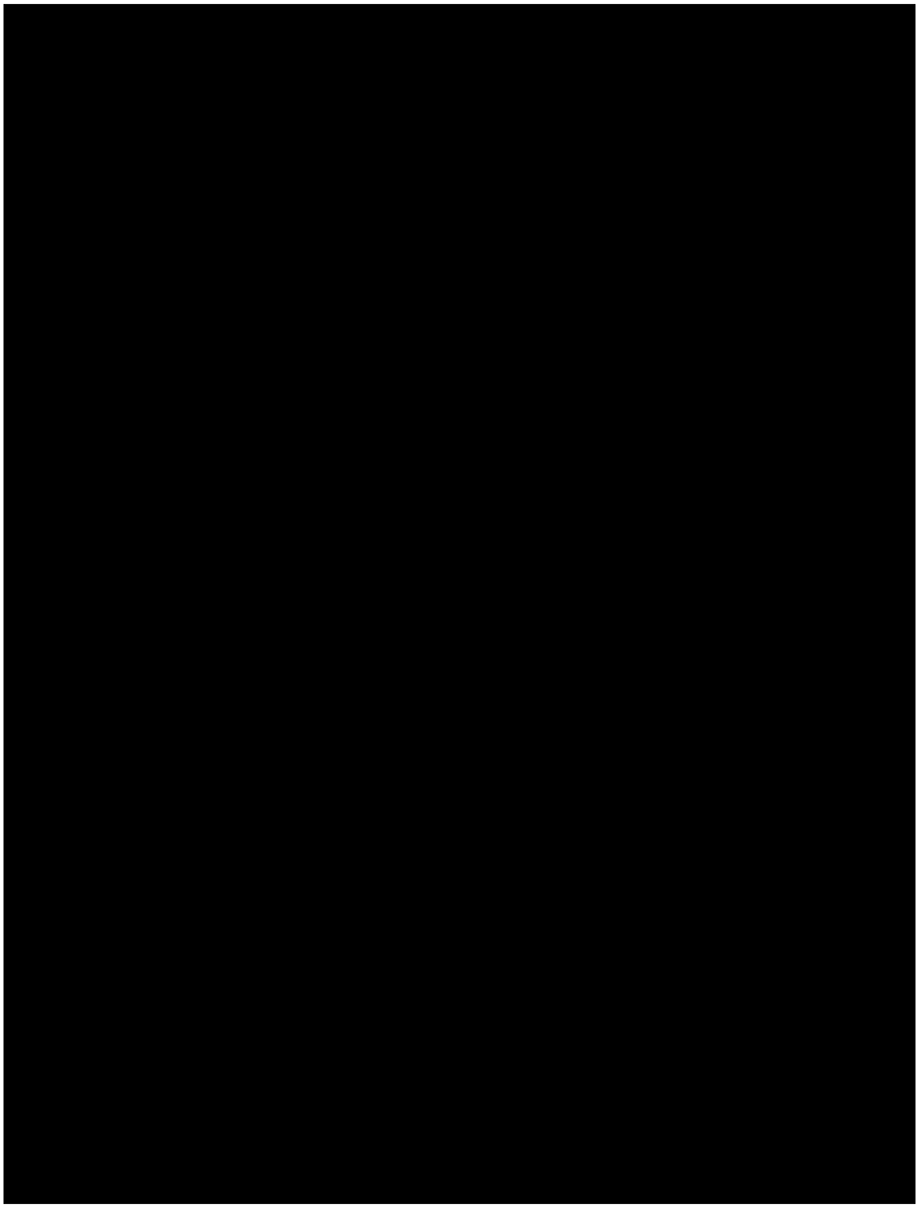

http://www.alalbany.net/?p=5262

http://www.alalbany.net/?p=5043

৪. আলবানী সাহেব পূর্বের অবস্থান থেকে ফেরার পাশাপাশি প্রচুর স্ববিরোধীতায় লিপ্ত হযেছেন। একই রাবীকে কোথাও যয়ীফ, কোথাও সহীহ বলা, একই হাদীসকে কোথাও সহীহ এবং কোথাও সহীহ বলাকে তানাকুয বা স্ববিরোধীতা বলে। আলবানী সাহেব এতো বেশি পরিমাণ স্ববিরোধীতা করেছেন যে, এ বিষয়ে তিনি অনেক সমালোচনার মুখে পড়েছেন। একজন সুস্থ ধারার মুহাদ্দিস দু'একটি হাদীসের ক্ষেত্রে এমন করতে পারেন, কিন্তু তিনি শত শত হাদীসের ক্ষেত্রে এধরণের স্ববিরোধতিা করেছেন। শায়খ হাসান বিন আলী আস-সাক্কাফ আলবানী সাহেবের এ ধরণের স্ববিরোধীতার উপর কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম, তানাকুযাতুল আলবানিল ওয়াজিহাত। এটি তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তিন খন্ডে আলবানী সাহেবের মোট ১৩০০ স্ববিারোধী বক্তব্য উল্লেখ করা হযেছে। লেখক দাবী করেছেন, আমি আলবানী সাহেবের মোট সাত হাজার স্ববিরোধী বক্তব্য পেযেছি। এই তিন খন্ডে আমি ১৩০০ বক্তব্য প্রকাশ করেছি। বাকীগুলো তিনি আস্তে আস্তে প্রকাশ করবেন।
লেখক তার বইয়ের কভার পেজে এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন। দেখুন,

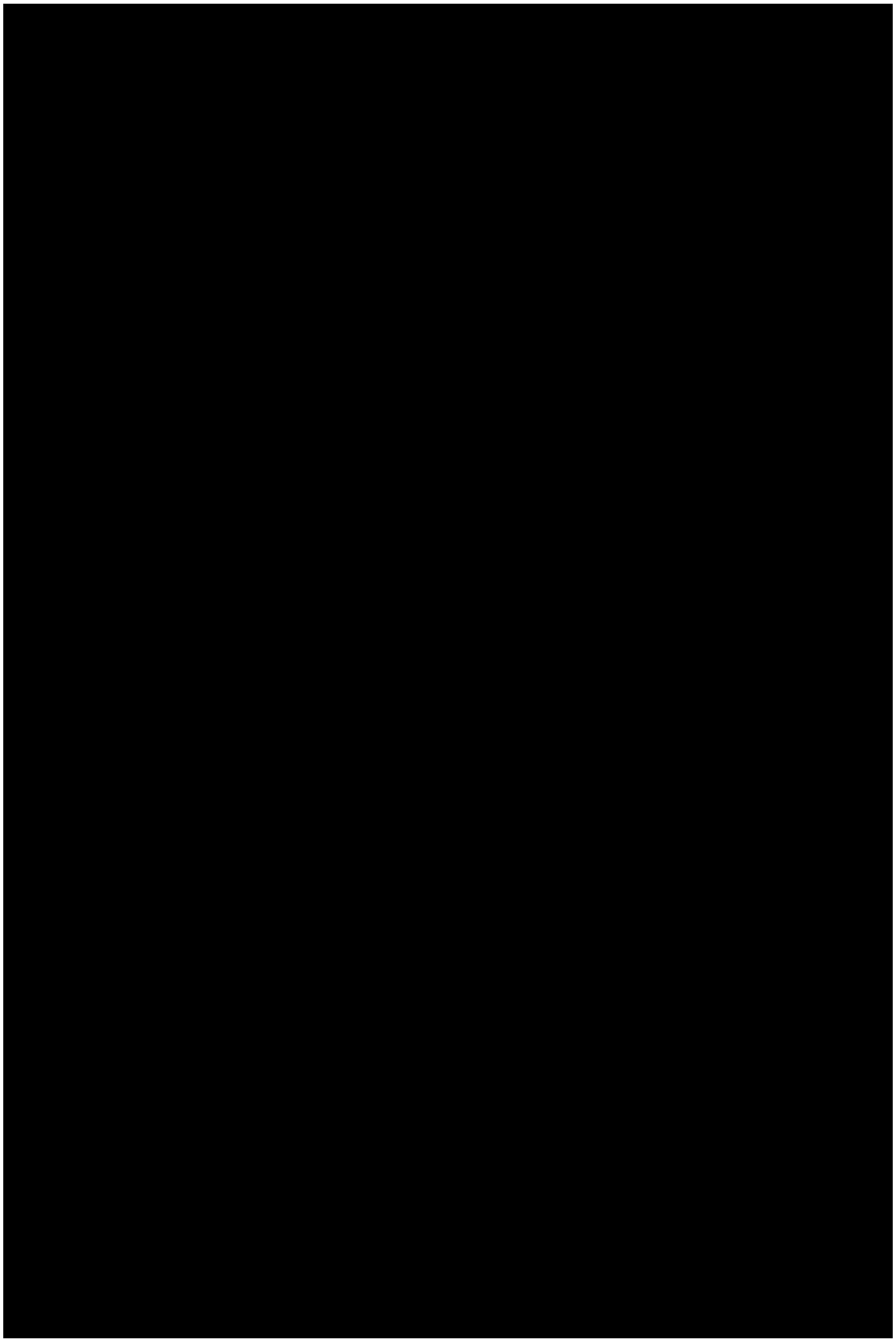

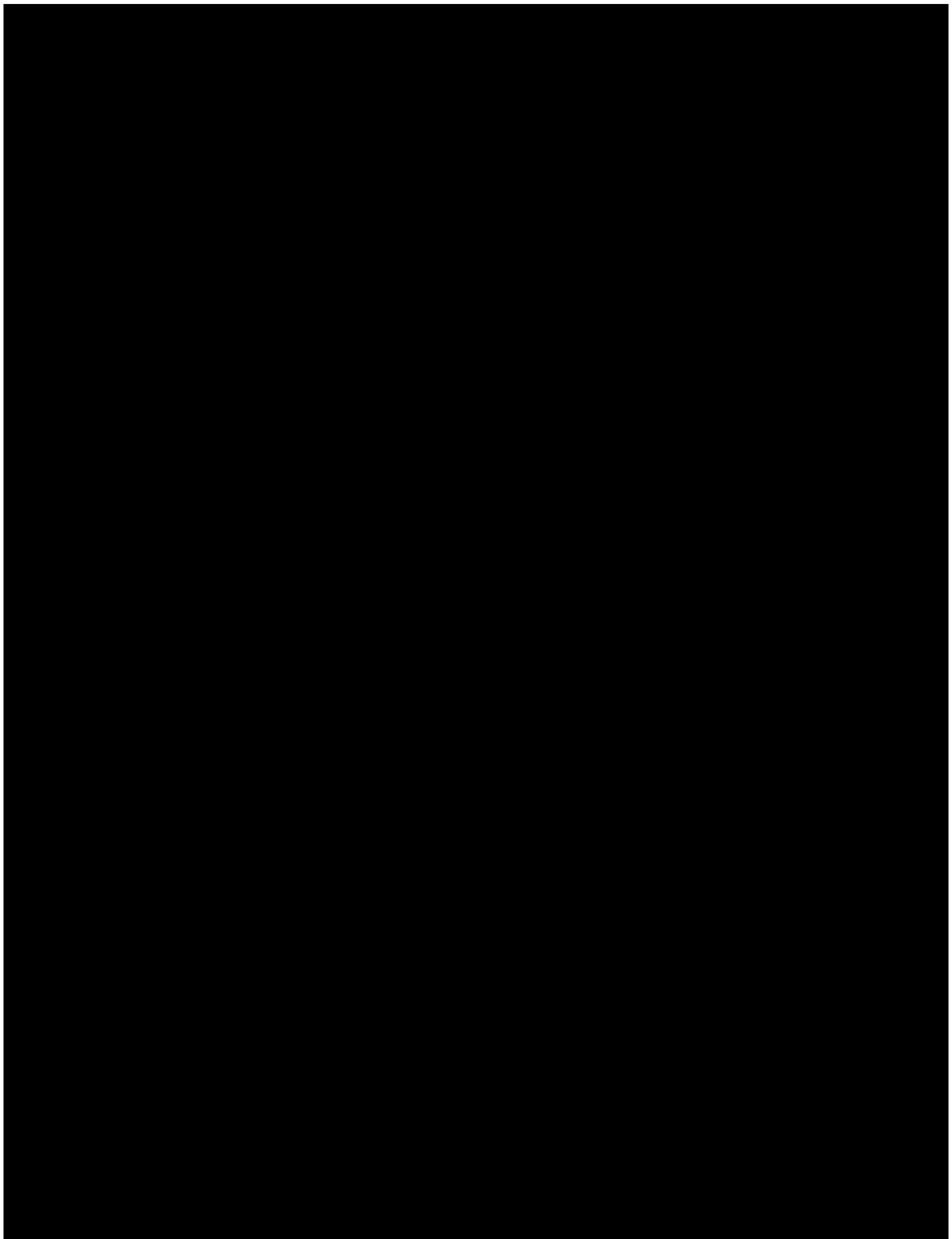

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=316200

আলবানীর সাহেব ভুল -ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করে বাজারে নিয়মিত নতুন নতুন বই আসছে। এর অধিকাংশ বইয়ের লেখক আলবানী সাহব এর ছাত্র ও সালাফী ঘরানার আলেম। সুতরা এসমস্ত ভুলের ব্যাপারে অবগত না হয়ে যেসমস্ত সালাফী বন্ধুরা অন্ধভাবে , যাচাই -বাছাই ছাড়া আলবানী সাহেবের অনুসরণ করছেন , তাদেরকে অন্ধ অনুসারী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? - September 21, 2013 at 11:56 PM

এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে স্থানান্তর : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

তালফীক ও তার হুকুমঃ
তালফীকের পরিচয়ঃ তালফীকের শাব্দিক অর্থ হল , একত্র করা বা মিলান। তালফীকের পারিভাষিক সংজ্ঞায় উলামায়ে কেরামের মাঝে শাব্দিক কিছু তারতম্য থাকলেও মৌলিক দিক থেকে তালফীককে নি¤েœাক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে -

الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد

অর্থাৎ একই হুকুমের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের মতামতকে একত্র করাকে তালফীক বলে।
তালফীকের সার কথা হল, কোন ব্যক্তি কখনও হানাফী মাযহাবের কিছু মাসআলা , কখনও শাফেয়ী , কখনও মালেকী বা অন্য কোন ইমামের মাযহাবের কিছু মাসআলা অনুসরণ করে থাকে। এভাবে সে চার মাযহাব বা অন্য কোন ইমামের কোন মতামতকে তার ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করে থাকে, এধরণের ব্যক্তির এ আমলকে তালফীক বলে।
এ ব্যক্তির এক মাযহাব থেকে আরেক মাযহাবের দিকে স্থানান্তরের বিষয়টি তিনটি বিষয় থেকে খালি নয় -

১. কোন বিশেষ কারণে স্থায়ীভাবে সে অন্য মাযহাব গ্রহণ করেছে। বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও বৈধ। এধরণের কাজে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

২. এ ব্যক্তি সুযোগ সন্ধানী হয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মাঝে যেটি পছন্দ হয় , সেটি গ্রহণ করে। এধরণের কাজ নিন্দনীয় ও অবৈধ।

৩. কোন একটি নির্দিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতেহাদের যোগ্য ব্যক্তি দলিলের আলোকে উদ্দিষ্ট মাসআলা আহরণের জন্য প্রয়াসী হয়ে বিভিন্ন মাযহাবের দলিল বিশ্লেষণ ও তা অবলম্বন করবে।

এ ব্যক্তি যদি ইজতেহাদের যোগ্য হয় এবং প্রান্তিকতা , স্থূলতা , দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয় এবং তার এ গবেষণায় ন্যায় -পরায়ণ হয়, তবে তা শুধু বৈধই নয় , বরং তা ফিকহ শাস্ত্রের একটি প্রশংসনীয় কাজ।
কিন্তু এ ব্যক্তি যদি ইজতেহাদের যোগ্য না হয় , গবেষণায় সত্যানুসন্ধানী - ন্যায়পরায়ণ না হয় এবং প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট হয় , তবে এ ব্যক্তির এ কাজ শুধু নিন্দনীয় নয় বরংএটি তার ঈমান ও আমলের জন্য একটি ধ্বংসাত্মক বিষয়।

প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে যারা এধরণের ক্রম স্থানান্তরের রোগে রুগ্ন , তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম সতর্ক করে দিয়েছেন। এদের সম্পর্কে শায়খ আওয়ামাহ আসারুল হাদীসিশ শরীফ ... নামক কিতাবে -

إن هذا التنقل من المذهب الحنفي إلي المذهب الشافعي في هذه المسألة ، يجر إلي التنقل في غيرها إلي المذهب المالكي مثلا، و إلي التنقل إلي المذهب الحنبلي في مسألة أخري. و هكذا تعود السلسلة إلي أولها في مسألة رابعة، أو إلي مذاهب أخري مندرسة غير المذاهب الأربعة

কোন একটি মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাব থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাবে স্থানান্তর , এ ব্যক্তিকে অন্য একটি মাসআলায় উদাহরণ স্বরূপ ইমাম মালেক (রহঃ) এর মাযহাবে স্থানান্তরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে , কখনও অন্য মাসআলায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর মাযহাবে স্থানান্তর করবে। একইভাবে চতুর্থ কোন মাসআলায় সে চক্রাকারে প্রথম মাযহাব অথবা অন্য কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণ করবে। এভাবে তার ক্রমাগমন শুধু চার মাযহাবে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শায়খ আওয়ামাহ বলেন -

يؤول به الأمر إلي أن يجتهد لنفسه الخروج عن المذاهب الأربعة......و عن الأربعين...

পরিশেষে এ ব্যক্তি শুধু চার মাযহাব থেকেই বের হওয়াকে পছন্দ করবে না বরং সে এধরণের চল্লিশ মাযহাব থেকে বের হয়ে যাবে।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন-

من جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله

যে ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে তর্ক -বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানায় তার স্থানান্তর ও অভিবাসন বৃদ্ধি পায়।

যে ব্যক্তি মনে করে যে , ইমামদের অনুসরণ ব্যতীত শুধু দলিলের অনুরসণ করবে , তবে সে এমন মতামতের অবতারনা করবে যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি ; অথচ সে নিজেকে নাসিরুস সুন্নাহ (সুন্নতের সাহায্যকারী) মনে করে বসে আছে। দলিলের অনুসরণের নামে মূলতঃ সে তার প্রবৃত্তিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রবৃত্তিপূজা মানুষের মাঝে তখন এমনভাবে জেঁকে বসে যে , সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর প্রতি বিষোদগার করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন-

سلموا للأيمة و لا تجادلوهم، فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل إتبعناه: لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام

তোমরা ইমামদের আনুগত্য করো এবং তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। আমাদের কর্মপন্থা যদি এই হত যে , যখনই আমাদের নিকট শক্তিশালী কোন যুক্তিবিদ আগমন করতো আর আমরা তার অনুসরণ করতাম, তবে আশঙ্কা করি যে , আমরা হযরত জিবরীল (আঃ) এর আনীত বিষয়েরও বিরোধীতায় লিপ্ত হয়ে পড়ব।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) আল-ইন্তেকা নামক কিতাবে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) এর ছাত্র মায়ান বিন ঈসা (রহঃ) বলেন- একদা আবুল জুয়াইরিয়া নামক এক ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহঃ) এর নিকট মসজিদে নববীতে আগমন করল। এ লোকটি মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। সে এসে ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলল-

يا أبا عبد الله! إسمع مني شيئا ، أكلمك به و أحاجك و أخبرك برأي. قال مالك: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال مالك: فإن غلبتك ؟ قال: إتبعتك، قال: فإن جاءنا رجل فكلمناه فغلبنا؟ قال : تبعناه. قال أبو عبد الله مالك :

بعث الله محمدا صلي الله عليه وسلم بدين واحد، و أراك تنقل، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل

"হে আবু আব্দুল্লাহ ! আমার কথা শ্রবণ করুন , আমি আপনার সাথে আলোচনা করব, বিতর্ক করব এবং আমার মতামত উল্লেখ করব। ইমাম মালেক (রহঃ) তাকে বললেন-যদি তুমি আমার উপর

বিজয়ী হয়ে যাও ? সে বলল- আপনি আমার অনুসরণ করবেন। ইমাম মালেক (রহঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন-যদি আমি তোমার উপর বিজয়ী হই? সে বলল- আমি আপনার অনুসরণ করব। ইমাম মালেক বললেন- আমাদের নিকট যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি আসে এবং আমরা তার সাথে বিতর্ক করি এবং সে আমাদের উপর বিজয়ী হয়? সে বলল- আমরা তার অনুসরণ করব। ইমাম মালেক তাকে বললেন - আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে একই ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে দেখছি -এদিক সেদিক ছুঁটাছুঁটি করছ ! হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন- যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানায় , তার ছুঁটাছুঁটি বৃদ্ধি পায় ”
বর্তমানে এধরণের ছুঁটাছুঁটিকে যারা নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সুন্নাহ অনুসরণের নামে মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দিচ্ছে , তাদের বাস্তবতা অনুসন্ধান করলে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হবে না। এদের মূল শ্লোগান দলিলের অনুসরণ হলেও, তাদের কাছে উলামায়ে কেরামের বিচ্যুতি , একক মতামত ও বিরল বক্তব্য গুলোই গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়। তাদের কাছে প্রকৃত দলিল সেটিই যা বর্জনীয় হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।
□□□□ আওযায়ী (রহঃ) বলেন-

من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام

যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের বিরল বক্তব্যগুলো গ্রহণ করবে , সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।
সুলাইমান আত-তাইমী (রহঃ) বলেন-

لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله

“যদি তুমি প্রত্যেক আলেমের রুখসতকে গ্রহণ করো , তবে তোমার মাঝে সব ধরণের অকল্যাণ ও নিকৃষ্টতা একত্র হবে ”
ইমাম মালেক (রহঃ) এর উস্তাদ ইবরাহীম বিন আবি আবালাহ (রহঃ) □□□□-

من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا، و قال معاوية بن قرة: إياك و الشاذ من العلم

যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের বিরল ও একক মতামতের অনুসরণ করে সে অনেক অকল্যাণের বাহক হয়। হযরত মুয়াবিয়া বিন কুররা (রহঃ) বলেন- সাবধান ! বিরল বক্তব্য থেকে বিরত থাক।
আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারী (রহঃ) ইবরাহীম বিন আবি আবালাহ্ (রহঃ) এর বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেছেন -

من أخذ شواذ العلماء ضل

যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের বিরল ও শায বক্তব্যের অনুসরণ করল সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত ইহইয়া আল-কাত্তান (রহঃ) এর উক্তি বর্ণনা □□□□-

لو أن إنسانا إتبع كل ما في الحديث من رخصة لكان به فاسقا

কেউ যদি হাদীসের প্রত্যেক রুখসতের অনুসরণ করে , তবে ঐ ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যাবে।
ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) হযরত মা’মার থেকে বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেন-

لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في إستماع الغناء و إتيان النساء في أدبارهن ، و بقول أهل مكة في المتعة ، و الصرف و بقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله

কেউ যদি গান শোনা ও মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সঙ্গমের ব্যাপারে মদীনাবাসীর মতামত গ্রহণ করে এবং মুত ’আ ও সরফ পদ্ধতিতে ক্রয় -বিক্রয়ে মক্কা বাসীর মতামত এবং মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে কুফাবাসীর মতামত গ্রহণ করে তবে সে আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে।
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে , ইজতেহাদের অযোগ্য ব্যক্তির জন্য তালফীক বৈধ নয়। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) এ ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন -

هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف
এ বিষয়টির উপর ইজমা হয়েছে। এর সাথে মতানৈক্য করেছে এমন কারও বিষয়ে আমার জানা নেই।
আল্লামা কারমী □□□□-
إعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلي منع جواز التقليد حيث أدي إلي التلفيق من كل مذهب
“জেনে রেখ! অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তালফীক অবৈধ হওয়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন ”
শামসুল আইম্মা ইমাম হালওয়ানী (রহঃ) □□□□-
وهذا الذي تقرر من إشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا و عند الحنفية و الحنابلة فلا يجوز في عبادة ولا غيرها والقول بجوازه ضعيف جدا
তালফীক অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তটি স্থির হয়েছে এটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। এবং এটি হানাফী ও হাম্বলীদের নিকটও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইবাদত বা অন্য কোন ক্ষেত্রে তালফীক বৈধ নয়। তালফীক বৈধ হওয়ার ব্যাপারে যে বক্তব্য রয়েছে সেটি নিতান্তই দূর্বল।
আল্লামা হালওয়ানী আরও বলেন ,
فلذلك كان التلفيق باطلا محرما و هو الذي عليه المحققون من أئمتنا و غيرهم
এজন্য তালফীক বাতিল ও হারাম। অধিকাংশ গবেষক ইমামমদের মত এটি।
যাইনুদ্দিন কাসেম (রহঃ) তাউকীফুল হুক্কাম ফি গাওয়ামিদিল আহকাম নামক কিতাব থেকে □□□□□□ করেছেন-
ان الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين
তালফীকের পদ্ধতিতে নির্ণীত হুকুম মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল।
ফতওয়ায়ে শামী তে রয়েছে -
"..وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع" قال شارحه-مثاله متوضأ سال من بدنه دم، و لمس إمرأة، ثم صلي فإن صحة صلاته ملفقة من المذهب الشافعي و الحنفي، و التلفيق باطل، فصحته منتفية
অর্থাৎ তালফীকের পদ্ধতিতে নির্ণীত হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে বাতেল। (ব্যাখ্যাকার বলেন) তালফীকের উদাহরণ হল, কোন ওযুকারী ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত বের হল (এর দ্বারা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ওযু ভেঙ্গে যাবে), আবার সে কোন মহিলাকে স্পর্শ করল (এর দ্বারা শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী ওযু ভেঙ্গে যাবে), এ অবস্থায় যদি সে নামায আদায় করে তবে তার নামায বাতিল। কেননা তালফীক বাতিল।
আল্লামা আব্দুল গণী নাবুলুসী (রহঃ) বলেন,
إذا علمت ذلك ظهر لك عدم صحة التلفيق في وجه من الوجوه إجماعا
যখন তুমি উক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হলে , তখন তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে , সর্বসম্মতিক্রমে কোন অবস্থাতেই তালফীক বৈধ নয়।
ইমাম নববী রহ . বলেন,

ووجهه انه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لا فضى إلى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدى إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت: فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين
“ব্যক্তি তাকলীদের অপরিহার্যতার কারণ এই যে , মুক্ত তাকলীদের অনুমতি দেয়া হলে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ সকল মাজহাবের অনুকূল বিষয়গুলোই শুধু বেছে নিবে। ফলে হালাল -হারাম ও বৈধ -অবৈধ নির্ধারণের এখতিয়ার এসে যাবে তার হাতে। প্রথম যুগে অবশ্য ব্যক্তি তাকলীদ সম্ভব ছিলো না। কেননা ফিকাহ বিষয়ক মাজহাবগুলো যেমন সুবিন্নস্ত ও পূর্ণাংগ ছিলো না তেমনি সর্বত্র সহজলভ্যও ছিলো না। কিন্তু এখন তা সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাংগ আকারে সর্বত্র সহজলভ্য। সুতরাং যে কোন একটি মাজহাব বেছে

নিয়ে একনিষ্টভাবে তা অনুসরণ করাই এখন অপরিহার্য"। (আল মাজমু শরহুল মুহায্যাব, ১/১৯)
সুতরাং বর্তমানে সাধারণ মানুষের না বুঝে, শরীয়তের জ্ঞান অর্জন না করে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। - September 22, 2013 at 4:10 PM

ফতোয়া প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন

ইসলামে ফেকাহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ আমল ফেকাহশাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্ম থেকে কবরে কাফন সহ যাবতীয় আমল ফিকহ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে। ঈবাদত ছাড়াও লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এক কথায় একজন মুসলমানের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফিকহশাস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়গুলো এমন যে, এ ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ব্যতীত কোন মতামত দেয়া নিতান্তই বোকামী। আর যারা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাদেরক্ষেত্রেও দেখা যায়, এ বিষয়ে কোন মতামত দিতে গেলে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। রাসূল (সঃ) বলেছেন,
من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتاً في جهنم ، ومن أُفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه

"যে ব্যক্তি এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, তবে সে জাহান্নামে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করল। আর যাকে ইলম ব্যতীত ফতোয়া প্রদান করা হল, এর গোনাহ ফতোয়া প্রদান কারীর উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন বিষয়ে পরামর্শ দিল যার বিপরীত বিষয়ের মাঝে সে কল্যাণ দেখছে, তবে সে তার সাথে প্রতারণা করল"
[মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী শরীফ]

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে আবী লাইলা (রহঃ) বলেছেন,
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد (مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم احد يسأل عن حديث أو فتيا إلاّ ودّ ان أخاه كفاه ذلك. وفي لفظ آخر: كانت المسالة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر، ويردها الآخر حتى ترجع الى الذي سأل عنها أول مرة.
"তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহঃ) বলেন, আমি এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) একশ বিশ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের কাউকে যখন কোন হাদীস বা ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হত, প্রত্যেকেই পছন্দ করতেন, তাঁর আরেকভাই এর উত্তর প্রদানে যথেষ্ঠ।

তিনি অন্য বর্ণনায় বলেছেন,
"তাদের নিকট যখন মাসআলা পেশ করা হত, তখন সে আরেকজনের কাছে সেটা পাঠাত, অতঃপর তিনি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন, এভাবে অবশেষে প্রথমে যার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার নিকট ফিরে আসত"

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রাঃ) কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা আছে কি না সেগুলো জিজ্ঞেস করতেন।
[আল-ইনসাফ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ), পৃষ্ঠা -১৮]

হযরত উমর (রাঃ) কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে , বদরী সাহাবীদেরকে একত্র করে তাদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান দিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,
إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون"

“যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সকল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে সে অবশ্যই পাগল ”
এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেছেন,
الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم

“ফতোয়া প্রদান করতে উদ্দত হওয়াটা কম ইলমের কারণেও হতে পারে আবার অধিক ইলমের কারণেও হতে পারে। অতএব যখন কারও ইলম কম থাকে, তখন তাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করা হয় , না জেনে সে সকল বিষয়ে সমাধান দেয়।

□□□□□□ মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রহঃ) বলেন-
لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول بلا علم
“অজ্ঞতাবশতঃ কথা বলার চেয়ে কোন ব্যক্তির জন্য মূর্খ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা শ্রেয় ”
[আদাবুশ শরইয়্যাহ , আল্লামা ইবনু মুফলিহ্ (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা -৬৫]

আল্লামা ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন,
وعن ابن وهب قال : سمعت مالكاً يقول :وذكر قول القاسم : لأن يعيش الرجل جاهلاً خير له من أن يقول على الله مالا يعلم ، فقال مالك : هذا كلام ثقيل ثم ذكر مالك أبا بكر الصديق وما خصه الله به من الفضل وآتاه إياه قال مالك : يقول أبو بكر في ذلك الزمان : لا يدري ولا يقول هذا لا أدري قال : وسمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول : من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير

“অর্থাৎ আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি , তিনি কাসেম (রহঃ) এর উক্তি উল্লেখ করেছেন- “আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবশতঃ কোন কথা বলার চেয়ে কোন ব্যক্তির জন্য অজ্ঞ -মূর্খ থাকাটা অধিক শ্রেয়। ” একথা উল্লেখ করে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, এটি অনেক ভারী কথা। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে তাঁকে যে ইলম ও মর্যাদা দান করা হয়েছে , সেটি আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন, “হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সময়ে তিনি বলতেন যে , “আমি জানি না ”। কিন্তু বর্তমানে এরা কেউ বলে না যে , আমি জানি না। ”
ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি , “বুদ্ধিমান আলেমের কর্তব্য হল সে যেন বলে দেয় যে , “আমি জানি না ”। কেননা এর দ্বারা হয়ত তার জন্য উত্তম কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করা হবে ”

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন-
من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً.

“যে ব্যক্তি মানুষকে ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নায় হয়েও ফতোয়া প্রদান করল, সে গোনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য। এবং শাসকদের যারা তাকে তার এ কর্মের সমর্থন করবে তারাও গোনাহগার হবে”
[ই’লামুল মুয়াক্কিয়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা -১৬৬]

হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
"كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا"

“আমি সেই যুগে দেখেছি, যখন এক ব্যক্তি কোন একটা বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করতো, তখন একজন আরেকজনের নিকট প্রেরণ করত। অবশেষে লোকটি সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রঃ) এর মজলিশে এসে উপনীত হতো। ফতোয়া প্রদানে তাদের অপছন্দ থাকায় মানুষ তখন এটা করত,।
وعن مالك : قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له : ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له : أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال : لا ولكن أستفتي من لا علم له ، وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة : وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেনে, আমাকে জনৈক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে যে, সে হযরত রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহঃ) এর নিকট গিয়ে দেখল যে, তিনি ক্রন্দন করছেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কি কারণে ক্রন্দন করছেন? আপনার উপর কি কোন মুসীবত আপতিত হয়েছে? রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন, আমি অযোগ্য লোকের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছি। “ইসলামের মাঝে মারাত্মক একটি জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি বলেন- বর্তমানে যারা ফতোয়া দেয়, তাদের কেউ কেউ চোরদের চেয়েও বেশি জেলে আবদ্ধ থাকার যোগ্য”

রবিয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান মদীনার বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। এবং হাফেযে হাদীস ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মালেক (রহঃ) ফিকহ শিখেছেন। তিনি ১৩৬ হি: সনে মৃত্যু বরণ করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় শতকে যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে আমাদের সময়ের অজ্ঞ-মূর্খদের যুগে কী বলা হবে?

এপ্রসঙ্গে আহমাদ বিন হামদান হারানী রহ. [মৃত্যু -৬৯৫ হিঃ] □□□□□□□-
فكيف لو رأى ربيعة زماننا هذا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم ، فمن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم ، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الإسلام ،

“যদি রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান আমাদের এ সময়টি দেখতেন? তিনি যদি বর্তমান সময়ের অজ্ঞ লোকদের ফতোয়া প্রদানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন? নিজেদের অযোগ্যতা-অনভিজ্ঞতা, নিকৃষ্ট চারিত্রিক অবস্থা, অভ্যন্তরীণ কলুষতা, লৌকিকতা ও প্রশংসা-প্রিয়তা এবং পূর্ববর্তী গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের

পথ থেকে বিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও তাদের নিকট অজ্ঞ লোকদের ভিড় তাদেরকে জরাগ্রস্ত করেছে, ফলে তারা তাদের গ্রহণীয় -বর্জণীয় সকল বিষয় পরিত্যাগ করেছে ; অথচ তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা নিবৃত্ত হয় না , তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা সতর্ক হয় না। সুতরাং কেউ ফতোয়া , বিচার কিংবা পাঠদানের যোগ্য না হয়েও যদি সে কাজে অগ্রসর হয় , তবে সে গোনাহগার হবে। এধরণের বিষয় যদি তার নিকট থেকে বারংবার প্রকাশ পেতে থাকে অথবা সে যদি এর উপর অটল থাকে, তবে সে ফাসেক হয়ে যাবে। এধরণের ব্যক্তির কোন কথা, ফতোয়া এবং কোন ফয়সালা গ্রহণ করা জায়েয নয়। এটি ইসলামের শাশ্বত বিধান। ”
[সিফাতুল ফাতাওয়া , পৃষ্ঠা -১১-১২]

আহমাদ ইবনে হামদান রহ . মৃত্যুবরণ করেছেন -৬৯৫ হি : সনে। অর্থাৎ এখন থেকে সাত শ ’ বছর পূর্বে তিনি একথাগুলো বলেছেন। সুতরাং বর্তমান যুগের যে কী করুণ অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেন,
"قال حذيفة: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق متكلف"
قال ابن سيرين: فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا".

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, মানুষকে ফতোয়া প্রদান করে তিন ব্যক্তির কোন এক ব্যক্তি -
১. কুরআনের নাসেখ -মানসুখ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।
২. ফতোয়া প্রদানে বাধ্য আমীর বা শাসক।
৩. অথবা নিরেট মূর্খ লোক।

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেন, আমি প্রথম দু ’শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নই। সুতরাং আমি তৃতীয় ব্যক্তি হতে চাই না।

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের স্বভাব ছিল , যখন তাদেরকে কোন ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হতো , তারা যদি এর সুস্পষ্ট উত্তর জানতেন , তখন তা বলে দিতেন। কিন্তু যদি এ বিষয়ে কোন উত্তর জানা না থাকত , সাথে সাথে বলে দিতেন , আমি জানি না। আর যদি একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরের সম্ভাবনা থাকত , তখন তারা বলতেন , এটি আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার নিকট এটি ভাল মনে হয়। যেমন ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে , তিনি ফতোয়া প্রদান করলে অনেক সময় বলতেন,
إن نظنُّ إلاَّ ظنَّاً وما نحن بمستيقنين
“আমি শুধু ধারণাই রাখি , এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত নই ”
১. হযরত আলী (রাঃ) বলেন,
وابردها على الكبد إذا سئل أحدكم عمَّا لا يعلم ، أن يقول : الله أعلم [تعظيم الفتيا لابن الجوزي/৮১
“আমার নিকট অধিক প্রশান্তিকর হল , তোমাদের নিকট কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে , আর তোমরা সে সম্পর্কে না জেনে থাকো , তবে বলে দিবে , “আল্লাহই ভাল জানেন ”
ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,
إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ، فما اتَّفق لي فيها رأي إلى الآن
“আমি প্রায় দশ বছর যাবৎ একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তা করছি , এখনও পর্যন্ত উক্ত মাসআলায় সমাধানে আসতে পারিনি।
তিনি আরও বলেন,
ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي

“অনেক সময় আমার নিকট মাসআলা পেশ করা হয়, আমি রাতের পর রাত সেগুলো নিয়ে গবেষণা করি। ”

এই হল, আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা। এটিকে বর্তমান অবস্থার সাথে একটু তুলনা করুন। টি .ভি, রেডিও, পত্র -পত্রিকা এবং বিভিন্ন টকশোতে অবাধে ফতোয়ার ছড়াছড়ি। প্রত্যেকের নিজের মত মতো ফতোয়া দিচ্ছে। যার যা মনে চাচ্ছে , শরীয়তের বিষয়ে অবলীলায় তা বলে দিচ্ছে। শরীয়ত যেন লা -ওয়ারিস সম্পদ !

আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহঃ) উত্তম কথা বলেছেন -

لا تَحْسَبِ الفِقه تَمْراً أنْتَ آكِلُه *** لَنْ تَبْلُغِ الفِقْهَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَبْرَا

“ফিকহ শাস্ত্রকে তুমি একটি খেজুর মনে করো না যে , তা মুখে পুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি কখনও ফিকহ অর্জন করতে পারবে না , যতক্ষণ না তুমি ধৈর্য্য ধারণ ও অধ্যবসায় গ্রহণ করবে।”

তিনি □□□□□□-

إذ لو كان الفقه يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة من مظانها لكان أسهل شيء ولما احتاج إلى التفقه على أستاذ ماهر وفكر ثاقب باهر.
لَو كَانَ هَذَا العِلمُ يُدرِكُ بالمُنى مَا كُنْتَ تُبصِرُ في البَرِيِّةِ جَاهِلا

“কেননা কিতাব দেখে মাসআলা প্রদানের যোগ্যতার নাম যদি ফিকহ হত , তবে এটি সর্বাধিক সহজ বিষয় হত এবং এর জন্য কোন দক্ষ , অভিজ্ঞ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উস্তাদের সংস্পর্শের প্রয়োজন হত না। ” “এই ইলম যদি এমনিতেই অর্জিত হত , তবে তুমি পৃথিবীতে কোন অজ্ঞ লোক দেখতে পেতে না। ”

বর্তমানে অনেককে দেখা যায় , প্রশ্ন করার পূর্বেই উত্তর প্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শরীয়তের বিষয়ে তাদের এ ধরণের সবজান্তা ভাব কখনও কাম্য নয়। তাদের ভাবখানা এমন যে , তারা জানে না , এমন কোন বিষয় পৃথিবীতে নেই। অথচ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অবস্থা কী ছিল ?

হযরত উকবা ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন-

وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت عبد الله بن عمر أربعة وثلاثين شهراً فكثيراً ما كان يسأل فيقول : لا أدري ، ثم يلتفت إلي فيقول : تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم

“আমি ৩৪ বছর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সংস্পর্শে থেকেছি। তাকে যে প্রশ্ন করা হত, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বলতেন -“লা আদরি” (আমি জানি না)। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলতেন - “এরা আমাদের পিঠকে জাহান্নামের সেতু বানাতে চায় ”
[জামেউ বয়ানিল ইলমি ও ফাযলিহি , আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা -৮৪১]
□□□□□□ হযরত আতা (রহঃ) বলেন-

أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد

“আমি এমন সম্প্রদায়কে দেখেছি , যাদের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে , তারা সে বিষয়ে কোন কথা বলতে গিয়ে কাঁপতেন ”
[কোন ধরণের ত্র “টি হওয়ার ভয়ে কাঁপতেন]
[মুয়াফাকাত , আল্লামা শাতবী (রহঃ), খ.৪, পৃষ্ঠা -২৮৬]

হযরত সুফিয়ান সাউরী (রহঃ) □□□□-

أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بداً من أن يفتوا وقال : أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم

“আমি এমন ফকীহদেরকে পেয়েছি যারা মাসআলা ও ফতোয়া প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। নিতান্ত নিরূপায় হলে তারা ফতোয়া প্রদান করতেন। ফতোয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত সেই ব্যক্তি, যে চুপ থাকে, আর এক্ষেত্রে যে অধিক কথা বলে, সে হল চরম মূর্খ”
[আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহঃ), খ.২, পৃষ্ঠা-৬৬]

হযরত আব্দুল মালিক বিন আবি সুলাইমান (রহঃ) □□□□-

سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال : لا أعلم ثم قال : ويل للذي يقول لما لا يعلم : إني أعلم

“হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) কে কোন একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন- “আমি জানি না”। অতঃপর তিনি বলেন- সে ধ্বংস হোক! যে জানে না অথচ বলে যে, আমি জানি”

ইমাম মালেক (রহঃ) কে কখনও পঞ্চাশটি প্রশ্ন করা হলে তিনি একটিরও উত্তর দিতেন না। তিনি বলতেন-

من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكـون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها

“যে ব্যক্তি কোন মাসআলার সমাধান দিল, উত্তর প্রদানের পূর্বে তার জন্য কর্তব্য হল, সে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং পরকালে তার কিভাবে মুক্তি হবে এটি চিন্তা করবে, অতঃপর তার উত্তর প্রদান করবে”
□□□□ মালেক (রহঃ) বলেন-

ذل وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك

“প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদান ইলমের প্রতি অবমাননা ও লাঞ্ছনা প্রদর্শন।”

এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই যারপর নাই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং এভাবেই যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শরীয়তের বিষয়ে কারও জন্য যেমন সবজান্তা হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ফতোয়া বা মাসআলা দেয়ার যোগ্য না হয়েও মাসআলা দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে মূর্খ লোকেরাই নিজেদেরকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করে থাকে। এদের সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য-

الجَاهِلُ لاَ يَعلَمُ رُتْبَةَ نَفْسِه ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتْبَةَ غَيْرِهِ

“মূর্খ লোকেরা নিজের অবস্থা সম্পর্কেই অবগত নয়, তবে তারা অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে কিভাবে অবগত হবে।”

অতএব, ফতোয়া বা মাসআলা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিৎ এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিৎ যে, এটি আমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাজত করুন! আমীন।

- September 24, 2013 at 10:18 PM

উস্তাদের প্রয়োজনীয়তা ও ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি :

সূত্র : মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েক একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা

এ প্রসঙ্গে খতীবে বাগদাদী (রহঃ) "আল-ফকীহ ও য়াল মুতাফাক্কিহ" নামক কিতাবে লেখেছেন,

قيل لبعض الحكماء : إن فلانا جمع كتبا كثيرة! فقال : هل فهمه علي قدر كتبه؟ قيل : لا، قال فما صنع شئا، ما تصنع البهيمة بالعلم.

কোন এক বিজ্ঞজনকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। তিনি তাকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? লোকটি উত্তর দিল, না। তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি। চুতষ্পদ জন্তু ইলেম দিয়ে কী করবে!

অর্থাৎ বুঝ অর্জন না করে, কিতাব সংগ্রহ করা আর একটি জন্তুর নিকট অনেক কিতাব থাকা সমান।

সুতরাং কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয়। কারও নিকট অধিক হাদীস থাকার কারণে সে যদি বড় হালেম হয়ে যেত, তবে যার নিকট এক ডিস্কের মধ্যে সমস্ত হাদীসের কিতাব রয়েছে, সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম হয়ে যেত। চল্লিশ টাকার একটা ডিস্ক সংগ্রহ করা, আর ইলমের পিছে চল্লিশ বৎসর সাধনা করা এক জিনিস নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে একথা বলা যথেষ্ঠ নয় যে, আমার নিকট এক মিলিয়ন হাদীসের একটি ডিস্ক আছে, সুতরাং কাউকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি যদি এমনই হত, তবে পৃথিবীর যে কেউ ডিস্ক সংগ্রহ করবে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেম হয়ে যাবে।

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনে মুইন (রহঃ) এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল,
কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, দু'লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে কি ফতোয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, যদি তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, না। চার লক্ষ? তিনি বললেন, না?। যদি পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, আশা করা যায়।

খতীবে বাগদাদী (রহঃ) এ উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন, পাঁচ লক্ষ হাদীস শুধু মুখস্থ করাটাই উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং সে সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক। তিনি লিখেছেন,

وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره-يحي بن معين-دون معرفته به و نظره فيه، و إتقانه له، فإن العلم هو الفهم و الدراية و ليس با لإكثار و التوسع في الرواية

"কারও পক্ষে নিজেকে ফতোয়ার আসনে সমাসীন করার জন্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) যে পরিমাণ হাদীসের কথা বলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তীক্ষ্ম জ্ঞান

অর্জন ব্যতীত তা সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ঠ নয়। কেননা ইলম হল , প্রকৃত বুঝ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের নাম। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার নাম ইলম নয় ”
[আল-জামে , খণ্ড -২, পৃষ্ঠা -১৭৪]

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে শুধু হাদীস সংগ্রহ করাটা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আর কেউ যদি অনেক হাদীস সংগ্রহ করেও , তবুও কি সে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের উপর আমর করতে সক্ষম হবে? ইজতেহাদের অন্যান্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেগুলো অর্জন করা আবশ্যক নয় কি?

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে , নবী কারীম (সঃ) বলেছেন ,
إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتَّى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهَّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا

“আল্লাহ্ তায়ালা ইল্মকে তার বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠানোর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি একসময় কোন আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষ তখন অজ্ঞ -মুর্খ লোকদের নিকট প্রশ্ন করবে , তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে , অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।
[বোখারী শরীফ , হাদীস নং ৬৮৭৭ , ১০০মুসলিম হাদীস নং২৬৭৩]
এ হাদীসে রাসূল (সঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে , ইলমের অস্তিত্ব নির্ভর করে উলামাদের অস্তিত্বের উপর। আলেম এবং ইলম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ইলমকে টেকনোলজির অনুগামী মনে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত ?

ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহঃ) বলেছেন ,
يظن الغمر ان الكتب تهدي ... اخا جهل لادراك العلوم و لا يدري الجهول بان فيها ...غوامض حيرت عقل الفهيم ا ذا رمت العلوم بغير شيخ...ضللت عن الصراط المستقيم

“মূর্খ , অনভিজ্ঞ লোক মনে করে থাকে যে , কিতাব তাকে ইলম অর্জনে পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে , তাতে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যে , তীক্ষ্ম - বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
যদি তুমি উস্তাদ ব্যতীত ইলম অর্জন করো , তুমি সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে ”

হাফেযে হাদীস আবু বকর খতীবে বাগদাদী (রহঃ) বলেন,
لا يؤخذ العلم الا من افواه العلماء ..فلابد من تعلم امور الدين من عارف ثقه اخذ عن ثقه وهكذا الي الصحابه فالذي ياخذ الحديث من الكتب يسمي صحافيا. والذي ياخذ القرأن من المصحف يسمي مصحفيا ولا يسمي قارئا.

“আলেমদের থেকে শ্রবণ ব্যতীত ইলম শিক্ষা করা যায় না। সুতরাং ইলম অর্জনের পথে এমন একজন বিশ্বস্ত আলেম থেকে ইলম অর্জন করতে হবে , যিনি আরেকজন সিকা (বিশ্বস্ত) আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছেন , এভাবে সাহাবীদের পর্যন্ত ইলমের ধারা পৌঁছে যাবে। যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে , হাদীস গ্রহণ করে তাকে “সাহাফী ” বলা হয়। (তাকে মুহাদ্দিস বলা হয় না)। আর যে ব্যক্তি মাসহাফ থেকে কুরআন গ্রহণ করে তাকে “মাসহাফী ” বলা হয় , তাকে ক্বারী বলা হয় না। ”

কামালুদ্দিন শামানী এর বিখ্যাত কবিতা -

من يأخذ العلمِ عن شيخ مشافهةً *** يكن من الزيف والتصحيف في حرمِ
ومن يكن آخذاً للعلم من صحف *** فعلمه عند أهل العلم كالعدم

“যে ব্যক্তি তাঁর শায়েখের নিকট থেকে সরাসরি ইলম শিক্ষা করে, সে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র থাকে।
আর যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ইলম অর্জন করে, আলেমদের নিকট তার ইলম কোন ইলমই নয়”

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) লিখেছেন,
إنَّ إنصاف الرجل لا يتمُّ حتَّى يأخذ كلَّ فنٍّ عن أهله كائناً ما كان

“কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায় Ñ নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।”

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) আরও বলেছেন,
وأمَّا إذا أخذ العلم عن غير أهله، ورجَّح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها ، فإنَّه يخبط ويخلط

“আলেম যদি অযোগ্য লোকের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় পারদর্শী নয় এমন লোকের বক্তব্যকে সে প্রাধান্য দেয়, তবে সে অনুমান নির্ভর এবং অবিমৃশ্যকারী।” [আদাবুত তলাব ও মুনতাহাল আরাব, পৃষ্ঠা-৭৬]
আল্লামা সাখাবী (রহঃ) লিখিত “আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরারু” নামক কিতাবে রয়েছে,
"من دخل في العلم وحده؛ خرج وحدَه"

“যে ব্যক্তি একাকী ইলমের পথে প্রবেশ করল, সে একাকী সেখান থেকে বের হয়ে গেল”
[আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮] - September 30, 2013 at 4:48 PM

আহলে হাদীসদের সেরাম মিথ্যাচার

খুলনার আব্দুর রউফ নাম্নী এক চরম মিথ্যুক দীর্ঘ-দিন যাবৎ হানাফী ফিকহের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একের পর এক মিথ্যাচার করে আসছে। একটা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে সে মিথ্যার পাহাড় গড়ে তুলছে। আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা সর্বদা সহীহ জিনিসের অনুসরণের দাবী করলেও তাদের বাস্তব অবস্থা যখন খতিয়ে দেখা হয়, তখন দেখা যায়, তাদের মাঝেই জালিয়াতি ও মিথ্যার বেসাতি। আপনাদের এই মৌখিক দাবী মাধ্যমে আর কতকাল মানুষকে ধোকা দিবেন আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

আব্দুর রউফ তার হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয় এর পরতে পরতে মিথ্যাচার করেছে। অথচ তথাকথিত সহীহ বিষয়ের অনুসরণের দাবীদার আহলে হাদীস ভাইগণ এই মিথ্যাচারের উপর গর্ববোধ করছেন এবঙ সেটা প্রচার করে মানুষকে মিথ্যা জিনিসের শিক্ষা দিচ্ছেন।
এটাই তাদের নিকট হক্কের দাওয়াত।

আজ আমরা এখানে আব্দুর রউফের একটি মিথ্যাচার নিয়ে আলোচনা করবো।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]. ([illegible]-[illegible] [illegible]:) [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible],
[illegible].[illegible] [illegible], ([illegible].[illegible], [illegible].[illegible])
[illegible]. [illegible]-[illegible]'[illegible], [illegible].[illegible], [illegible].[illegible]
[illegible]. [illegible]'[illegible] [illegible], [illegible].[illegible], [illegible].[illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible].[illegible], [illegible].[illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible], ([illegible])
[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible].[illegible]. [illegible].[illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible], [illegible].[illegible], [illegible].[illegible]

[illegible] [illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible]. [illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

৪. বায়যাবী শরীফের উপর তা'লীক।
৫.বোখারী শরীফের উপর তা'লিক।
৬. আল জমউ বাইনা ফতাওয়া ইবনে নুজাইম ওয়াত তামার তাশী।
৭. মুলতাকাল আবহুর ফিল ফিকহি।

তার লিখিত গ্রন্থের তালিকায় ইমামা আবু হানিফা রহ. থেকে কোন হাদীসের কিতাব নেই। এবার বুঝুন, যিনি একটা কিতাব লেখেননি, সেটাকে তার নামে চালিয়ে দিয়ে কিভাবে একেরপর তার উপর অপবাদ দিয়ে তাকে মুদাল্লিস বলেছে। নাউযুবুবিল্লাহি আম্মা ইয়াকুলুয যালিমুন।

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত আদ দুররুল মুখতার এর এর ৬ নং পৃ. আলাউদ্দীন আল হাসকাফী রহ. এর লিখিত কিতাবের তালিকা দেয়া রয়েছৈ। এছাড়াও পূর্বে উল্লেখি কিতাবগুলোর প্রত্যেকটিতে তার লিখিত কিতাবের নাম দেয়া আছে। মিথ্যুক আব্দুর রউফ বা তার কোন চেলা আহলে হাদীস যদি কোন কিতাব থেকে প্রমাণ করতে পারে যে, তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে কোন হাদীসের কিতাব লিখেছেন, তাহলে তারা দেখাক। তাদের এই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট মিথ্যাচারের কারণে একে শতাব্দীর সেরা মিথ্যাচার বললে অত্যুক্তি হবে না।

দ্বিতীয় মিথ্যাচার:

পনের জন হাফিযে হাদীসের বর্ণনায় মুসনাদে আবু হানিফা নামে পনেরটি বর্ণনা রয়েছে। যথা-

১. আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনুল হারিস আল-হারেসী রহ. এর বর্ণনা।
২. হাফেয আবুল কাসেম ত্বলহা ইবনে জাফর আশ-শাহেদ আল-আদল রহ. এর বর্ণনা।
৩. হাফেয আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে মুতাহহের ইবনে মুসা ইবনে ঈসা রহ. এর বর্ণনা।
৪. হাফেয আবু নুয়াইম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-ইস্পাহানী রহ. এর বর্ণনা।
৫. হাফেয আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বাকী ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী রহ. এর বর্ণনা।
৬.হাফেয আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আদী আল-জুরজানী।
৭. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. এর বর্ণনা।
৮. হাফেয উমর ইবনে হাসান রহ. এর বর্ণনা।
৯. হাফেয আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ রহ. এর বর্ণনা।
১০. আ্বুআব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বলখী রহ. এর বর্ণনা।
১১. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর বর্ণনা্।
১২.মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী রহ. এর বর্ণনা।
১৩. হাম্মাদ ইবনে আবি হানিফা রহ. এর বর্ণনা।
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রহ. এর বর্ণনা যা কিতাবুল আসার নামে প্রসিদ্ধ।
১৫. হাফেয আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ আস-সাগদী রহ. এর বণনা।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বর্ণিত উল্লেখিত সকল মুসনাদের প্রত্যেকটা হাদীসের সনদ রয়েছে।
বর্তমানে এগুলো বাজারে নতুন নতুন বিভিন্ন সংস্করণ ও তাহকীকে পাওয়া যায়। আমরা সে আলোচনায় যাবো না। এখানে আমাদের মূল বিষয় হলো,
হাফেয হারেসী রহ. (মৃত: ৩৪০ হি:) (১ নং) এর সঙ্কলনকৃত মুসনাদে আবু হানিফা সম্পর্কে আব্দুর রউফ তার কিতাবে আলোচনা করেছে। এই কিতাবে সনদ সহ প্রায় এক হাজার হাদীস ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উস্তাদদের ক্রমানুসারে সঙ্কলন করা হয়েছে।

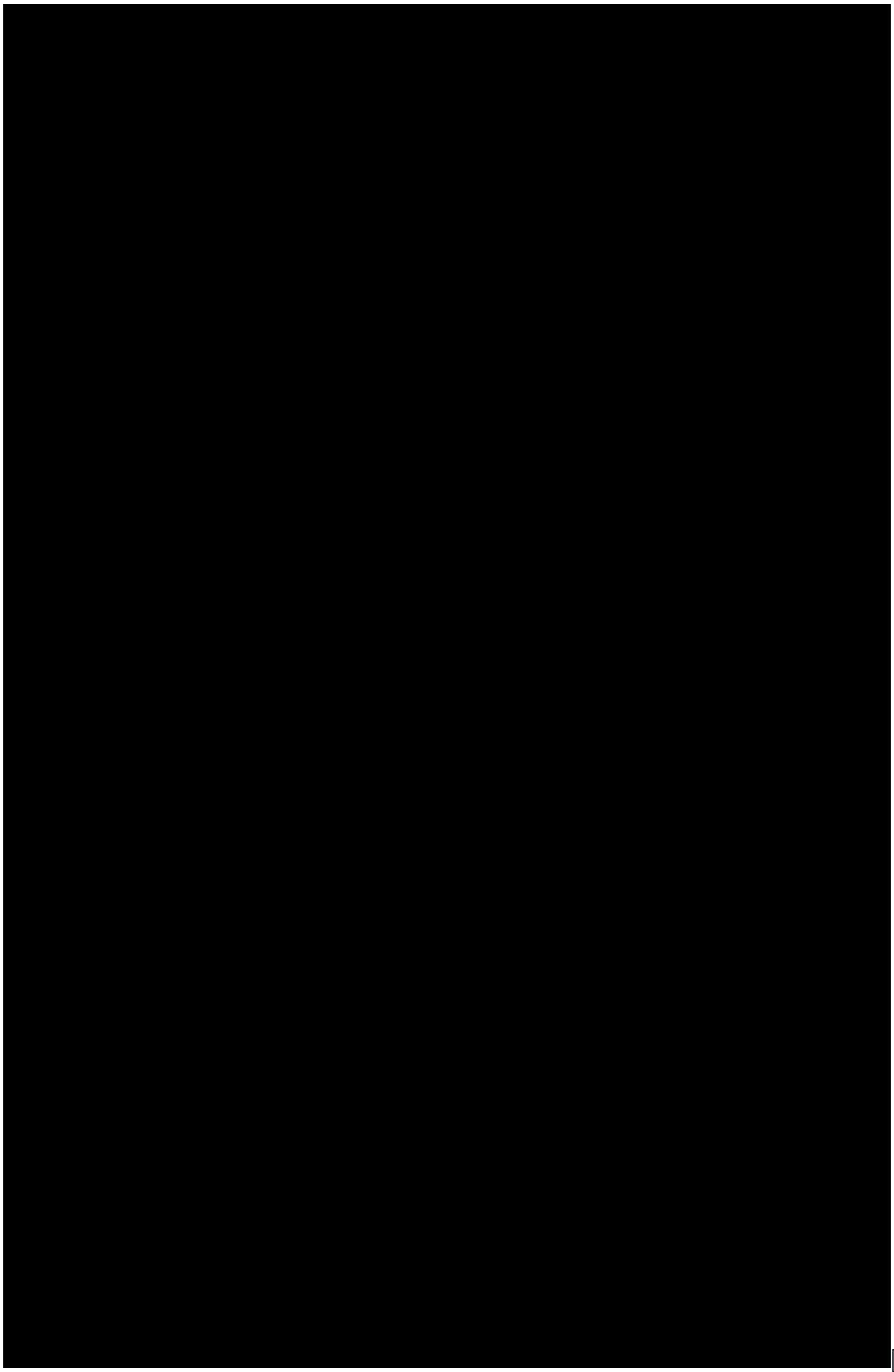

তিনি কিতাবকে ফিকহী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন, পরবর্তীতে আল্লামা হাসান সাম্ভালী রহ. এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, তানসিকুন নিযাম নামে।

যাই হোক,
আহলে হাদীস আব্দুর রউফের বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর যে মুসনাদ রয়েছে, সেটা তার মৃত্যুর প্রায় হাজার বছর পরে আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী লিখেছেন। এবার বলুন, মিথ্যুক কাকে বলে। মুসনাদে আবু হানিফা নামে পনের জন হাফেযে হাদীস স্বতন্ত্র কিতাব বর্ণনা করেছেন, এবঙ সেগুলোর অধিকাংশ বাজারে পাওয়া, অথচ সেই কিতাব সম্পর্কে সে বলছে, সেটা না কি আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী লিখেছে। অথচ তিনি মুসনাদে আবি হানিফা কোন কিতাবই লেখেননি। ইমাম হারেসীর কিতাবটা সংক্ষেপ করেছেন, কাযী সদরুদ্দিন আল-হাসকাফী (মৃত: ৬৫০ হি:), অথচ কাযী সদরুদ্দিন হাসকাফীকে বানিযে দিয়েছেন আলাউদ্দীন হাসকাফী, যার মৃত্যু-১০৮৮ হি:। এ ধরনের বিনোদনের খোরাক থাকলে হাসবো না কাদবো বুঝে উঠতে পারি না।

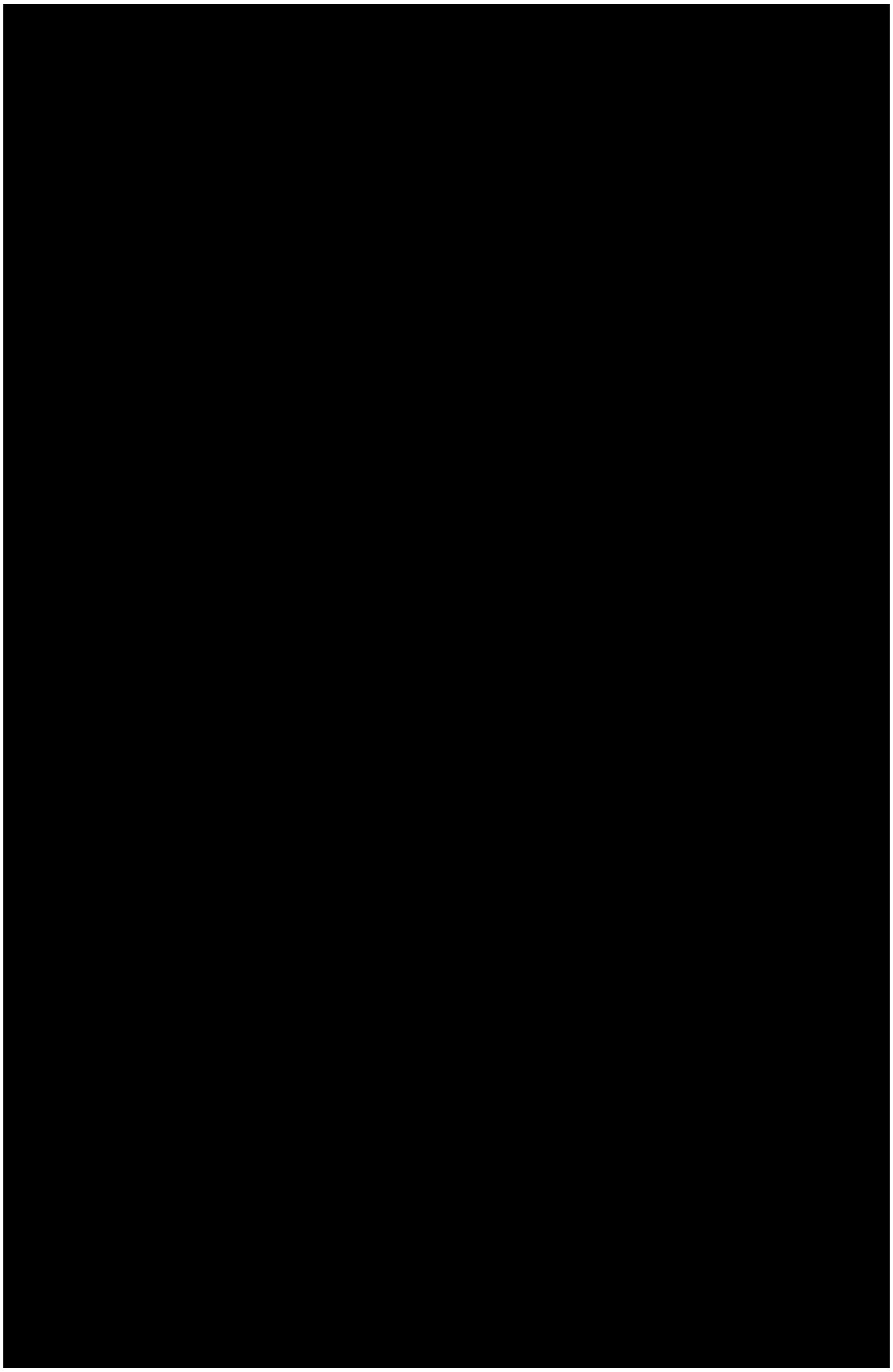

ইমাম হারেসী রহ. বর্ণিত মুসনাদে আবু হানিফা সংক্ষিপ্ত করেছেন, কাযী সদরুদ্দিন মুসা ইবনে যাকারিয়া আল-হাসকাফী রহ. (মৃত:৬৫০ হি:)। তার সংক্ষিপ্ত এই কিতাবের নাম ইখতেসারুল হাসকাফী মিন কিতাবিল হারেসী। এই কিতাবের উপর ব্যাখ্যা লিখেছেন, আল্লামা আবেদ সিন্ধী রহ. এবঙ তিনি কিতাবকে ফিকহী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন, পরবর্তীতে আল্লামা হাসান সাম্ভালী রহ. এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, তানসিকুন নিযাম নামে।

যাই হোক,
আহলে হাদীস আব্দুর রউফের বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর যে মুসনাদ রয়েছে, সেটা তার মৃত্যুর প্রায় হাজার বছর পরে আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী লিখেছেন। এবার বলুন, মিথ্যুক কাকে বলে। মুসনাদে আবু হানিফা নামে পনের জন হাফেযে হাদীস স্বতন্ত্র কিতাব বর্ণনা করেছেন, এবঙ সেগুলোর অধিকাংশ বাজারে পাওয়া, অথচ সেই কিতাব সম্পর্কে সে বলছে, সেটা না কি আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী লিখেছে। অথচ তিনি মুসনাদে আবি হানিফা কোন কিতাবই লেখেননি। ইমাম হারেসীর কিতাবটা সংক্ষেপ করেছেন, কাযী সদরুদ্দিন আল-হাসকাফী (মৃত: ৬৫০ হি:), অথচ কাযী সদরুদ্দিন হাসকাফীকে বানিযে দিয়েছেন আলাউদ্দীন হাসকাফী, যার মৃত্যু-১০৮৮ হি:। এ ধরনের বিনোদনের খোরাক থাকলে হাসবো না কাদবো বুঝে উঠতে পারি না। এবার নিচের স্কিনশট দেখুন,

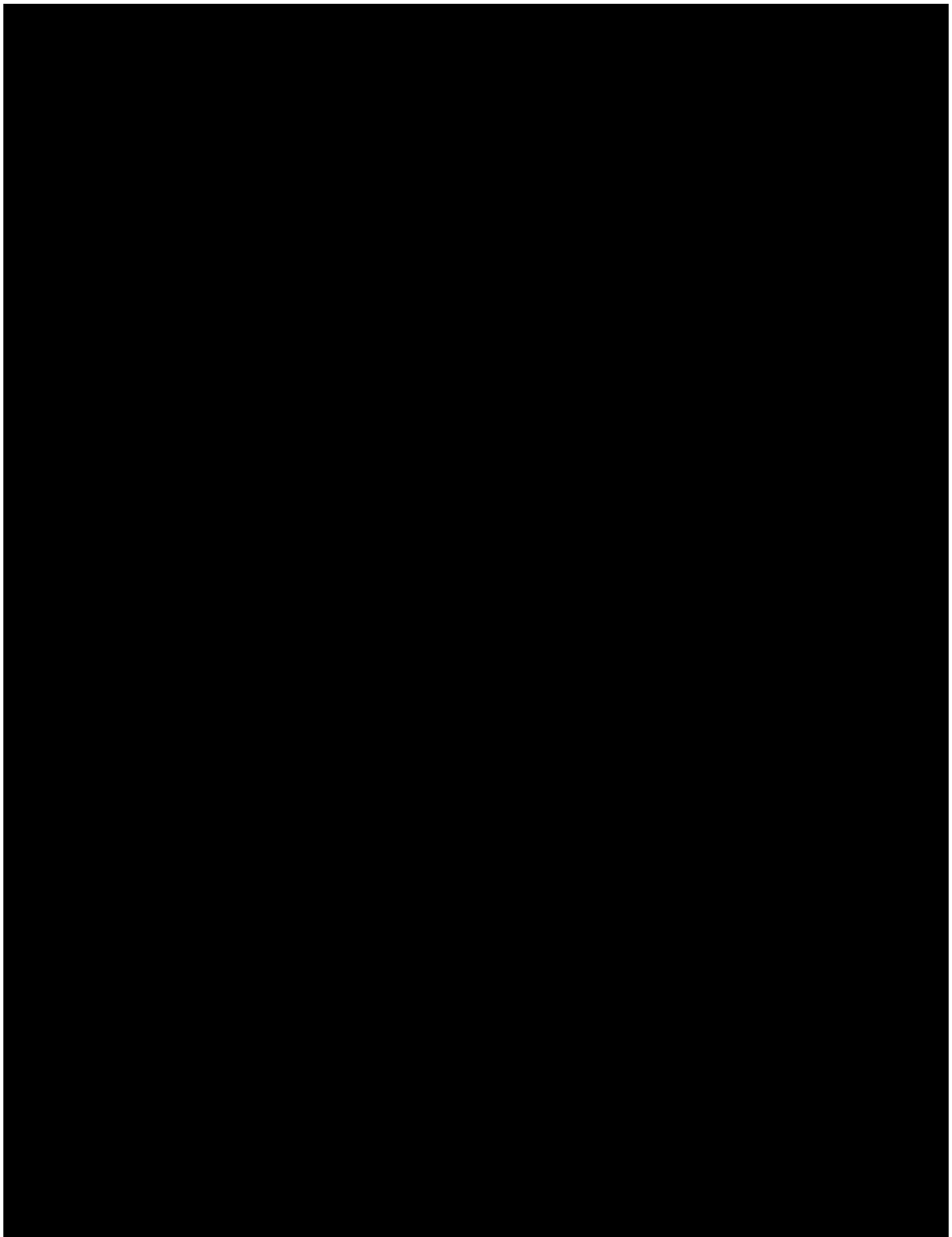

[illegible], [illegible]
[illegible]

[redacted]

[redacted]

আব্দুর রউফের বইয়ে বিনোদনের ব্যাপক খোরাক রয়েছে। নিজের অসুস্থতা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক কিছুই রয়ে গেল।
October 7, 2013 at 7:57 PM

ফাযায়েলে দুরুদের একটি ঘটনার উপর আপত্তি ও তার জবাব (পর্ব -১)

ফাযায়েলে দুরুদের একটি ঘটনার ব্যাপারে আহলে হাদীসদের চরম মিথ্যাচার
ফাযায়েলে দুরুদের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাবলীগ জামাত সহ উলামায়ে দেওবন্দকে কুফুরী ও শিরকের অপবাদ দেয়া হচ্ছে।এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ কয়েকটি নোটে বিস্তারিত আলোচনা করবো। উলামায়ে দেওবন্দের উপর সালাফী ও আহলে হাদীসদের পক্ষ থেকে এধরণের আক্রমণ নতুন কোন বিষয় নয়। তাবলীগ সম্পর্কে শায়খ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত - তুয়াইজারির আল-কাউলুল বালীগ ফিত তা ’জীর আন জামাআতিত তাবলীগ (তাবলীগ থেকে সতর্কতার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা) পড়ার সুযোগ হয়েছে।বইয়ের পরতে পরতে মিথ্যাচারের বিষয়টি এদের কিতাব না পড়লে এতো সহজে উপলব্ধি করতে পারতাম না। আমাদের দেশের আরেক লেখক মুরাদ বিন আমজাদ সহীহ আক্বিদার আলোকে মানদন্ডে তাবলীগি নেসাব নামে একটা বই লিখেছেন।বইটা যদি আমাদের মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরের ছাত্ররাও পড়ে , তারাও হাসবে। লেখকের ইলমের দৌড় যখন এতো নিম্নস্তরের , তখন তিনি কিভাবে এতো বড় দু :সাহস দেখান ? নিজে যখন সহীহ আক্বিদা জানেন না , তিনি কিভাবে আরেকজনের আক্বিদা বিশ্লেষণ করে তাকে কুফুরী -শিরকীর অপবাদ দেয়ার মতো জঘণ্য কাজে লিপ্ত হোন ? যিনি ইমাম হাকেম বর্ণিত রাসূল স . এর যুগের ঘটনাকে শায়খ যাকারিয়া রহ . এর সময়ের উম্মে কুলসুমের সাথে গুলিয়ে ফেলেন , তার ইলমের দৌড় কতটুকু সহজে অনুমেয়। কিছু মৌলিক কাজে ব্যস্ত থাকায় তথাকথিত এসমস্ত শায়খদের বাস্তবতা তুলে ধরার সময় হয়ে ওঠে না। আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ আক্বিদা বিষয়ে নিয়মিত লিখবো।
আজকের আলোচনায় ফাযায়েলে আমলে বর্ণিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মিথ্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করবো। ফাযায়েলে আমলের ঘটনাটি হলো ,
হাফেজ আবু নাইম হযরত সুফিয়ান ছুরী রহ . থেক বর্ণনা করেন যে আমি এক সময় কোথাও বাহিরে যাইতেছিলাম , তখন দেখিলাম যে একজন যুবক যখন কোন কদম উঠাইতেছে অথবা রাখিতেছে তখনই পড়িতেছে _ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন অআলা আলি মুহাম্মাদিন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম , তুমি কি এই আমল কোন কিতাবী প্রমাণের দ্বারা করিতেছ , না নিজের ইচ্ছামত করিতেছ। যুবক বলিল , আপনি কে? আমি বলিলাম

সুফিয়ান ছুরী। সে বলিল, ইরাকওয়ালা সুফিয়ান। আমি বলিলাম, হ্যা। যুবক বলিল, আপনার আল্লাহর মা’রেফত হাছিল আছে কি? বলিলাম, হ্যা আছে।সে বলিল, কিভাবে আছে? আমি বলিলাম, রাত্র হইতে দিন বাহির করে, দিন হইতে রাত্র,মায়ের পেটে বাচ্চার সুরত দান করে।সে বলিল, আপনি কিছুই চেনেন নাই।আমি বলিলাম, তাহলে তুমি কিভাবে আল্লাহর মা’রেফত হাছিল করিলে? যু্বক বলিল, কোন কাজের জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করি, কিন্তু তবুও তা ত্যাগ করিতে হয়। আর কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি কিন্তু তা করিতে পারি না, ইহা দ্বারা বুঝিয়া লইলাম যে, নিশ্চয় একজন আছে। যিনি আমার কাজ সম্পাদন করেন।আমি বলিলাম, তোমার এই দুরুদ পড়ার ভেদ কি?সে বলিল, আমার মায়ের সহিত হজ্জ্বে গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে আমার মা মারা যান। তাহার মুখ কালো হয়ে যায় এবং পেট ফুলিয়া যায়।মনে হইল, তিনি বহুত বড় পাপ করিয়াছেন।তাই আমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলাম। তখন দেখিলাম যে হিজাজের দিক হইতে এক খন্ড মেঘ আসিল আর সেখান থেকে একজন লোক জাহের হইল, তিনি আমার মায়ের মুখে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা তাহার মুখ রওশন হইয়া গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা ফুলা একেবারেই চলিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম, আপনি কে? যাহার উছিলায় আমার মায়ের মছিবত কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার নবী মুহাম্মাদ স.। আমি আরজ করিলাম, হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। হুজুর স. বলিলেন, যখন কদম উঠাইবে এবং রাখিবে তখনই পড়িবে, আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ও আলা আলি মুহাম্মাদিন।
নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন,
এই ঘটনার উপর মুরাদ বিন আমজাদ যে অভিযোগ করেছেন,
(রাসূল স. এর বরযখী জীবন ছেড়ে দুনিয়াতে এসে কারো বিপদের গায়েবী খবর জানার ধারণা উল্লেখিত আয়াতে রব্বানীর আলোকে শিরক নয় কি? তার ইন্তেকালের পর মেঘের মধ্যে তার উড়ে এসে কারও বিপদ উদ্ধার করার ধারণাও শিরক। সর্বপরি, কথা হলো, দুরুদের ফযীলত বর্ণনায় কুরআন ও সহীহ হাদীস কি যথেষ্ট নয়? তিনি বইয়ের কলেবর বাড়ানোর জন্য এই অযথা অপচেষ্টা কেন করেছেন আমাদের বুঝে আসে না।)
নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন,

Tablig Jamat + Chormonai er Postmortem

আনিসুর রহমান এক ভাই বিষয়টি পোস্ট দিয়েছেন ,
https://www.facebook.com/permalink.php?id=528298127226242&story_fbid=597135183675869
এই ঘটনা সম্পর্কে তাদের অভিযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেছেন। এর দ্বারা তারা বেশ কয়েকটি আক্বিদার প্রমাণ পেয়েছে ,
রাসুল (সাঃ) গায়েব জানেন # মৃত্যুর পর রাসুল (সাঃ) যেকোনো জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন # মৃত্যুর পর রাসুল (সাঃ) জীবিতদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন # রাসুল (সাঃ) গায়রে মাহরাম অর্থাৎ অপরিচিত বা বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করেছেন।
তাদের এই কথাগুলো দ্বারা নিশ্চিতভাবে বলা যায় , যারা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে তারা শিরক করেছে, রাসূল স . এর নামে জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং এই ঘটনা বইয়ে লেখা এবঙ সেগুলো প্রচার করা হলো শিরকের প্রচার এবং তাবলীগ হলো শিরকী মতবাদ।
আমি তাদের অভিযোগ গুলো আলোচনার পূর্বে এই ঘটনা কে কে উল্লেখ করেছেন , তা আলোচনা করবো।

ফাযায়েলে দুরুদের উপর শায়খ যাকারিয়া রহ . কি প্রথম কিতাব রচনা করেছেন ?

শায়খ যাকারিয়া কান্ধলবী রহ . ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি মুয়াত্তায়ে মালেকের উপর বিখ্যাত শরাহ আওজাযুল মাসালিক লিখেছেন। আরব -অনারব সকলেই তার সুউচ্চ ইলমী মর্যাদার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। শেষ জীবনে তিনি হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। ১ম শা 'বান ১৪০২ হি : সনে তিনি তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। যুগশ্রেষ্ঠ এই মহা মণীষীকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো , শায়খ যাকারিয়া কান্ধলবী রহ . ফাযায়েলে দুরুদের উপর প্রথম লেখক নন। সালাফে -সালেহীনের যুগ থেকে এর উপর স্বনন্ত্র কিতাব রচিত হয়েছে। শায়খ যাকারিয়া রহ . এক্ষেত্রে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের অনুকরণ করেছেন। সুতরাং শায়খ যাকারিয়া রহ . ফাযায়েলে দুরুদের উপর রচনার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি নন , যার কারণে তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন। আমাদের পরবর্তী আলোচনায পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে , এক্ষেত্রে শায়খ যাকারিয়া রহ . এর ভূমিকা কী ছিলো। ফাযায়েলে দুরুদের উপর রচিত কিতাব সমূহে রাসূল স . এর দুরুদের ফযিলত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি সাহাব , তাবেয়ী ও তাবে -তাবেয়ীনের বক্তব্য ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে যারা কিতাব রচনা করেছেন , তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস। সকল হাদীসের কিতাবে ফাযায়েলে দুরুদের উপর হাদীস রয়েছে। এখানে ফাযায়েলে দুরুদের উপর লিখিত স্বতন্ত্র্য কিতাবগুলো উল্লেখ করবো।
১. আস-সালাতু আলান নাবী স .।হাফেয ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ . (২০৮-২৮১) রহ. এটি রচনা করেছেন। দেখুন , সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.১৩, পৃ .৪০২
২.ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স .। হাফেজ ইসমাইল ইবনে ইসহাক আল-কাজী রহ.এটি রচনা করেছেন। কিতাবটি অনেকেই তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন। শায়খ আলবানীর তাহকীকে ১৩৮৩ হি : আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আব্দুল হক তরকুমানীর তাহকীকে ১৪১৭ হি : প্রকাশিত হয়েছে। হুসাইন মুহাম্মাদ আলী শুকরা এর তাহকীকে দারুল মদিনাতিল মুনাওয়ারা থেকে ১৪২১ হি : তে প্রকাশিত হয়েছে। আসআদ সালেম তাইয়্যিম এর তাহকীকে ১৪২৩ হি : দারুল উলুম জর্দান থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
৩. আস-সালাতু আলান নাবী স .। ইমাম ইবনে আবি আসিম রহ. (মৃত : ২৮৭ হি) এটি রচনা করেছেন। হামদী বিন আব্দুল মাজিদ আস -সালাফী এর তাহকীকে দারুল মা 'মুন থেকে ১৪১৫ হি : তে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৪. আস-সালাতু আলান নাবী স.। হাফেজ আবুশ শায়েখ ইসপাহানী রহ. (মৃত: ৩৬৯ হি:) এটি রচনা করেছেন।
৫. ফাযলুল উজু ওয়াস সালাত আলান নাবী ও ফাযলু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইমাম আবু জাফর উমর ইবনে আহমাদ ইবনে শাহিন রহ. (মৃত: ৩৮৫ হি) এটি রচনা করেছে।
৬.আল-ই’লাম বিফাযলিস সালাতি আলা খাইরিল আনাম। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আন-নামিরী আল-গারনাতী আল-মালেকী রহ. (মৃত: ৫৪৪ হি:)
৭. আল-কুরবা ইলা রাব্বিল আলামীন বিস সালাতি আলা মুহাম্মাদ সাইয়্যিদিল মুরসালিন। হাফেজ আবুল কাসেম খালাফ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে বাশকুয়াল রহ. (মৃত:৫৭৮) কিতাবটি রচনা করেছেন।
৮.আস সালাতু আলানা নাবী স.। হাফেয আবু মুসা আল-মাদিনী মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে আহমাদ আল-ইসপাহানী রহ. (মৃত:৫৮১ হি:)
৯. আস-সালাতু আলান নাবী, হাফেয যিয়াউদ্দীন আল-মুকাদ্দেসী, (মৃত:৬৪৩ হি:) ১০.নুজহাতুল আসফিয়া। আলী ইবনে ইব্রাহীম আন-নাফাযী আল-গারনাতী (মৃত:৫৫৭হি:) কিতাবটি রচনা করেছেন।
১১. আল-ফাওয়াইদুল মুতানাসিরা। আমের ইবনে হাসান আয-যুবাইর আস-সূসী রহ. (মৃত. ১০২৩ হি: এর পর) এটি রচনা করেছেন।

১২.জিলাউল আফহাম ফি ফাযলিস সালাতি ওয়াস সালামি আলা খাইরিল আনাম। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.(৬৯১-৭৫১ হি:) এটি রচনা করেছেন। যায়েদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরী এর তাহকীকে এবং সউদী মুফতী বোর্ডের সদস্য ড. বকর আবু যায়েদের তত্ত্বাবধানে এটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও মাশহুর বিন হাসান এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন। তাম্বিহুল আনাম ফি বয়ানি উলুবি মাকামি নাবিয়্যিনা আলাইহি আফজালুস সালাতি ওয়াস সালাম। ইবনে আজুম রহ. (মৃত: ৯৬০ হি) এর রচনা এটি।
১৩. আস-সালাতু ওয়াল বিশার ফিস সালাতি আলা সাইয়্যিদিল বাশার। আল্লামা ফাইরুজাবাদী রহ. (মৃত.৮১৭ হি) এটি রচনা করেছেন।
১৪. ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স.। আহমাদ ইবনে ফারেস রহ. (মৃত:৩৯৫ হি) এটি রচনা করেছেন।
১৫.ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স.। আবুল ফাতাহ ইবনুস সাইয়্যিদ আল-ইয়ামারী, (মৃত: ৭৩২ হি:)
১৬.ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স.। মুহিব আত-ত্ববারী রহ.(মৃত: ৬৯৪ হি:)
১৭.ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স.। হাফেজ আবু আহমাদ আদ-দিমইয়াতী, (মৃত: ৭০২ হি:) ১৮.ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স.।হাফেজ আব্দুস সামাদ ইবনে আসাকির (মৃত:৬৮৬ হি:) ১৯.ফাযলুস সালাতি আলান নাবী স.। হাফেজ ইবনে মুহলিহ রহ. (মৃত:৮০৩ হি:)
২০. বুলুগুল ওতার ফিস সালাতি আলা খাইরিল বাশার। ইবনে তুলুন রহ. (মৃত:৯৫২ হি:)
২১. আল ফাজরুল মুনির ফিস সালাতি আলাল-বাশিরিন নাযীর। হাফেজ ইবনে সাদকা আল-লাখমী আল-ফাকিহানী রহ.
২২. ইকদুল জাওহার ফিস সালাতি আলাশ শাফিয়িল মুশাফফা ইউমাল মাহশার। আল্লামা যানজী রহ.।
২৩. মাসালিকুল হুনাফা ইলা মাশারিয়িস সালাতি আলান নাবিয়্যিল মুসতফা। হাফেজ কাসতাল্লানী রহ. (মৃত: ৯২৩ হি) এটি রচনা করেছেন।
মু’জামুল মাউজাতুল মাতরুকা ফিত তা’লিফিল ইসলামী নামক কিতাবে (পৃ.৫২৯-২৬২) আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-হাবশী রাসূল স. এর দুরুদ ও সালাম সংক্রান্ত ৫৩ টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। নিচের স্ক্রিনশট লক্ষ্য করুন,

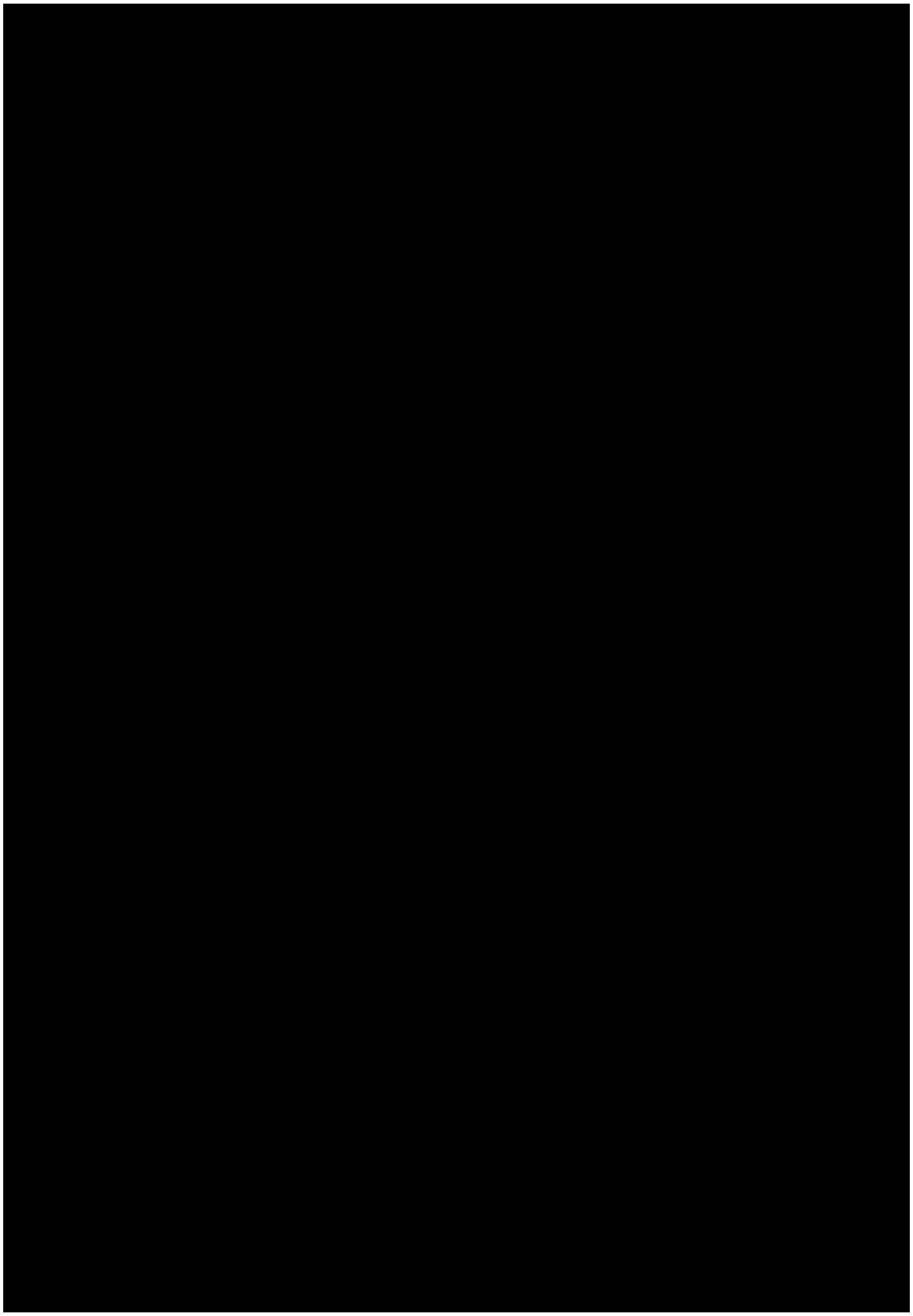

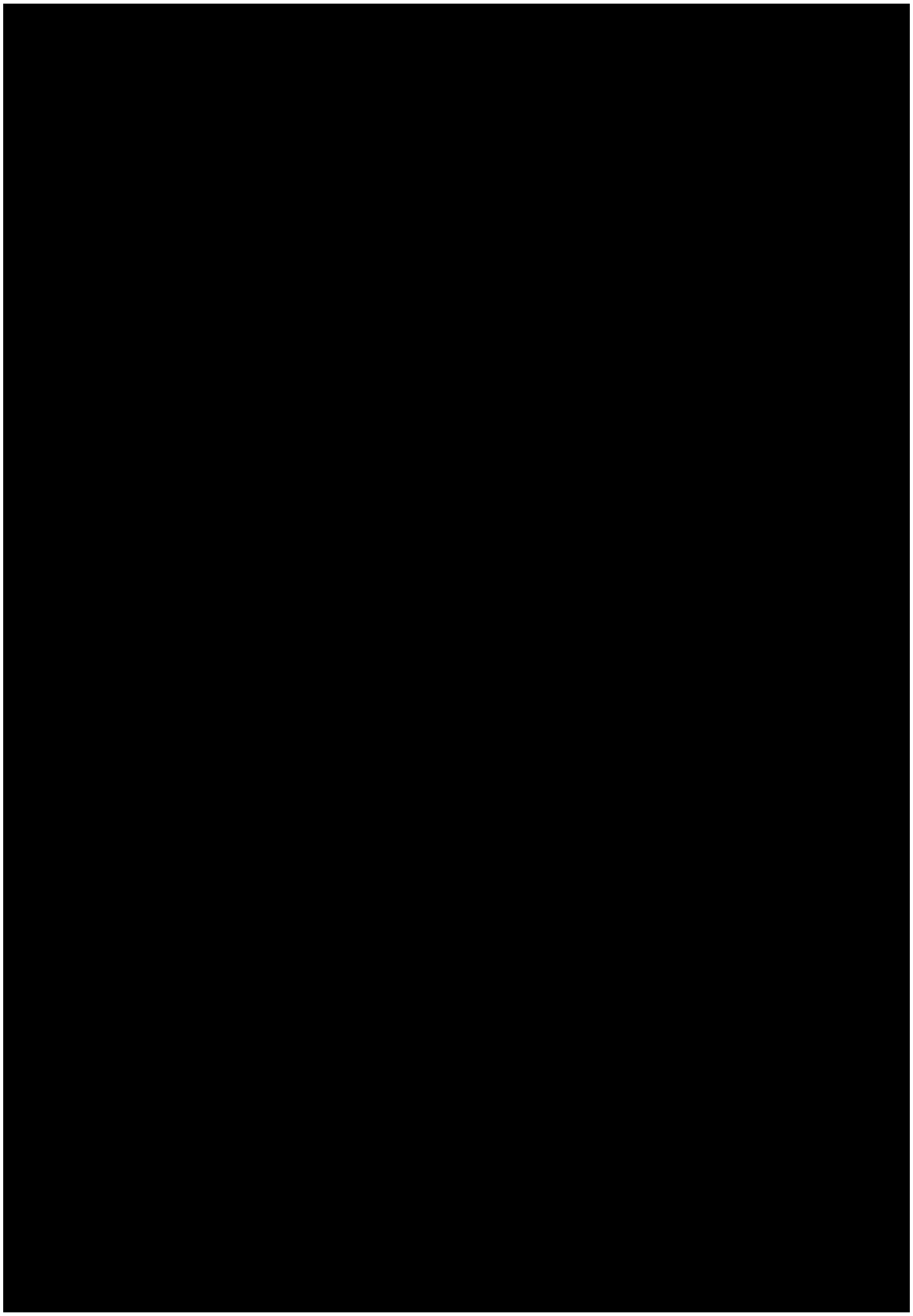

- November 9, 2013 at 12:06 AM

ফাযায়েলে দুরুদের একটি ঘটনার উপর আপত্তি ও তার জবাব (পর্ব-2)

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, শায়খ যাকারিয়া রহ. ফাযায়েলে দুরুদের উপর প্রথম কিতাব লেখেননি। তার পূর্বে প্রত্যেক যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ এই বিষয়ের উপর কিতাব লিখেছেন। পূর্বে যারা ফাযায়েলে দুরুদের উপর কিতাব লিখেছেন, তারা কোন পদ্ধতিতে কিতাব লিখেছেন? আজকের আলোচনায় ফাযায়েলে দুরুদের উপর লেখা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।
পূর্বের মুহাদ্দিসগণ কোন পদ্ধতিতে ফাযায়েলে দুরুদের উপর কিতাব লিখেছেন?

প্রথম পদ্ধতি:

উপর্যুক্ত কিতাবগুলোতে রাসূল স. এর উপর দুরুদ পড়ার ফযীলত সংক্রান্ত সহীহ ও যয়ীফ উভয় ধরণের রিওয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যারা যয়ীফ হাদীসকে মওযু হাদীসে স্তরে নামিয়েছে এবং এগুলো ইসলাম বহির্ভূত মনে করতে শুরু করেছে। অথচ এরা হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা তো দূরে থাক, হাদীস কেন সহীহ হয় এবং কেন যয়ীফ হয়, সে বিষয়টাও জানে না। যয়ীফ হাদীসের মধ্যে মারাত্মক পর্যায়ের যয়ীফ এবঙ সাধারণ পর্যায়ের যয়ীফের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান এই বিষয়টা তারা আদেৌ জানে কি না সন্দেহ আছে। যয়ীফ হাদীস কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম যেসমস্ত নীতিমালা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে তারা আলোচনা তো দূরে থাক, কেউ আলোচনা করলে তার সমালোচনায় নিজেরকে সর্বশক্তি ব্যয় করে।
এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সালাফীদের অন্যতম অনুসরণীয় ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর জিলাউল আফহাম থেকে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করবো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জিলাউল আফহাম ফি ফাযলিস সালাতি ওয়াস সালামি আলা খাইরিল আনাম। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.(৬৯১-৭৫১ হি:) এটি রচনা করেছেন। যায়েদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরী এর তাহকীকে এবং সউদী মুফতী বোর্ডের সদস্য ড. বকর আবু যায়েদের তত্ত্বাবধানে এটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও মাশহুর বিন হাসান এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন। শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও আব্দুল কাদের আরনাউত কিতাবটি তাহকীক করেছেন। ১৪১৩ হি: মাকতাবাতুল মুয়ায়্যাদ, রিয়াদ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও আব্দুল কাদের আরনাউত বিভিন্ন কিতাব তাহকীক করার ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধ। উক্ত শায়খদের তাহকীক অনুযায়ী নিচের তাহকীক উল্লেখ করা হলো।

এই কিতাবে মোট ৫১৯ টি হাদীস ও আসার রয়েছে। আমি শায়খ আরনাউতের তাহকীকের উপর ভিত্তি করে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর ১০৪ টি হাদীস যাচাই করেছি। এই হাদীসগুলোর মাঝে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মওযু (জাল) হাদীস রয়েছে।
১. ইবনুল কাইয়্যিম রহ. মুরসাল ও মওকুফ হাদীস শিরোনামে ৩০ টি মুরসাল ও মউকুফ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

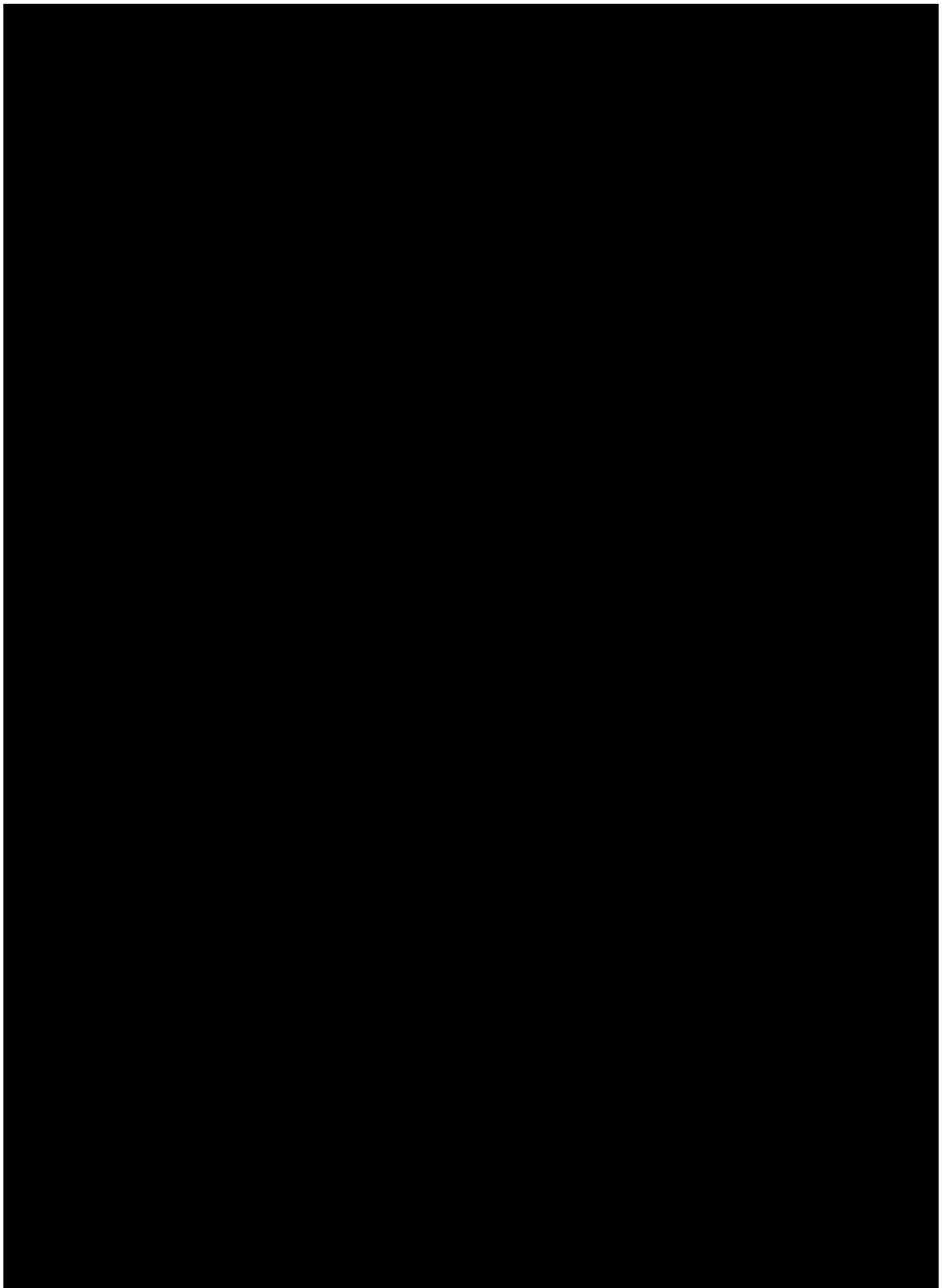

২. আমি ১০৪ টি মুত্তাসিল হাদীস দেখার সুযোগ পেয়েছি। একশ চারটি হাদীসের মধ্যে সহীহ ও হাসান রয়েছে। এছাড়াও অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলোর হুকুম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় গণনার মধ্যে যুক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে শায়খ মাশহুর হাসানের তাহকীক দেখেছি। শায়খ শুয়াইব আরনাউতের তাহকীকের চেয়ে শায়খ মাশহুর হাসানের তাহকীকে যয়ীফ হাদীসের সংখ্যা বেশি। এখানে শায়খ শুয়াইব আরনাউত যে সমস্ত হাদীসের উপর যে হুকুম আরোপ করেছেন, তা উল্লেখ করা হলো।
১. ১০৪ টি হাদীসের মাঝে মুরসাল, মওকুফ ও মাকতু হাদীস: ৮ টি (১০৩, ১০২,৭৪, ৬২, ৫৫,২৯, ১০,৪০)
২. ১০৪ টি হাদীসের মাঝে যয়ীফ হাদীস: ৩০ টি (১০০, ১০১, ৯৭, ৯৪, ৯৩,৮৯,৮৭,৮৩,৭৮,৭১,৭০,৬৯,৬৮,৬৭,৫৭,৫৬, ৫৪, ৫০, ৩৩, ৩৪,৩৫,৩১,২৫,২৪,২২,২৩,২০,২১,১৩,১১)
৩. ১০৪ টি হাদীসের মাঝে জাল হাদীস: ৬ টি (চারটি শায়খ শুয়াইব ও শায়খ আব্দুল কাদের আর নাউত মওযু বলেছেন। এর মাঝে দু’টি হাদীস এর একটি ইমাম যাহাবী মওযু বলেছেন। হাদীস নং ৮৭। একটি হাদীস ইমাম সানআনী জাল বলেছেন। হাদীস নং ৬৭। অবশিষ্ট চারটি জাল হাদীস হলো, ৯৬, ৯৫, ৭৩, ১২)
সুতরাং যাদের নিকট মুরসাল হাদীসে যয়ীফ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ১৩৫ টি হাদীসের মাঝে প্রায় ৬৮ টি হাদীস যয়ীফের অন্তর্ভূক্ত হবে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট, ফাযায়েলে দুরুদের উপর ইতোপূর্বে যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের প্রায় সকলের কিতাবেই যয়ীফ হাদীস রয়েছে। সুতরাং ফাযায়েলের কিতাবে যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করা দোষণীয় হলো পূববর্তী সকল মুহাদ্দিসই এই দোষে দুষ্ট হবেন। এমনকি ইমাম বোখারী রহ. এর দোষ থেকে মুক্ত নন। ইমাম বোখারী রহ. আল-আদাবুল মুফরাদে অনেক যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যেহেতু যয়ীফ হাদীস আমল যোগ্য, সুতরাং হাদীসটি যদি মারাত্মক পর্যাযের যয়ীফ না হয়, তাহলে তা ফাযায়েলের কিতাবে উল্লেখ করা যাবে। তবে হাদীসটি যদি মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল হয়, তবে তা ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা যাবে না। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ ফাযায়েলে দুরুদের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি:

ফাযায়েলে দুরুদের ক্ষেত্রে হাদীস ও আসার উল্লেখের পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণ এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ফাযায়েলের কিতাব রচনার ক্ষেত্রে অনেকেই এজাতীয় ঘটনা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ফাযায়েলের কিতাবে হাদীস ও আসারের পাশাপাশি এসম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য ঘটনা উল্লেখ করা কোন দোষণীয় নয়।বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর জিলাউল আফহাম থেকে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

ঘটনা-১: জাফর ইবনে আলী আয-জাফরানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনে, আমার মামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন, হে আবু আলী, আমরা গ্রন্থ রচনার সময় রাসূল স. এর উপর যে দুরুদ লিখেছি, এটা আমাদের সামনে কিভাবে উজ্জল হয়, তা যদি তুমি দেখতে। সূত্র: জিলাউল আফহাম, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম, পৃ.৪৮৬। এছাড়াও ইবনে বাশকুয়ালের সূত্রে ইমাম সাখাবী রহ. রচিত আল-কাউলুল বাদী, পৃ.২৩৯-২৪০।

ঘটনা -২: আবুল হাসান আলী ইবনে মাইমুনী রহ . বলেন, আমি শায়খ আবু আলী হাসান ইবনে উয়াইনাকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। তার দু 'হাতের আঙ্গুলে স্বর্ণ বা যাফরান দ্বারা লিখিত একটা জিনিস দেখলাম। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, হে উস্তাদ , আপনার আঙ্গুলে উজ্জল একটি বস্তু দেখছি , এটা কী ? তিনি বললেন , হে ছেলে ,এটা রাসূল স . এর হাদীস লেখার কারণে। সূত্র : জিলাউল আফহাম, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম , পৃ .৪৮৭।এছাড়াও আবুল কাসেম তাইমী রহ . তার আত-তারগীব ওয়াত তারহীব , খ.২, পৃ .১০৩৩।

ঘটনা -৩: খতীব বাগদাদী রহ . উল্লেখ করেছেন , আমার নিকট মক্কী ইবনে আলী বর্ণনা করেছে , তিনি বলেন , আমার নিকট আবু সুলাইমান আল-হাররানী বর্ণনা করেছে , তিনি বলেন , আমার নিকট আবুল ফজর নাম্নী জিয়ার এর অধিবাসী এক ব্যক্তি যিনি অধিক পরিমাণ নামায ও রোযা আদায় করতেন, তিনি বলেন , আমি হাদীস লিখতাম , কিন্তু রাসূল স . এর উপর দুরুদ লিখতাম না। তখন রাসূল স . কে স্বপ্নে দেখলাম , তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন আমার আমার কথা লিখো কিংবা আমার নাম উল্লেখ করো , তখন আমার উপর দুরুদ পড়ো না কেন? কিছুদিন পরে আমি আবার রাসূল স . আবার স্বপ্ন দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন , আমার নিকট তোমার দুরুদ পৌছেছে। যখন তুমি আামাকে স্মরণ করবে কিংবা আমার কথা লিখবে , তখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবে। সূত্র : জিলাউল আফহাম, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম , পৃ .৪৮৭-৪৮৮।এছাড়াও খতীব বাগদাদী রহ . রচিত আল-জামে লিআখলাকির রাবী ওয়াস সামে , বর্ণনা নং ৫৭০।

ঘটনা -৪: মুহাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান রহ . বলেন, আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন ? তিনি বললেন , আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে মাফ করলেন ? তিনি বললেন , প্রত্যেক হাদীসে রাসূল স . এর নামে দুরুদ লেখার কারণে। সূত্র : জিলাউল আফহাম, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম , পৃ .৪৮৮। ঘটনাটি খতীব বাগদাদী রহ . শরফু আসহাবিল হাদীস (বর্ণনা নং ৬৭) ও আল-জামে লিআখলাকির রাবী (বর্ণনা নং ৫৬৯) –তে উল্লেখ করেছেন।

ঘটনা -৫: সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন , আমার নিকট খালেদ বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেন , আমার এক সহপাঠী ছিলো। সে আমার সাথে হাদীস অন্বেষণ করতো। সে মৃত্যুবরণ করলো। আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। তার গায়ে সবুজ কাপড় ছিলো , যা পরিধান করে সে চলা -ফেরা করছিলো। আমি তাকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে হাদীস অন্বেষণ করতে না ? সে বললো, হ্যা। আমি তাকে বললাম, তোমার এ অবস্থা হলো কিভাবে ? সে বললো, যখনই রাসূল স . এর আলোচনা হতো, আমি তার নিচে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখতাম। এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এই প্রতিদান দান করেছেন। সূত্র : জিলাউল আফহাম, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম , পৃ .৪৮৮-৪৮৯।

ঘটনা -৬: খতীব বাগদাদী রহ . বলেন, আমার নিকট বুশরা ইবনে আব্দুল্লাহ আর -রুমী বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন , আমি মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ আল -আসকারীকে বলতে শুনেছি , তিনি বলেন , আমি আমি আবু ইসহাক দারিমী যিনি নাহশাল নামে পরিচিত তাকে বলতে শুনেছি , আমি হাদীস বের করার সময় লিখতাম قال النبي صلي الله عليه وسلم تسليما । তিনি বলেন , আমি রাসূল স . কে স্বপ্নে দেখলাম । তিনি যেন আমার কিছু লেখা নিয়ে দেখলেন । অত:পর বললেন, এটি সুন্দর । সূত্র : জিলাউল আফহাম, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম , পৃ .৪৮৯-৪৯০। এছাড়াও তারীখে বাগদাদ , খন্ড -৬, পৃ .৬৯।

বিষয় নয়। বরং তিনি এক্ষেত্রে পূর্বের বুজুর্গ ও মুহাদ্দিসদের অনুসরণ করেছেন। তিনি এসমস্ত ঘটনা দ্বারা কোন আক্বিদা বর্ণনা তো দূরে থাক, স্বাভাবিকভাবে ফাযায়েলে দুরুদের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি, তাহলে কিভাবে এজাতীয় ঘটনার কারণে তার উপর অভিযোগ আরোপ করা হবে? যদি শায়খের উপর অভিযোগ করা হয়, তবে এজাতীয় ঘটনা বর্ণনা করার কারণে পূর্ববর্তী অনেক মুহাদ্দিস একই দোষে দুষ্ট হবেন। তাদের ব্যাপারে অভিযোগ না করে শুধু শায়খের উপর কেন এতো আক্রোশ?
উক্ত আলোচনা থেকে ফাযায়েলে দুরুদের উপর পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের গৃহীত দু’টি পদ্ধতি আলোচনা করেছি। পরবর্তী আরও চমকপ্রদ আলোচনা নিয়ে ইনশাআল্লাহ তাদের অপপ্রচারের মুখোশ উন্মোচন করা হবে। - November 9, 2013 at 5:19 PM

ফাযায়েলে দুরুদের একটি ঘটনার উপর আপত্তি ও তার জবাব (পর্ব-৩)

(...পূর্বের পর)
শায়খ যাকারিয়া রহ. এর নিজস্ব বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি মুহাদ্দিসগণের অনুসরণে ফাযায়েলে দুরুদে কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আসুন এবার দেখে নেই, কোন কোন কিতাবে ফাযায়েলে দুরুদের উক্ত ঘটনাটি রয়েছে। কোন কোন কিতাবে ঘটনাটি আছে, সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সকল কিতাব পাঠ করা প্রয়োজন। আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে যেগুলো আমার দৃষ্টিতে পড়েছে এখানে সেগুলো উল্লেখ করছি। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, উক্ত ঘটনা উল্লেখের কারণে যদি শায়খ যাকারিয়া রহ. কে কুফুরী-শিরকের অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে তার পূর্বে যারা ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই অপবাদ প্রযোগ করা উচিৎ।
যেসমস্ত কিতাবে উক্ত ঘটনা রয়েছে:

1. আবুল কাসেম খালাফ ইবনে আব্দুল মালেক ইবন বাশকুয়াল রহ. তার আল-কুরবাতু ইলা রাব্বিল আলামানি, বিস সালাতি আলা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালিন নামক কিতাবে উক্ত ঘটনাটি সুফিয়ান সাউরী রহ. থেকে সনদ সহ উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি উল্লেখের পূর্বে ইবনে বাশকুয়াল রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করবো। এর দ্বারা পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন, এই ঘটনার কারণে শিরকে অপবাদ দিলে
কাদেরকে শিরকের অপবাদ দেয়া হবে। এই ঘটনার সাথে কুফুরী-শিরকের সামান্যতম
কোন সম্পর্ক নেই, এই বিষয়টি পরবর্তী আলোচনায় ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো।

ইবনে বাশকুয়াল রহ. এর জীবনী জানতে দেখুন,
১. ইমাম যাহাবী রহ. কৃত তারিখুল ইসলাম, খ.১, পৃ.৪০৭৩
২. আল্লামা সাফদী কৃত আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত, খ.১, পৃ.১৮৭৯
৩. ইমাম যাহাবী কৃত তাযকেরাতুল হুফফায, খ.৪, পৃ.১৩৩৯।
৪. ইবনে কাসীর রহ. কৃত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.১২, পৃ.৩১২
৫. আল্লামা বাগদাদী রচিত হাদয়াতুল আরেফীন, খ.১, পৃ.১৮৪।
ইবনে বাশকুয়াল রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী:
ইবনে বাশকুয়াল রহ. তৎকালীন উন্দুলুস বা স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস, হাফেজে হাদিস, উসুলবিদ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তার নাম ছিলো, আবুল কাসেম খালাফ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে বাশকুয়াল। তিনি ৪৯৪ হি: তে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত

উস্তাদগণের মধ্যে কয়েকজন হলেন, আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ, আবুল ওয়ালীদ ইবনে ত্বরীফ, আবু বাহার ইবনুল আস। তার বিখ্যাত অনেক ছাত্র রয়েছে, যেমন, আহমাদ ইবনে আব্দুল মাজিদ আল-মালেকী, আবুল কাসেম আহমাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে বাকী, আহমাদ ইবনে আয়্যাশ, সাবেত ইবনে মুহাম্মাদ।
ইবনে বাশকুয়াল রহ. এর ইলমী মর্যাদা:
আবু আব্দুল্লাহ আল-আবার তার সম্পর্কে বলেন,
তিনি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে অবগত ছিলেন, বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমাহীন সতর্ক ছিলেন, বর্ণনা পম্পরা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, সমকালীনদের দলিল ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের শীর্ষে ছিলেন। অনেক বড় হাফেজে হাদীস ছিলেন। সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। স্পেনের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার উস্তাদদের থেকে ছোট-বড় চার শ এর বেশি কিতাব সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। মানুষ ইলম অন্বেষণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে তার নিকট আসতো এবং ইলম অর্জন করতো।...বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
ইমাম যাহাবী রহ. ইবনুয যুবায়েরের সূত্রে তার সম্পর্কে অনেক প্রশংসাপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।
ইবনে বাশকুয়াল রহ. ৫৭৮ হি: তে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে বাশকুয়াল রহ. এর কিতাবে ফাযায়েলে দুরুদের ঘটনা:

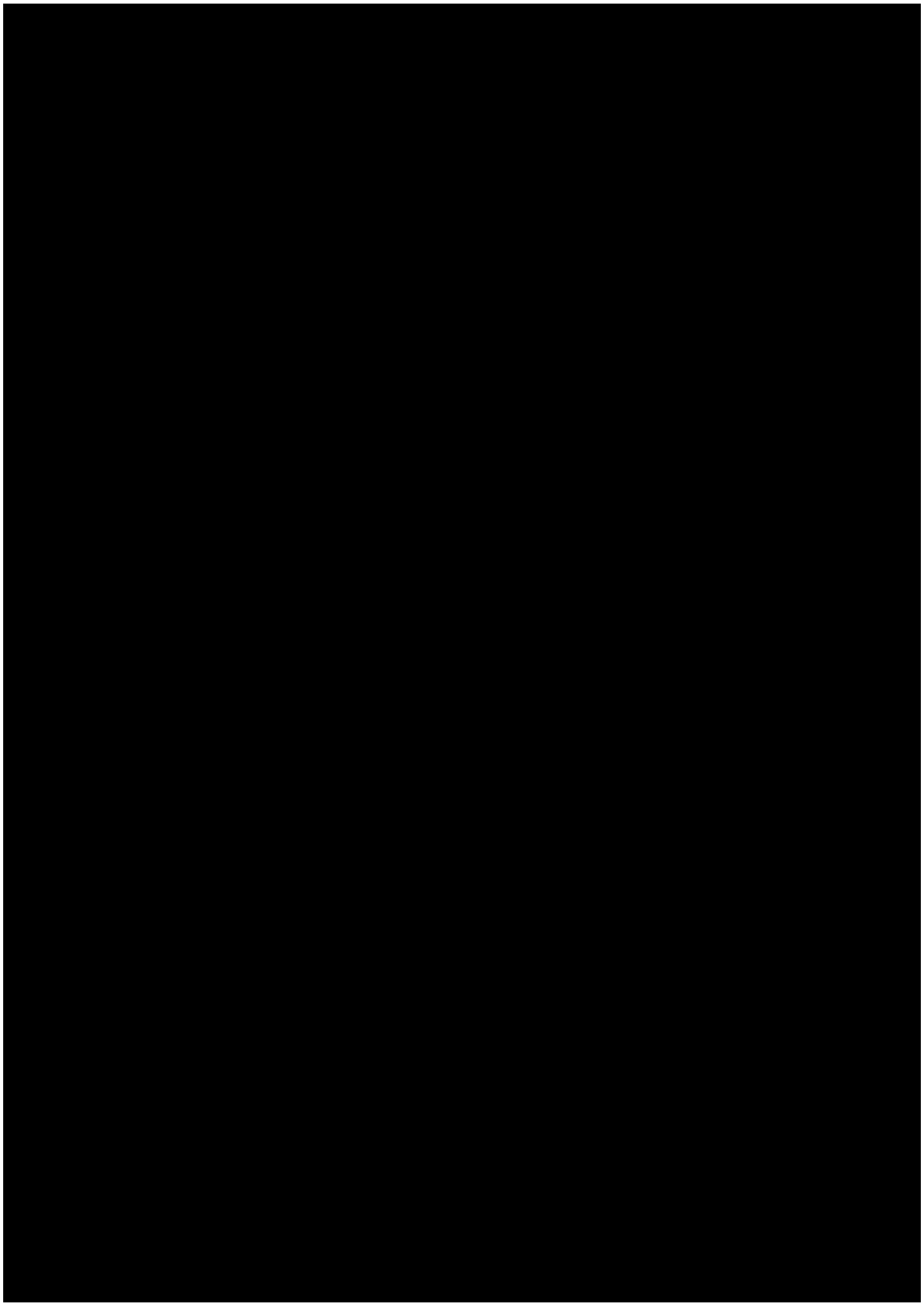

সুফিয়ান সাউরী বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনা প্রথম নোটে ফাযায়েলে দুরুদ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন।

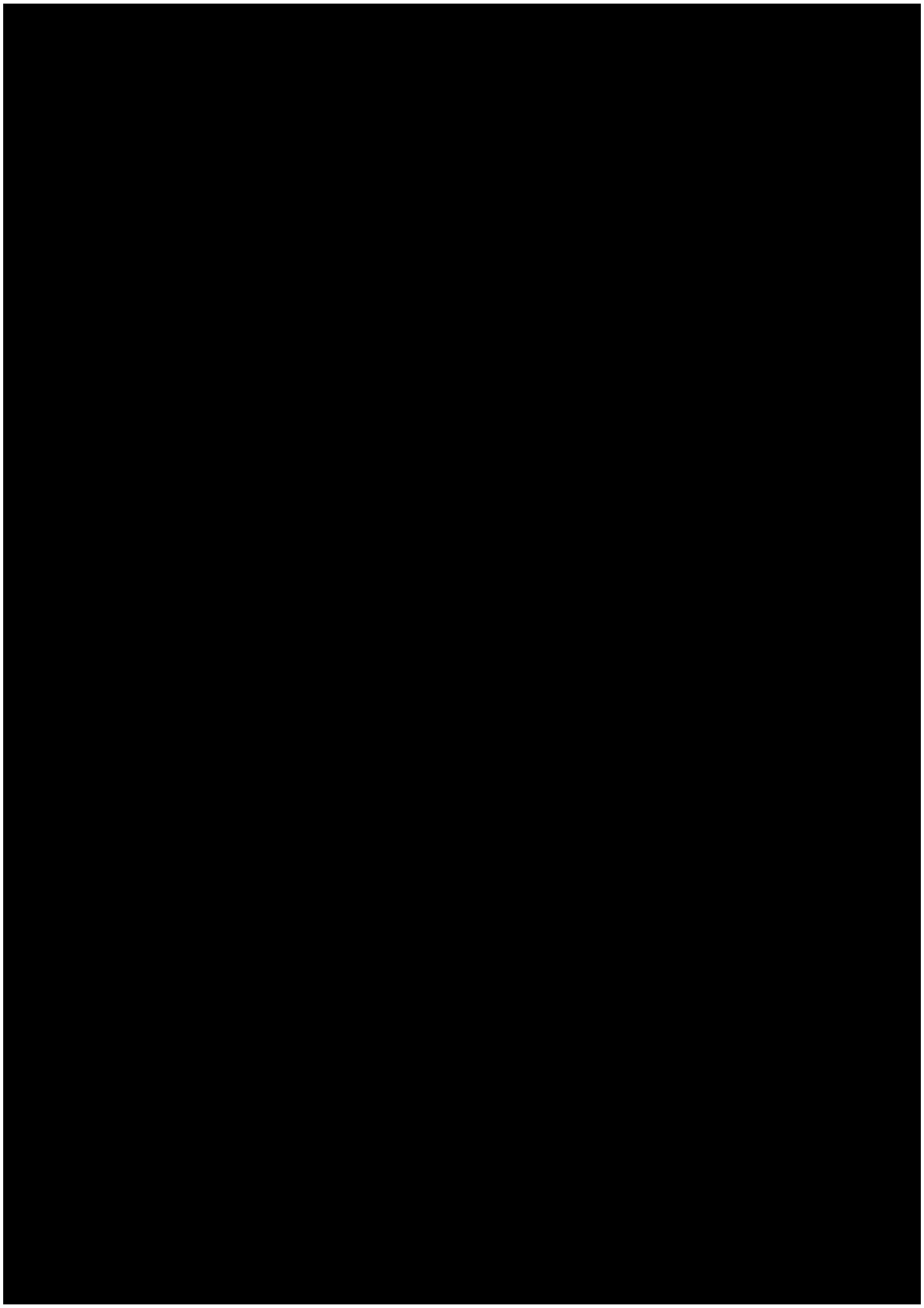

আল-কুরবা, পৃ.৯৫। তাহকীক, সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ সায়্যিদ, খালাফ মাহুমুদ আব্দুস সামী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বয়রুত, লেবানন। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ সাল।
২.
মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম ছিলেন, তাজুদ্দিন আল-ফাকিহানী রহ.। বর্তমানে সালাফী আলেমরা তাজুদ্দিন আল-ফাকিহানী রহ. এর কিতাব সমূহের উপর যার পর নেই

গুরুত্ব দিচে্ছ। তাদের কাছে তাজুদ্দিন আল-ফাকিহানীর কিতাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি। তাজুদ্দিন আল-ফাকিহানী রহ. এর বিখ্যাত একটি কিতাব হলো, রিয়াজুল আফহাম। যা উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা। কিতাবটি ড.শরীফা উমরীর তাহকীকে দারু ইবনে হাযাম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সউদী আরবের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বদর বিন নাসে বিন সুলাইমান আল-উমর এই কিতাব তাহকীক করে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছে।

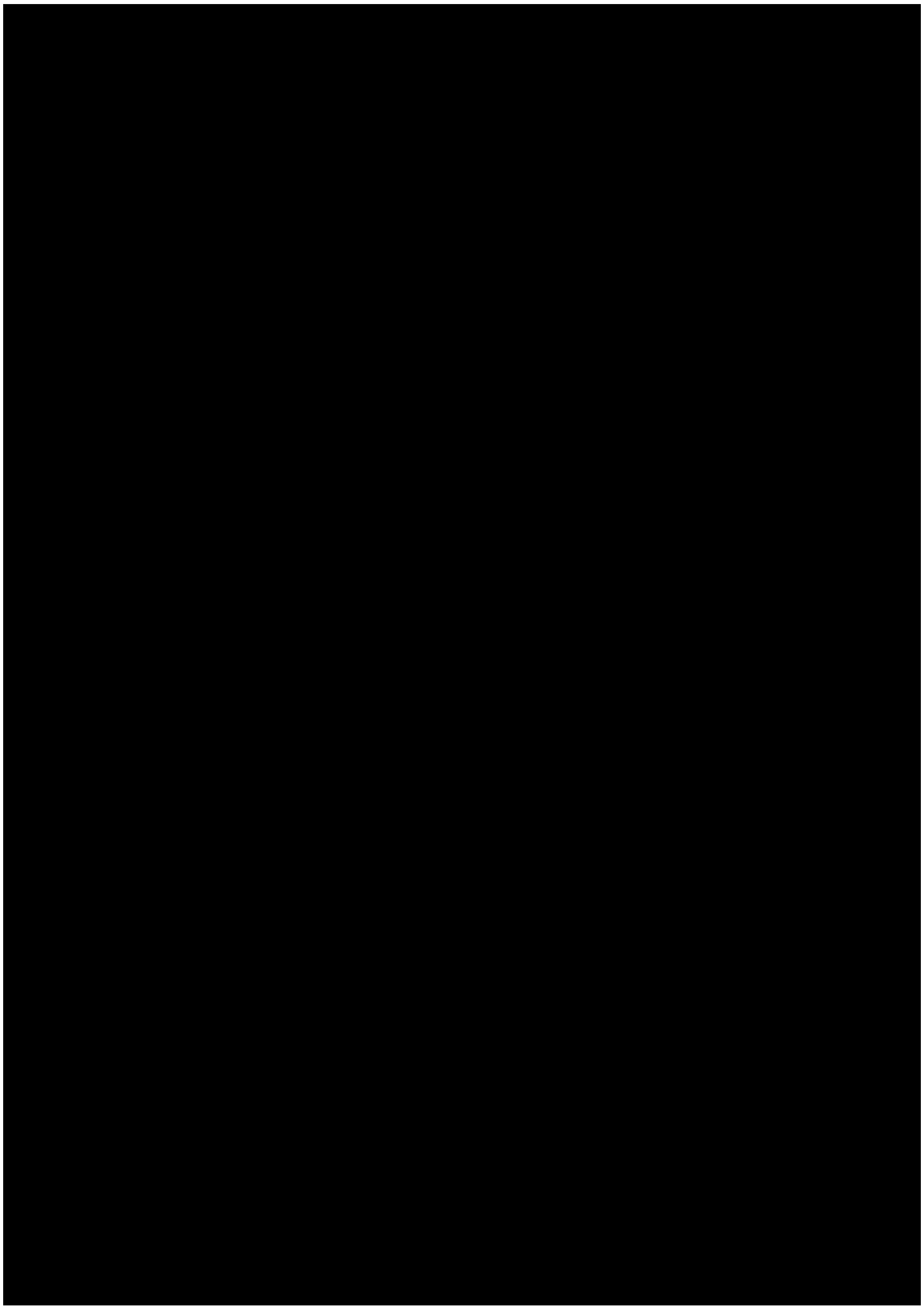

তাজুদ্দিন আল -ফাকিহানী রহ . তার আল-ফজরুল মুনীর ফিস সালাতি আলাল বাশিরিন নাজির গ্রন্থে ফাযায়েলে দুরুদের উক্ত ঘটনাটি ইবনে বাশকুয়াল ও আবু নুয়াইম রহ . এর সূত্রে হুবহু উল্লেখ করেছেন। ঘটনা উল্লেখের পূর্বে তাজুদ্দিন আল -ফাকিহানী রহ . এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করবো। যারা অবলীলায় কুফুরী -শিরকের অপবাদ দিতে অভ্যস্ত তারা বিখ্যাত কতো আলেম সম্পর্কে এই স্পর্ধা দেখাতে পারে , সেটা যাচাই করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। নতুবা মূল চারটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করলেই উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয়ে যেত।

তাজুদ্দিন ফাকিহানী রহ . এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :
তাজুদ্দিন ফাকিহানী রহ . এর বিস্তারিত জীবনী জানতে দেখুন ,
১. তারীখে ইবনুল জাওযী , খ.৩, পৃ .৭০৪।
২. মু 'জামুল মুহাদ্দিসীন , পৃ .১৮৩।
৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খ.১৪, পৃ .১৬৮
৪. আদ-দিবাজুল মাযহাব , পৃ .১৮৬।
৫. আদ-দুরারুল কামিনা , খ.৩, পৃ .১৭৮।
৬. কাশফুয জুনন , খ.২, পৃ . ১৮৮৩।
তিনি ৬৫৪ হি : তে ইস্কান্দারিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার সম্পর্কে ইবনুল জাওযী রহ . লিখেছেন ,
الشيخ الإمام ، العلامة، الزاهد، بقية السلف...وهو شيخ فاضل صالح بشوش الوجه كثير الفضائل وله مصنفات و فوائد و فيه زهد و عفاف
“ তিনি ছিলেন , শায়খ, ইমাম , আল্লামা , দুনিয়াবিরাগী , সালাফে -সালেহীনের নমুনা ...তিনি সৎ ও মহান শায়খ , সদা হাস্যোজ্জল , গুণী। তার অনেক উপকারী রচনা ও কর্ম রয়েছে। দিনি দুনিয়াত্যাগী ও পুত -পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ” সূত্র : আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. কৃত তারিখু হাদিসিজ জামান , খ.২,পৃ .৪৬৮। এছাড়াও যারা তার জীবনী রচনা করেছেন সকলেই তাকে শায়খ, ইমাম , আল্লামা , যাহেদ ইত্যাদিতে ভূষিত করেছেন। আল্লামা তাজুদ্দিন ফাকিহানী রহ . তার আল-ফাজরুল মুনির কিতাবে ফাযায়েলে দুরুদের উক্ত ঘটনাটি হুবহু উল্লেখ করেছেন।
নিচের লিংক থেকে আল-ফজরুল মুনির ডাউন লোড করুন।
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=14&book=2421#.UoBHhyeBzIU

৩.

হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা সাখাভী রহ . তার আল-কাউলুল বাদী গ্রন্থে উক্ত ঘটনাটি হুবহু উল্লেখ করেছেন। ইমাম সাখাভী রহ . এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না এরপরও তার সম্পর্কে কাযী শাওকানীর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। কাযী শাওকানী রহ . তার আল-বদরুত তালে গ্রন্থে ইমাম সাখাভী রহ . সম্পর্কে লিখেছেন , তিনি অনেক বড় ইমাম ছিলেন। এমনকি তার সম্পর্কে তার ছাত্র জারুল্লাহ ইবনে ফাহাদ বলেছেন , আল্লাহর শপথ , পরবর্তী হাফেজে হাদীসগণের মাঝে তার মতো কাউকে দেখিনি। তার কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত রয়েছে কিংবা তাকে দেখেছে তারা বিষয়টি খুব ভালোভাবে জানে ...। সূত্র : আল-বদরুত তালে , কাযী শাওকানী , খ.২, পৃ .১৮৫।
ইমাম সাখাভী রহ . তার বিখ্যাত কিতাব আল -কাউলুল বাদী ফিস সালাতি আলাল -হাবিবিশ শাফী গ্রন্থে ফাযায়েলে দুরুদের উল্লেখিত ঘটনাটি হুবহু উল্লেখ করেছেন। নিচের স্ক্রিনশট দেখুন। - November 11, 2013 at 10:01 AM

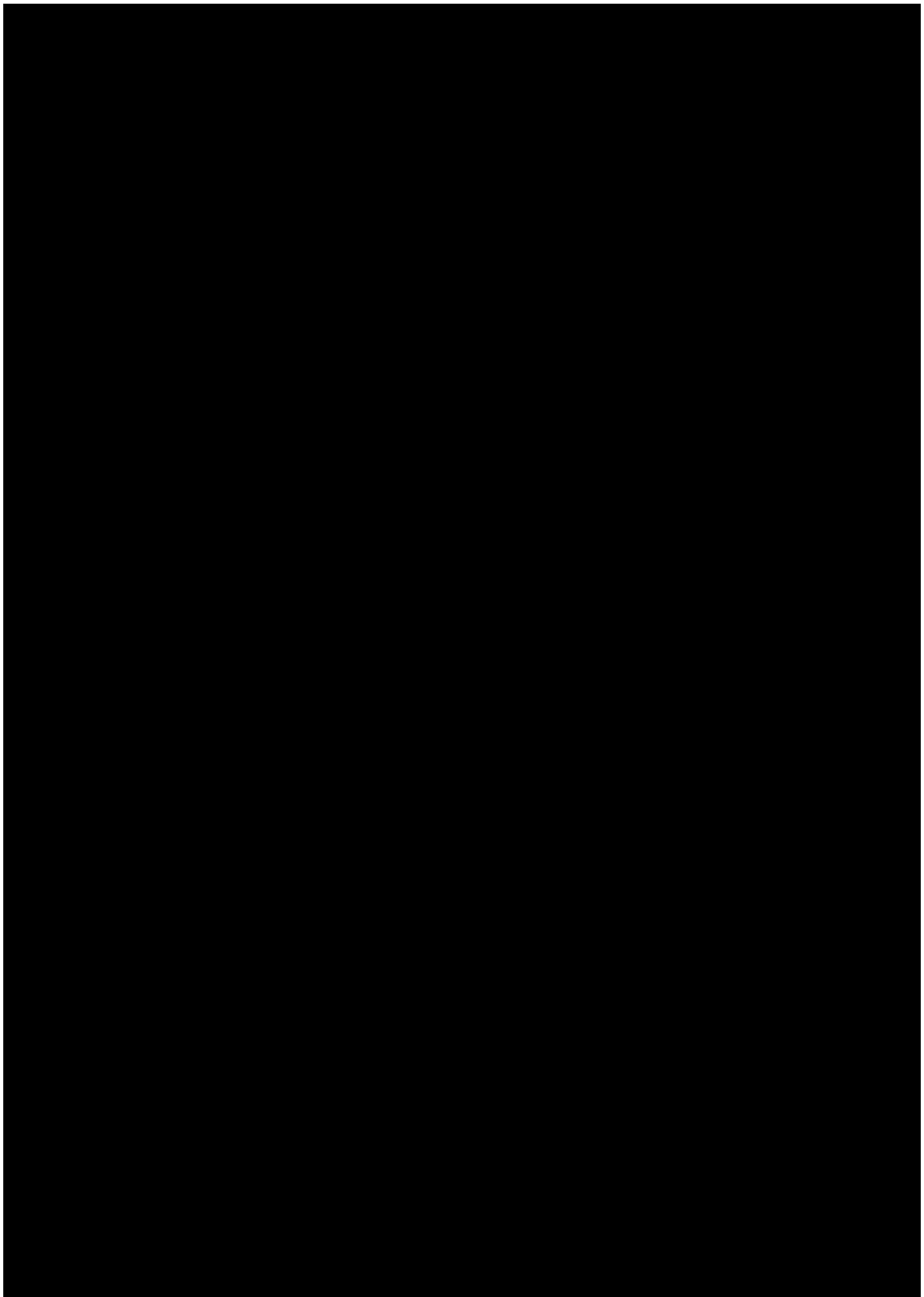

আল-কাউলুল বাদী, পৃ.৩৪২।

এছাড়াও শরফুল মুস্তফা কিতাবটি বর্তমানে সাইয়্যেদ আবু হাশেম নাবিল ইবনে আসেম আল-গুমারী এর তাহকীকে ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম খারকুশী রহ. (মৃত: ৪০৬ হি:) শরফুল মুস্তফা কিতাবে ফাযায়েলে দুরুদের অনুরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। শরফুল

মুস্তাফা এর টীকায় এর মুহাক্কিক আবু হাশেম নাবিল ইমাম সাখাভীর সূত্রে ফাযায়েলে দুরুদের ঘটনাটি হুবহু উল্লেখ করেছেন।
এছাড়াও আরও অনেক কিতাবে উক্ত ঘটনা থাকতে পারে। যেমন শায়খ যাকারিয়া রহ. নোজহাত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। আমার পক্ষে ফাযায়েলে দুরুদ বিষয়ের অন্যান্য কিতাব মোতায়ালা করা সম্ভব হয়নি।একারণে অন্যান্য কিতাবে যাচাই করার সুযোগ হয়নি।উপরে যাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাদের কারও সম্পর্কে আমাদের তথাকথিত সালাফী-আহলে হাদীস ভাইগণ কুফুরী-শিরকের অপবাদ দিবেন কি না জানতে আগ্রহী। সালাফী-আহলে হাদীসদের নিকট তারা মুশরিক হয়ে থাকেন, তাহলে তাদেরকে যারা আল্লামা, ইমাম, শায়খ, ইত্যাদি উপাধি দিয়েছেন, যেমন ইবনে কাসীর রহ, ইবনুল জাওযী রহ, ইমাম যাহাবী… এদের সম্পর্কে কী বলা হবে? সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা যদি বিষয়টি আলোচনা করেন, তাহলে আমাদের অনেক উপকার হতো। আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম। তাদের বক্তব্যের অপেক্ষায় রইলাম। পরবর্তী আলোচনাগুলোতে উক্ত ঘটনার উপর যে অভিযোগ আরোপ করেছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হবে। -November 11, 2013 at 10:01 AM

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে আলবানী সাহেবের বিভ্রান্তিকর তথ্যের দাত ভাঙা জবাব। (পর্ব-১)

[বি:দ্র: আমাদের এই আলোচনাগুলো বেশ কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হবে। আলোচনা যদি দীর্ঘ হয়, তবে এর উপর একটি বই প্রকাশের নিয়ত আছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার জন্য কোন পাঠক বিরক্ত হবেন না বলে আশা রাখি।]

মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে ভূমিকা হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করবো।

ইমাম আবু হানিফা রহ. একজন বিখ্যাত তাবেয়ী। কোন মুসলমানের নিকট ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পরিচয় উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই।
আল্লাহ পাক ইমাম আবু হানিফা রহ. কে এমনভাবে কবুল করেছেন, তার খেদমতকে এমনভাবে গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেছেন, দীর্ঘ তের শ' বছর যাবৎ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান তার ফিকহ অনুসরণ করছে।
কারও মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় কোন দলিলের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি, আদল ও ইনসাফের চূড়ায় অবস্থান করা সত্ত্বেও একটা শ্রেনি সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে।
এমনকি শিয়ারা কয়েকজনকে সাহাবী ব্যতীত আর সবাইকে কাফের ও মুরতাদ বলে থাকে। সাহায়ে কেরামের মর্যাদায় আঘাত করার জন্য তারা বিভিন্ন ধরণের হাদীস ও ঘটনা বানিয়েছে। এগুলো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে জাল ঘটনা ও হাদীসগুলোর বিভিন্ন সনদ বানিয়েছে। বাহ্যিকভাবে সনদগুলো দেখলে মনে হয়, সিল-সিলাতুয যাহাব বা স্বর্ণ দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ এই সনগুলোতে কোন দুর্বল বা অভিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না। এই জন্য হাদীস বিশারদগণ একটা হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সনদ সহীহ হওয়ার পাশাপাশি হাদীসের মূল বক্তব্য বা মতন বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।

শুধু সনদ সহীহ হলেই হাদীস সহীহ হয় না, হাদীসের মূল বক্তব্য বা মতনও সহীহ হওয়া জরুরি। সুতরাং হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ হলেও তার মতন যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে এই হাদীসগুলো কখনও সহীহ সাব্যস্ত হবে না। যারা হাদীস জাল করতে পারে, তাদের জন্য সনদ জাল করা অসম্ভব কিছু নয়।
সুতরাং হাদীস বা কোন বর্ণনা বিশ্লেষণের জন্য উক্ত বক্তব্যের সনদ ও মতন উভয়টি বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

শিয়ারা সাহাবায়ে কেরামের নামে কুৎসা রটালে সাহাবাদের মর্যাদায় সামান্য প্রভাবও পড়ে না। বরং যারা এগুলো করে থাকে, তাদের মর্যাদা কমে থাকে।
একইভাবে যারা বড় বড় ইমামের নামে কুৎসা বর্ণনা করে, তারা ইমামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ইমামের অনুসারীদেরও কোন ক্ষতি হবে না, একজন পূণ্যবান ব্যক্তির নামে মিথ্যাচার ও অপবাদের কারণে ঐ ব্যক্তির আমল নষ্ট হবে।অন্যের নামে অপবাদ দেয়ার কারণে নিজে গোনাহের মাঝে লিপ্ত হবে।
যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করছে, তারা সাহাবীদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা কমাতে পারবে না। তারা এতটুকু হয়তো করতে পারবে, একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে নিজেকে কলুষিত করবে, নিজের আমলনামা কালো করবে।
একইভাবে যারা বড় বড় ইমামদের সমালোচনায় লিপ্ত, তারাও ইমামদের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ পাকের নিকট তাদের মর্যাদাও কমবে না। বরং যে এই ধরণের হীন কর্মে লিপ্ত হবে, তার আমলনামায় গোনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, প্রত্যেক যুগে বাতিল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু চমকপ্রদ শ্লোগান নিয়ে হাজির হয়। এদের শ্লোগান, বড় বড় উপাধি ও বাহ্যিক সূরত বা আকৃতি দেখে তাদেরকে চেনা যায় না। হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম কখনও বাতিলের উপাধি ও বাহ্যিক সূরত দিয়ে বিশ্লেষণ করেন না।
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ছবি যারা দেখেছেন, তারা হয়তো বলবেন, এতো যামানার কুতুব, এ লোক কাফের হয় কি করে? বিশাল দাড়ি, মাথায় পাগড়ি।
একজন সাধারণ মানুষ এতো বড় একজন হুজুরকে কাফির বলা তো দূরে থাক, তার সম্পর্কে কোন কু- ধারণা করতেও দ্বিধা-বোধ করবে।
আহলে কুরআন নামে আরেকটা গ্রুপ আছে। এদের নাম নিয়ে যদি একটু চিন্তা করেন, এদেরকে কখনও বাতিল বলতে পারবেন না।
আহল শব্দের অর্থ হলো, পরিবার। আহলে কুরআন অর্থ হলো যারা কুরআনের একনিষ্ঠ অনুসারী। প্রত্যেক মুসলমান কুরআনের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকে। সুতরাং আহলে কুরআন হওয়া তো প্রশংসনীয় একটা ব্যাপার।
আমরা বলবো, এটা হলো, তাদের বাহ্যিক শ্লোগান। কিছু মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য তারা এই চমৎকার নামটি গ্রহণ করেছে। এরা মূলত: আহলে কুরআন বলে রাসূল স. এর হাদীস অস্বীকার করে থাকে। সুতরাং এরা মুনকীরে হাদীস। এতো বড় জঘন্য কাজ করে, অথচ এদের নামটা চমৎকার। আমাদের দেশে কবরপূজারী-মাজারপূজারী পীর-ফকিরদের অভাব নেই।
এই বেদআতী গোষ্ঠী যখন তাদের পীরের নাম লেখে, নামের শুরুতে অর্ধেক পৃষ্ঠা শুধু পীরের উপাধি থাকে।
এই উপাধি গুলো দেখে যদি এইসমস্ত ভণ্ডদেরকে গাউসে আজম, কুতুব ইত্যাদি মনে করা শুরু করি, তাহলে এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে? আমাদের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো, আমরা বাতিলের চেহারা, শ্লোগান বা উপাধি দেখে ভুলি না। আমরা তাদেরকে বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করে থাকি।
সে কোন শ্লোগান নিয়ে এসেছে, সেটা মূখ্য বিষয় নয়, সে কী করছে, সেটাই মূল বিষয়। কারও নামের শুরুতে শায়খ, শাইখুল ইসলাম, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস (মুহাদ্দিসুল আসর),

মুজাদ্দিদ ইত্যাদি উপাধি দেখলেই আমরা তার প্রতি আবেগী হয়ে তার বাতিল বক্তব্য ও মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করি না। বরং কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তার এই উপাধির পিছে আদেৌ কোন বাস্তবতা আছে কি না। ইংরেজদের সময়ে ভারত উপ-মহাদেশে আহলে হাদীস নামে একটা ফেরকার জন্ম হয়েছে। এদের শ্লোগানও খুবই চমকপ্রদ। আমরা হাদীসের অনুসারী। পৃথিবীর সকল মুসলমানই তো রাসূল স. এর হাদীস অনুসরণ করে। একজন মুসলমান সে যে স্তরেরই হোক না কেন, অবশ্যই সে মনে-প্রাণে রাসূল স. এর হাদীস অনুসরণ করে থাকে। সবাই যখন রাসূল স. এর হাদীস অনুসরণ করছে, তাহলে এরা আহলে হাদীস নামে নতুন দল সৃষ্টি করলো? আহলে কুরআনদের মতো এদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে। সাধারণ মানুষকে হাদীস অনুসরণের কথা বলে তাদেরকে ফিকহ ও উসুলে ফিকহ থেকে বিমুখ করে। ফিকহকে বাতিল করার জন্য এদের এই গ্রুপিং।
আরবে নতুন একটা দলের সৃষ্টি হয়েছে সালাফী নাম ধারণ করে। সালাফ শব্দের অর্থ হলো, পূর্ববতী ব্যক্তিগণ। এখন পূর্ববর্তী ব্যক্তির মাঝে যেমন পূণ্যবান, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন রযেছেন, তেমনি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলামাতুল কাযযাব, সাহাবীদের যুগে খারেজী, কাদেরিয়া মতবাদ, পরবর্তীতে জাহমিয়া, মুরজিয়া ও মুজাসসিমা আবির্ভাব হয়েছে। এখন, তারা সালাফ দ্বারা যদি পূণ্যবান ব্যক্তিদের অনুসরণ উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে পৃথিবীর অন্য সকল মুসলমান সালাফে-সালেহীনের অনুসরণ করে থাকে। নতুন করে গ্রুপিং করে, কিছু চমকপ্রদ শ্লোগান দেযার কোন অর্থ নেই। তাদের এই নতুন মতবাদ সৃষ্টির প্রযোজন হলো কেন? তারা পূর্ববতীদের অনুসরণ দ্বারা নির্দিষ্ট একটি গ্রুপকে উদ্দেশ্য নিয়েছে। এই দলটি মুজাসসিমা নামে প্রসিদ্ধ। তাবেয়ীদের যুগে এই মুজাসসিমাদের উদ্ভব হয়। ভ্রান্ত এই ফেরকার বক্তব্যগুলো সরাসরি প্রচার করলে মানুষ গ্রহণ করবে না, তাই একে নতুন নাম দিয়ে, নতুন মোড়কে কিছু চমকপ্রদ শ্লোগান দিয়ে মানুষকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং আমাদের নিকট কারও বাহ্যিক শ্লোগান বা নামের কোন মূল্য নেই। আমরা বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে থাকি। সকল হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা উপাধি, শ্লোগানের পরিবর্তে মূল কাজ ও বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

উক্ত বিষয়গুলো আমাদের পরবর্তী আলোচনায় ইনশাআল্লাহ সহায়ক হবে। এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলী:

১. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী ও ফযিলত সম্পর্কে সর্বপ্রথম পৃথক কিতাব রচনা করেন, আহমাদ ইবনুস সালত (মৃত: ৩০৮ হি:)
২. এরপর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ত্বহাবী রহ. (মৃত:৩২১) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর পৃথক কিতাব রচনা করেন।
৩. অত:পর, কাযী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর তুহফাতুস সুলতান ফি মানাকিবিন নু'মান নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেন।
৪. ইমাম ত্বহাবী রহ. এর ছাত্র আবুল কাসেম ইবনুল আওয়াম রহ. ফাযায়িলু আবি হানিফা ও আসহাবিহি নামে একটা কিতাব রচনা করেন।
৫. ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-হারেসী (মৃত: ৩৪৫ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর কাশফুল আসতার নামে একটা কিতাব রচনা করেন। ৬.ইমাম আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিসাপুরী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর স্বতন্ত্র কিতাব লেখেন।
৭. ইমাম আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ নিসাপুরী (মৃত:৩৫৭ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর বিশ খন্ডে একটি কিতাব রচনা করেন। ইমাম হাকেম রহ (মৃত:৪০৫ হি:) তারীখে নিসাপুরে এ সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন।

৮. এরপর, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে আলী আস-সাইমুরী (মৃত:৪৩৬ হি:) আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহি নামে একটা কিতাব রচনা করেন। কিতাবটি বর্তমানে মধ্যবাড্ডার মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
৯. ইমাম আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল-মক্কী আস-সায়দালানী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর পৃথক কিতাব লিখেছেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. আল-ইন্তেকা (পৃ. ১৩৭) কিতাবে তার এই কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
১০. ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃত:৪৬২) আল-ইন্তেকা ফি ফাযায়িলিস সালাসাতিল আইম্মাতিল ফুকাহা রচনা করেছেন। এই কিতাবে তিনি ফকীহ তিন ইমাম তথা, ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মর্যাদা ও জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
কিতাবটি আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এর তাহকীকে প্রকাশিত হয়েছে।
অসাধারণ এই তাহকীকটি সবাইকে পড়ার অনুরোধ করছি।
১১. ইমাম আলী ইবনে আব্দুল আযীয় জহিরুদ্দীন মারগিনানী রহ.(মৃত:৫০৬ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. মর্যাদা ও জীবনীর উপর পৃথক কিতাব রচনা করেছেন।
১২. ইমাম জারুল্লাহ যামাখশারী রহ. (মৃত: ৫৩৮ হি:) শাকাইকুন নু'মান ফি মানাকিবিন নু'মান নামে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
১৩. চল্লিশটি পরিচ্ছেদে ইমাম মুয়াফফাকুদ্দিন বিস্তারিত একটি কিতাব রচনা করেছেন।
১৪. আল্লামা আবুল মুজাফফার ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ, তিনি সাবত ইবুনল জাওযী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত:৬৫৪ হি:) আল-ইন্তেসার ওয়াত তারজীহ লিল মাজহাবিস সহীহ ও আল-ইন্তিসার লিইমামি আইম্মাতিল আমসার (দুই খন্ডে) লিখেছেন।
১৫. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কারদারী (মৃত: ৭২৭ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর প্রসিদ্ধ একটি কিতাব রচনা করেছেন।
১৬. ইমাম যাহাবী রহ. মৃত (৭৪৫ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর কিতাব লিখেছেন।
১৭. শায়খ আব্দুল কাদের আল-কারাশী (মৃত.৭৭৫ হি:) আল-বুসতান ফি মানাকিবিন নু'মান নামে একটি কিতাব লিখেছেন।
১৮. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. (মৃত: ৯১১ হি:)তাবইযুয সয়ীফা ফি মানাকিবি আবি হানিফা নামে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর পৃথক কিতাব লিখেছেন।
১৯.ইমাম ইবনে হাজার হাইসামী রহ. (মৃত: ৯৭৩ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে আল-খাইরাতুল হিসান লিখেছেন।
২০. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহী রহ. (মৃত:৯৪২ হি:) উকুদুল জুমান ফি মানাকিবিল ইমামিল আ'জম আবি হানিফাতান নু'মান লিখেছেন।
২১. মোল্লা আলী কারী রহ. (মৃত: ১০১৪ হি:) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে পৃথক কিতাব লিখেছেন। এটি আল-জাওয়াহিরুল মুজিয়্যা এর শেষে ছাপা হয়েছ।
২২. ইমাম কুদুরী রহ. (মৃত: ৪২৮ হি:) শরহু মুখতাসারিল কারখীর এর শুরুতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
২৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান গজনভী রহ. জামিউল আনওয়ার কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
২৪. আহমাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে সাইদ রহ. তার আদ-দুরার কিতাবের শেষে ইমম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
২৫. শামসুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আবু সাইদ সিজিস্তানী মুনইয়াতুল মুফতী নামক কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।২৬. শরফুদ্দিন ইসমাইল ইবনে ইসা আল-আওগানী আল-মক্কী (মৃত: ৮৯২ হি:) মুখতাসারুল মুসনাদ কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
২৭.আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল-বালখী (মৃত: ৫২৬ হি:) তার আল-মুসনাদ কিতাবের শুরুতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
২৮. আবুল বাকা আহমাদ ইবনে আবুল বাকা আল-কারাশী আল-মক্কী (মৃত:৫৪৮ হি:) তার মুসনাদের শুরুতে আলোচনা করেছেন।

২৯. উসমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শিরাজী আল-ইজাহ ফি উলুমিন নিকাহ কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
৩০. মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান আল-কাফাভী রহ.(মৃত: ৯৯০ হি:) তার ত্ববাকাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
৩১. ত্বকিউদ্দীন তামিমি রহ. (১০৫০ হি:) তার ত্ববাকাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
৩২.ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী (মৃত:৪৬৬ হি:) তার ত্ববাকাতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
৩৩. ইমাম নববী রহ. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত নামক কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ.এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
৩৪. ইমাম হিসামুদ্দিন শহীদ রহ. তার আল-ফাতায়াল কুবরা কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
৩৫. ইমাম ইবনে খল্লিকান ওফায়াতুল আ'য়ান নামক বিখ্যাত কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
৩৬. ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. তার কিতাবুল মিযানে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
৩৭. শায়খ আবু যাহরা রহ. আবু হানিফা হায়াতুহু ও আসরুহু ও আরাউহু ও ফিকহুহু নামে একটি পৃথক কিতাব রচনা করেছেন।
৩৮. সাইয়্যেদ আফিফি হায়াতুল ইমাম আবি হানিফা নামে একটা কিতাব লিখেছেন।
৩৯. উস্তাদ আব্দুল হালীম জুনদী আবু হানিফা বাতালুল হুররিয়া ওয়াত তাসামুহ ফিল ইসলাম লিখেছেন।
৪০. আল্লামা ওহবী সুলাইমান আল-গাওজী রহ. আবু হানিফা আন-নু'মান ইমামু আইম্মাতিল ফুকাহা নামে বিখ্যাত একটি কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটি খুবই মূল্যবান।
৪১. তাযকিরাতুন নু'মান নামে আব্দুল কুদ্দুস কাদেরী বিঙ্গুলুরী রহ. একটি কিতাব লিখেছেন।
৪২. আল্লামা শিবলী ন'মানী রহ. নামে বিখ্যাত একটি কিতাব লিখেছেন।
৪৩. আল্লামা মুস্তাকিম যাদাহ সুলাইমান সা'দুদ্দিন আফিন্দী মানাকিবুল ইমাম আজম নামে একটা কিতাব লিখেছেন।
৪৪. নজমুল জুমান নামে শায়খ সারিমু্দ্দিন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (মৃত: ৮০৯ হি:) একটি তিন খন্ডে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
৪৫. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হারেসী রহ. কাশফুল আসার নামে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন।
৪৬.মাকামে আবু হানীফা নামে মাওলানা সরফরায খান সফদর একটি বিখ্যাত কিতাব রচনা করেছেন।
৪৭.মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস নামে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু’মানী (১৪২০হি.) হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অবস্থান উল্লেখ করে একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। এটি শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এর তত্ত্বাবধানে সউদী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
৪৮. হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অবস্থান বিশ্লেষণ করে লেখা আরেকটি বিখ্যাত কিতাব হলো, আল-ইমাম আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল মুহাদ্দিসুন, আল্লামা যফর আহমদ উছমানী রাহ. (১৩৯৪ হি.)।
৪৯. জামিয়াতুত দিরাসাতিল ইসলামিয়া, পাকিস্তান থেকে ড. মুহাম্মাদ কাসেম আব্দুহ আল-হারেসী মাকানাতুল ইমাম আবি হানিফা বাইনাল মুহাদ্দিসীন (মুহাদ্দিসগণের মাঝে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অবস্থান) নামক থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

৫০. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উপর আরোপিত অভিযোগ বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে বিখ্যাত একটি কিতাব লিখেছেন, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, উসুলবিদ আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ.। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. সহ ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার ও ইমাম ত্বহাবী রহ. এর জীবনী লিখেছেন।

এখানে অর্ধ শত কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরা মাঝে সামান্য কয়েকটি কিতাব ছাড়া অন্যান্যা কিতাব শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনীর উপর লেখা এছাড়াও ইতিহাস, রিজাল শাস্ত্রের প্রায় সকল কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনাগুলোতে ইনশাআল্লাহ রিজাল শাস্ত্র ও ইতিহাসের কিতাব থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হবে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়াই পৃথকভাবে এখানে এসমস্ত কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো না।

আমাদের পরবর্তী নোট, আলবানী ও তথাকথিত সালাফীদের হানাফী বিদ্বেষের প্রামাণিক আলোচনা - November 22, 2013 at 5:55 PM

উলামায়ে দেওবন্দের আক্বিদা-বিশ্বাস
November 25, 2013 at 9:05 AM

আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহ:
অনুবাদ: ইজহারুল ইসলাম

[কিতাবের ভূমিকা লিখছি। মূল কিতাবের অনুবাদও আস্তে আস্তে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো।]
ভূমিকা:

দেওবন্দী বরেণ্য আলেমগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
একাদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী রহ. ও তার খলিফাগণ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে শাহ ওয়ালী্উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ও তাঁর পরিবারের উলামায়ে কেরামগণ ভারত উপমহাদেশে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে ইলম ও আমল তথা শরীয়তের ও ত্বরীকতের এক উজ্জল বাতি প্রজ্জলিত করেন। সেই বাতির আলোর দিশা নিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী রহ. ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর ইলম ও আধ্যাত্ত্বিকতার যোগ্য উত্তরসূরী হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. ও কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. ইসলামী বিশ্বকে আলোকিত করেন।এই দুই মহান ব্যক্তিত্ত্ব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে ছিলেন ইলম ও আধ্যাত্ত্বিকতার নূরে আলোকিত। রাসূল স. এর পরিপূর্ণ অনুসরণ তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। প্রিয় নবীজী স. এর মহব্বত তাদের শরীরের প্রতিটি লোমকূপে ব্যাপ্ত ছিলো।
তাউহীদ ও সুন্নতের প্রচার-প্রসার এবং শিরক-বিদয়াত মূলোৎপাটনে তারা তাদের সমগ্র জীবন ব্যায় করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা-বিশ্বাস ও ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব তাদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এর তাকলীদের ব্যাপারে এবং মাযহাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে তারা আপোষহীন ছিলেন। যাহিরী ইলমের পাশাপাশি বাতেনী ইলমের ক্ষেত্রেও তারা ছিলেন অতুলনীয়।তারা উভয়ে ইমামুল আউলিয়া কুতবুল আরেফীন হযরত মাওলানা হাযী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহ. এর আধ্যাত্ত্বিকতার ধারক-বাহক ছিলেন। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে

তারা এমন স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন যে, তাদের সম্পর্কে স্বয়ং হাযী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ যিয়াউল কুলুবে লিখেছেন,
[যারা আমার আমার প্রতি আস্থা ও মহব্বত রাখেন, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, মওলভী রশীদ আহমাদ ও মওলভী মুহাম্মাদ কাসেম যাহেরী ও বাতেনী ইলমের ক্ষেত্রে আমার স্থলে বরং আমার চেয়ে বহুগুণ উপরে উন্নীত হয়েছেন।যদিও বাহ্যিকভাবে বিষয়টি উল্টো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা আমার অবস্থানে এবং আমি তাদের অবস্থানে থাকা কর্তব্য ছিলো। তাদের সংশ্রব অবলম্বনকে গণীমত মনে করবে। বর্তমান সময়ে এমন লোক দুর্লভ। তাদের বরকতপূর্ণ সংশ্রব থেকে উপকৃত হবে। আত্মশুদ্ধি ও সুলুকের যেই পদ্ধতি এই কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তাদের নিকট থেকে তা শিখবে।ইনশাআল্লাহ কেউ বন্চিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের আয়ূ বরকতপূর্ণ করুন। সব আধ্যাত্ত্বিক নেয়ামত ও নৈকট্য্ দানে আল্লাহ তাদেরকে ধন্য করুন। তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন এবং তাদের মাধ্যমে হেদায়াতের আলো দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করুন। আমীন।]
চিশতী সিলসিলায় হাযী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর আত্মশুদ্ধির মেহনত আরব-অনারবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ইমামুল আউলিয়া হাযী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর এই সাক্ষ দানের পর তাদের মর্যাদা বর্ণনায় অন্য কারও বক্তব্যের প্রয়োজন নেই।
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ:
মোগল সাম্রাজ্যের শোচনীয় অধ:পতনের পর ইসলামের নিকৃ্ষ্ট ও চতুর শত্রু ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী সমগ্র ভারত উপমহাদেশে তাদের স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠা করলো।দীঘর্ এক শতাব্দীর শোষণ-নির্যাতনের পর ১৮৫৭ সালে উলামায়ে কেরাম ও স্বাধীনতাকামী মানুষ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের পরে এটিই ছিলো সব চেয়ে বড় বিপ্লব। ইতিহাসে এটি সিপাহী বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ।১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.। আকাবিরে দেওবন্দ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও হযরত মাওলানা যামেন সাহেব
এই বিপ্লব সফল করার জন্য সবরআত্বক চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালের কিয়ামতসম বিভীষিকার পর ইংরেজ সরকার তের হাজারের বেশি আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিলো। হাজার হাজার মুজাহিদকে নৃশংস নির্যাতনের মুখোমুখি করে। এভাবে ইংরেজ সরকার অকথ্য যুলুম-নির্যাতনের ভারত উপমহাদেশের জনগণকে অবদমিত করে। বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের মসনদকে সুদৃঢ় করার পর ইংরেজদের নাপাক চেতনা ছিলো, কিভাবে মুসলমানদের মন ও মস্তি্স্ক থেকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের শেষ চিহৃটুকু মিটিয়ে দেয়া যায়। মুসলমানদের মাঝে কুরআনী শিক্ষার ধারা বিনষ্টের জন্য তারা গভীর ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। ফলে লর্ড মেকেল ও তার শিক্ষা কমিটি নিচের প্রতিবেদন পেশ করে,
[আমাদের এমন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি করা উচিৎ যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ-কোটি প্রজার প্রতিনিধিত্ব করবে। তারা এমন একটি দল হবে, যারা রক্ত ও বর্ণে হিন্দুস্তানী হবে, কিন্তু চিন্তা-চেতনা, রুচিবোধ ও মন-মানসে ইংরেজ হবে।]
দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর:
ইংরেজ বেনিয়া সরকারের গভী ষড়যন্ত্র ও ফেরআউনী চিন্তা-ধারা সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী রহ. পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন। ১৮৫৭ সালের আন্দোলনের ব্যর্থতা ও পরবর্তীতে নৃশংসভাবে উলামায়ে-কেরামকে হত্যার বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে কাসেম নানুতুবী রহ. উপমহাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ইমাম-আক্বিদা রক্ষার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েন। ইসলামী আক্বিদা-বিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে

রাখতে ১৫ ই মহররম ১২৮৩ হি : মোতাবেক ১৮৬৭ সালে দেওবন্দ নামক এলাকায় ছাতা মসজিদে একটি ডালিম গাছের নিচে ইতিহাসখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের সূচনা হয়। ঐতিহাসিক এই শিক্ষাঙ্গণের সর্বপ্রথম উস্তাদ ছিলেন , আল্লামা মাহমুদ সাহেব রহ . এবং সর্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন , শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান রহ .। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে ডালিম গাছের নিচে শুরু হওয়া এই মাদ্রাসাটি ইলম ও আমলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহের বিরাট অংশ এই দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত।এই প্রতিষ্ঠান থেকে এমন সব যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমের জন্ম হয়েছে , যাদের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ক্ষণজন্মা এই মহা মণীষীদের ইলমী ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। রাসূল স . এর আনীত চার মিশনের সফল বাস্তবায়নে বর্তমান বিশ্বে এই দারুল দেওবন্দ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে সমগ্র পৃথিবীর তা ’লীম (শিক্ষা), তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি), দাওয়াত ও জিহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্বে রয়েছেন দেওবন্দের উলামায়ে কেরামগণ। তাকওয়া -ত্বহারাত ও ইবাদত -বন্দেগীতে তারা যেমন অতুলনীয় , মুসলিম উম্মাহ ও তাদের ইমান -আক্বিদা সংরক্ষণে সব ধরণের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তারা ইস্পাত কঠিন। রুহবানুল লাইল ও ফুরসানুন নাহার (রাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন , দিনে শত্রুর মোকাবেলায় অদম্য অশ্বারোহী) প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হলেন উলামায়ে দেওবন্দ।যুগ যুগ ধরে উলামায়ে দেওবন্দ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে মুসলিম উম্মাহ ও তাদের দ্বীন -ইমান রক্ষায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

[চলবে]

উলামায়ে দেওবন্দের আক্বিদা -বিশ্বাস (আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ)

November 27, 2013 at 7:10 PM

<p>আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহ :</p><p>অনুবাদ : ইজহারুল ইসলাম</p><p>[পূর্বের পর]</p><p>একটি তাকফীরি ফেতনা:</p><p>ইংরেজরা স্বাধীনতাকামী দেওবন্দের এই আলেম শ্রেণিকে নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করতো। মুসলিম সমাজে যখন তারা দারুল উলুম দেওবন্দ ও এর উস্তাদ -ছাত্রের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করলো , তখন তারা দ্বীনের এই ধারাকে বন্ধ করার জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র ও কুট -কৌশলের আশ্রয় নিলো। কিছু দুনিয়াদার মওলভী ও পীরকে টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে তাদের মাধ্যমে দেওবন্দের অনুসারীগণকে ওহাবী অপবাদ আরোপ করতে শুরু করলো। ইতোপূর্বে ইংরেজ সরকার ইমামুল মুজাহিদীন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ . ও আলেমে রব্বানী শাহ ইসমাইল শহীদ রহ . এর আন্দোলনকেও ওহাবী সিল লাগিয়ে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিলো। পরবর্তীতে কট্টর বেদয়াতী মতবাদ বেরেলভী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেজা খাঁ বেরেলভী এই তাকফীরি ফেতনায় ইন্ধন যোগায় ।</p><p>হুসসামুল হারামাইন এর বাস্তবতা :</p><p>মওলভী আহমাদ রেজা খাঁ বেরেলভী ১৩২৩ হি : হজ্বের উদ্দেশ্যে সফর

করে। হজ্ব শেষে তিনি মক্কা শরীফে একটি পুস্তক রচনা করলেন । এই পুস্তকে তিনি বেশ কয়েকজন বরেণ্য উলামায়ে দেওবন্দের বক্তব্যকে শাব্দিক ও অর্থগতভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে সে এই বিকৃত পথে এমন কিছু অপবাদ আরোপ করে, যা তাদের সম্পর্কে কল্পনা করাও অসম্ভব । সে এই কিতাবে লিখেছে , দেওবন্দী আলেমরা তাদের কিতাবে আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যুক বলেছেন এবং রাসূল স . কে গালি দিয়েছে। এ পুস্তকে সে প্রথম ভন্ড নবুওয়াতের দাবীদার গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কুফুরী বক্তব্য উল্লেখ করেছে। এরপর , দেওবন্দের বড় বড় আলেমকে ওহাবী কাযযাবী দল , ওহাবী শয়তানী দল ইত্যাদিতে বিভক্ত করে বিভিন্ন শিরোনাম দিয়েছে। তার এই চতুরতার মূল উদ্দেশ্য হলো , সাধারণ মানুষ যেন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতো উলামায়ে দেওবন্দকেও কুফুরী আক্বিদার অনুসারী একটি দল মনে করে। এ পুস্তকে সে আকাবিরে দেওবন্দ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ , কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ . ফখরুল আরেফীন হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ ও হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ . এর বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থান করে তাদের সবাইকে সুনিশ্চিত কাফের ফতোয়া দিয়েছে এবং এও লিখেছে যে , যারা তাদেরকে কাফের মনে করবে না , তারাও কাফের । বিভিন্ন পদ্ধতি ও সাজশের মাধ্যমে আহমদ রেজা খাঁ মক্কা -মদীনার আলেমগণের সাক্ষ্য গ্রহণের চেষ্টা করতে থাকে।</p>মক্কা -মদীনার উলামায়ে কেরামের নিকট উলামায়ে দেওবন্দের আক্বিদা - বিশ্বাস্ ও তাদের লিখনী পরিচিত না থাকায় , অনেকেই সেখানে ফতোয়া দেয়ার সময় বলেন যে , যদি বাস্তবেই তাদের আক্বিদা এমন হয়ে থাকে , তবে তারা কাফের হবে।হজ্জ থেকে ফিরে কিছুদিন চুপ -চাপ থেকে ১৩২৫ হি : আহমাদ রেজা খাঁ উক্ত পুস্তিকাটি হুসসামুল হারামাইন নামে প্রকাশ করে। দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের যেসমস্ত বক্তব্যকে বিকৃত করে চরম খেয়ানতের পরিচয় দিয়ে কট্টর বেদয়াতী আহমাদ রেজা খাঁ যে ফতোয়াবাজি করেছিলো, তার স্বরূপ জানতে ড . আল্লামা খালিদ মাহমুদ সাহেবের মুতালায়ে বেরেলভীয়াত নামক বইটি পড়ার অনুরোধ রইল । এছাড়াও শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ . এর আশ-শিহাবুস সাকিব , হযরত মাওলানা মনজুর নু ’মানী সাহেব রহ. এর ফয়সালা কুন মুনাজারা অধ্যয়ন করতে পারেন ।<p> </p>আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ : এ সময় হযরত হোসাইন আহমাদ মাদানী রহ . মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন । মসজিদে নববীতে হযরতের দরস বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলো। হুসসামুল হারামাইন এর কার্যক্রম এমন গোপনীয়তার সাথে করা হয়েছিলো যে , হোসাইন মাদানী রহ . তৎক্ষনাৎ এসম্পর্কে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে যখন এ সম্পর্কে জানতে পারেন , তিনি হারামাই শরীফাইনের আলেমগণকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন ।হারামাইন শরীফাইনের আলেমগণ দেওবন্দেরে উলামায়ে কেরামের এর নিকট ২৬ টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি চিঠি পাঠালেন । বিশুদ্ধ আরবীতে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করেন ফখরুল মুহাদ্দিসীন হযরত

<p> </p><p> </p>

بسم الله الرحمن الرحيم<p> </p>أيها العلماء الكرام ، و الجهابذة العظام ، قد نسب إلى ساحتكم الكريمة أناسٌ عقائد الوهابية ، و أتوا بأوراق و رسائل لا تعرف معانيها لاختلاف اللسان ، نرجو أن تخبرونا بحقيقة الحال و مرادات المقال ، و نحن نسألكم عن أمور اشتهر فيها خلافُ الوهابية عن أهل السنة و الجماعة<p> </p>

<p> </p><p> </p>السؤال الأول و الثاني<p> </p><p>ما قولكم في شدّ الرحال إلى زيارة سيّد الكائنات عليه أفضل الصلوات و التحيات و على آله و صحبه</p> أيّ الأمرين أحبّ إليكم و أفضل لدى أكابرِكم للزائر ، هل ينوي وقتَ الارتحال للزيارة زيارتَه عليه السلام أو ينوي المسجدَ أيضاً ، و قد قال الوهابيةُ: إنّ المسافر إلى المدينة لا ينوي إلا المسجدّ النبويّ. <p> </p><p>

:</p><p>

?

</p><p>

?

?

</p>الجواب<p> </p><p>بسم الله الرحمن الرحيم</p><p>و منه نستمدّ العون و التوفيق و بيده أزِمّة التحقيق</p> حامداً و مصلياً و مسلِّماً<p> </p><p>ليعلم أوّلاً قبل أن نشرع في الجواب أنا – بحمد الله – و مشايخَنا رضوان الله عليهم أجمعين و جميعَ طائفتِنا و جماعتنا : مقلّدون لقدوة الأنام و ذروة الإسلام الإمام الهُمام الإمام

و متّبعون للإمام الهُمام أبي الحسن <p></p>الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفروع
و <p></p>الأشعريّ و الإمام الهمام أبي منصور الماتُرِيْدِيّ رضي الله تعالى عنهما في الاعتقاد و الأصول
منتسِبون من طُرق الصوفيّة إلى الطريقة العليّة المنسوبة إلى السادة النَقْشَبَنْدِيَّة ، و الطريقة الزكيّة
المنسوبة إلى السادة الجِشْتِيَّة ، و الطريقة البَهِية المنسوبة إلى السادة القادِرِيّة ، و الطريقة المرضيّة
ثم ثانياً أنا لا نتكلم بكلام و لا <p></p> <p>المنسوبة إلى السُهَرْوَرْدِيَّة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
نقول قولاً في الدين إلاّ و عليه عندنا دليلٌ من الكتاب أو السنّة أو إجماع الأمّة أو قولٍ من أئِمة المذهب -
و مع ذلك لا ندّعِي أنا مُبَرَّؤون من الخطأ و النسيان في ضلة القلم و زلّة اللسان ، فإنْ ظهَر لنا أنا أخطأنا
في قول ، سواءً كان من الأصول أو الفروع ، فما يمنعُنا الحياءُ أنْ نرجعَ عنه و نُعلِنَ بالرجوع ، كيف لا و قد
رجع أئِمَّتُنا رضوان الله عليهم في كثير من أقوالهم حتى أن إمامَ حرمِ الله تعالى المحترَم إمامَنا الشافعي
فلو ادَّعى أحد <p></p>رضي الله عنه رجعوا في مسائل إلى أقوال بعضهم كما لا يخفى على متبع الحديث
مِن العلماء أنا غلطنا في حكم ، فإن كان من الاعتقاديات فعليه أن يُثبت دعواه بِنصّ من أئمة الكلام ، و إن
كان من الفرعيات فيلزم أن يَبني بنيانه على القول الراجح من أئمة المذهب ، فإذا فعل ذلك فلا يكون منا
<p>– إن شاء اللهُ تعالى - إلا الحسنى ، القبول بالقلب و اللسان و زيادة الشكر بالجنان و الأركان
و ثالثاً أن في أصل اصطلاح بلاد الهند كان إطلاق ‘ الوَهَّابِيّ ’ على من ترَك تقليد الأئمة رضي <p></p>
ثم اتّسع فيه و غلب استعماله على من عمل بالسنة السَنِيّة و ترَك الأمور <p></p>الله تعالى عنهم
المستحدَثة الشنيعة و الرسومَ القبيحة حتى شاع في (بمبيء) و نواحيها أن مَن منَع عن سجدة قبور
الأولياء و طوافِها فهو ‘وهّابيّ’ بل و مَن أظهر حرمةَ الرِّبا فهو وهابيّ و إن كان مِن أكابر أهل الإسلام و
ثم اتّسع فيه حتى صار سبّاً ، فعلى هذا لو قال رجل من أهل الهند لرجل أنه وهابي <p></p>عظمائِهم
فهو لا يدل على أنه فاسد العقيدة بل يدل على أنه سُنِّيٌّ حنفيّ عامل بالسنة مجتنب عن البدعة خائف من
و لما كان مشايخنا رضي الله تعالى عنهم يسعون في إحياء <p></p>الله تعالى في ارتكاب المعصية
السنة و يشمرون في إخماد نيران البدعة غضب جندُ إبليس عليهم و حرفوا كلامهم و بَهَتُوْهم و افتروا
عليهم الافتراءات و رموهم بالوهابيّة و حاشاهم عن ذلك بل و تلك سنّة الله التي سَنها في خواصّ أوليائِه
و كذلِك جَعلْنا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوّاً شياطِينَ الإنسِ و الجنِّ يُوْحِيْ "<p></p>: كما قال الله تعالى في كتابه
فلمّا كان <p></p>" بعضُهم إلى بعضٍ زُخْرُفَ القولِ غُروراً وَ لوْ شاءَ ربُّك ما فعَلوْه فَذَرْهُمْ و ما يفترُوْن
<p></p>ذلك في الأنبياء صلوات الله عليهم و سلامه وجب أن يكون في خلفائهم و من يقوم مقامَهم
كما قال رسولُ الله صلى الله عليه و سلم : " نحن معاشر الأنبياء أشدّ الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل
ليتوفر حظهم و يكمل لهم أجرهم فالذين ابتدعوا البدعات و مالوا إلى الشهوات و اتّخذوا <p></p>"
إلهَهم الهوى و ألقوا أنفسهم في هاوية الردى يفترون علينا الأكاذيب و الأباطيل و ينسبون إلينا الأضاليل
فإذا نُسب إلينا في حضرتكم قولٌ يخالف المذهب فلا تلتفتوا إليه و لا تظنوا بنا إلا خيراً و إن اختلج في
صدوركم فاكتبوا إلينا فإنا نخبركم بحقيقة الحال و الحق من المقال فإنكم عندنا قطب دائرة
<p></p>الإسلام [illegible]
[illegible],</p><p>[illegible]: [illegible], [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible]. [illegible]
[illegible]</p><p>[illegible] - [illegible]
[illegible]. [illegible]. [illegible]</p>[illegible]
[illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]<p> </p><p>[illegible]: [illegible], [illegible]. [illegible]

সুন্নাহ , ইজমায়ে উম্মত অথবা গ্রহণযোগ্য কোন ইমামের বক্তব্য ছাড়া আমরা দ্বীনি বিষয়ে কোন কথা বলি না। তবে আমরা কখনও এ দাবী করি না যে , বলা্ও লেখার ক্ষেত্রে আমরা ভুলের উর্ধ্বে। দ্বীনের মৌলিক আক্বিদা বিষয়ে হোক , কিংবা শাখাগত কোন মাসআলা হোক, যদি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে , এক্ষেত্রে আমরা ভুল করেছি , তবে আমরা উক্ত মাসআলা থেকে ফিরে সঠিক বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কোন ধরণের সংকোচ ও লজ্জা বোধ করি না। নিদ্বিধায় আমরা আমাদের ভুলের ঘোষণা করে প্রকাশ্যে সঠিক বিষয়টা গ্রহণ করে থাকি। এ ব্যাপারে সংকোচের কী আছে ? অথচ আমাদের ইমাম আবু হানিফা রহ . অনেক মাসআলায় পরবতীতে মত পরিবর্তন করেছেন , এমনকি ইমাম শাফেয়ী রহ . অনেক মাসআলায় পূর্ববর্তী মত ত্যাগ করে নতুন মতামত পেশ করেছেন । ইলমুল হাদীসের একজন সাধারণ ব্যক্তিও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। </p>কোন আলেম যদি দাবী করেন, আমরা কোন মাসআলায় ভুল করেছি, আক্বিদা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য হলে ইলমুল কালামের ইমামগণের বক্তব্য দ্বারা আমাদর মাসআলাকে ভুল সাব্যস্ত করবে , আর যদি শাখাগত কোন বিষয় হয়, তবে আমাদের মাযহাবে গ্রহণযোগ্য ও ফতোয়ার উপযুক্ত বক্তব্য দ্বারা আমাদেরকে ভুল প্রমাণিত করবে। কোন আলেম যদি উপর্যুক্ত নীতির আলোকে আমাদের ভুল প্রমাণিত করে , তবে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ প্রত্যক্ষ করবে। তার বক্তব্যকে আমরা মনে - প্রাণে সাদরে গ্রহণ করবো। উপরন্তু অন্তর থেকে আমরা তার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। <p> </p><p>তৃতীয়ত : হিন্দুস্তানের পরিভাষা অনুযায়ী ‘ওহাবী ’ শব্দটি শুরুতে যারা মাযহাব পরিত্যাগ করতো কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হতো। এরপর, এই পরিভাষার ব্যাপক অপব্যবহার শুরু হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা রাসূল স . এর সুন্নাহের উপর আমল করে , প্রচলিত নিকৃষ্ট বিদয়াত ও কু -সংস্কার থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে ওহাবী সম্বোধন করা হতে থাকে। এমনকি মোম্বাই ও তার আশে -পাশের এলাকায় যারা কবরে সিজদা ও ত্বওয়াফ করতে অস্বীকার করে তাদেরকে ওহাবী বলা হতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় হলো , কেউ সুদ হারাম একথা বললেও তাকে ওহাবী বলা হয় , যদিও তিনি মুসলমানদের বড় কোন ইমাম বা শায়খ হোন । অত:পর, এই ওহাবী শব্দের ব্যবহার আরও একধাপ বিকৃত হয়ে গালিতে পরিণত হয় । সুতরাং হিন্দুস্তানের কেউ যদি কাউকে ওহাবী বলে , তবে এটা প্রমাণ করে না যে , সে বাতিল আক্বিদার অনুসারী বরং এটা প্রমাণ করে যে , সে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে এবং বিদয়াত ও কু -সংস্কার থেকে দূরে থেকে রাসূল স. এর সুন্নত অনুসরণ করে। বিদয়াত ও গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সে আল্লাহকে ভয় করে। আমাদের মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামগণ যখন বিদয়াত অপসারণ ও সুন্নত পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু করে , ইবলিসের চেলারা তাদের উপর রাগান্বিত হয়ে পড়ে , তারা তাদের বক্তব্যকে বিকৃত করে , তাদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিতে থাকে , এবং তাদের নামে সমাজে মনগড়া বক্তব্য ও মিথ্যা ছড়াতে থাকে। তাদেরকে এরা ওহাবী অপবাদে অভিযুক্ত করে। অথচ এসমস্ত অভিযোগের সাথে আমাদের উলামায়ে কেরামের ন্যুনতম কোন সম্পর্ক নেই ।</p><p>হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামের উপর এধরনের অপবাদ আরোপের

[illegible],</p><p> وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ </p>[illegible]

[illegible] <p> </p>[illegible]

[illegible]<p> </p>[illegible]<p> </p><p> توضيح

الجواب</p><p> عندنا و عند مشايخنا زيارةُ قبر سيد المرسلين (روحي فداه) من أعظم القربات ، و أهم المثوبات ، و أنجح لنيل الدرجات ، بل قريبة من الواجبات ، و إن كان حصوله بشدّ الرحال ، و بذل المهج و الأموال ، و ينوي وقت الارتحال زيارتَه عليه ألفُ ألف تحية و سلام ، و ينوي معها زيارةَ مسجده صلى الله عليه و سلم و غيرِه من البقاع و المشاهدات الشريفة ، بل الأوْلى ما قال العلامة الهمام ابن الهمام أن يجرّد النية لزيارة قبره عليه الصلاة و السلام ثم يحصل له إذا قدم زيارةُ المسجد ، لأن في ذلك زيادةَ تعظيمه و إجلالِه صلى الله عليه و سلم ، و يوافقه قولُه صلى الله عليه وسلم : " من جاءني زائراً لا تحمله حاجةٌ إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون شفيعاً له يوم القيامة "</p> و كذا نُقل عن العارف السامي الملا جامي أنه أفرد الزيارة عن الحج و هو أقرب إلى مذهب المُحِبِّيْن<p> </p> و أما ما قالت الوهابيةُ من أن المسافر إلى المدينة المنورة على ساكنها ألف ألف تحية لا ينوي إلا المسجد الشريف استدلالاً بقوله عليه الصلاة و السلام : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " : فمردودٌ ، لأن الحديث لا يدلّ على المنع أصلاً بل لو تأمّل ذو فهمٍ ثاقب لَعلِم أنه بدلالة النص يدل على الجواز ، فإن العلة التي استثني بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد أو البقاع : هو فضلُها المختصّ بها ، و هو مع الزيادة موجودٌ في البقعة الشريفة ، فإن البقعة الشريفة و الرحبة المنيفة التي ضم أعضائه صلى الله عليه و سلم أفضل

مطلقاً حتى من الكعبة و من العرش و الكرسيّ كما صرّح به فقهائنا رضي الله عنهم ، و لما استثني
<p>المساجد لذلك الفضل الخاص فأولى ثم أولى أن يستثني البقعة المباركة لذلك الفضل العام
</p><p> و قد صرح بالمسألة كما ذكرنا ، بل بأبسط منها : شيخُنا العلامة شمس العلماء العاملين
مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس الله سره العزيز في رسالته ‘زبدة المناسك ’ في فضل زيارة المدينة
و أيضاً في هذا المبحث الشريف رسالةٌ لشيخ مشايخنا مولانا المفتي </p>المنورة و قد طبعت مراراً
صدر الدين الدهلوي قدس الله سره العزيز أقام فيها الطامّة الكبرى على الوهابية و مَن وافقهم و أتى
ببراهين قاطعة و حُجَج ساطعة سماها ‘أحسن المقال في شرح حديث لا تشد الرحال’ طبعت و اشتهرت
فليراجع إليها و الله تعالى أعلم<p> </p>জবাবের বিস্তারিত বিবরণ : আমাদের পূর্ববর্তী মাশায়েখ ও আমাদের নিকট রাসূল স . এর করব যিয়ারত আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের অনত্যম মাধ্যম এবং বিশেষ পুণ্যের কাজ । উম্মতের জন্য এটি ওয়াজিব না হলেও ওয়াজিবের কাছাকাছি। <p> </p><p>রাসূল স . এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর : রাসূল স . এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা এবং এর জন্য অর্থ ব্যয় করা একটি সওয়াবের কাজ । কেও যদি রাসূল স . এর কবর যিয়ারতের পাশাপাশি মসজিদে নববী ও মদীনার অন্যান্য স্থান যিয়ারতের নিয়ত করে , তবে এতে কোন আপত্তি নেই । তবে এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী উত্তম হলো , সফরের সময় শুধু রাসূল স . এর কবর যিয়ারতের নিয়ত করা। সেখানে পৌঁছলে মসজিদে নববীর যিয়ারত তো এমনিতেই হয়ে যাবে। কেননা , এককভাবে রাসূল স . এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের দ্বারা রাসূল স . এর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং রাসূল স . এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় ।

</p><p>এ বিষয়ে রাসূল স . এর হাদীস রয়েছে , যে ব্যক্তি অন্য কোন প্রয়োজন ছাড়া শুধু আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসবে , কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার দায়িত্ব । ওহাবীদের বক্তব্য হলো , মদীনা শরীফ যিয়ারতের মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করতে হবে। তারা শাদ্দে রিহাল সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। রাসূল স.বলেছ, তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। রাসূল স. এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ প্রমাণে তাদের এ হাদীস কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা , এ হাদীস রাসূল স . এর কবর যিয়ারতকে নিষেধ করে না , বরং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে , এ হাদীসের দালালাতুন নস দ্বারা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বৈধ প্রমাণিত হয় । কেননা , অন্যান্য মসজিদ থেকে তিনটি মসজিদকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কারণ হলো , এ তিনটি মসজিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি। মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে সফর এজন্য বৈধ হয়েছে যে , এর পাশে রাসূল স . এর রওযা শরীফ রয়েছে। আর রওযা শরীফে রাসূল স . সশরীরে অবস্থান করছেন । রাসূল স . দেহ স্পর্শকারী রওযা শরীফ শুধু মসজিদে নববী নয় , বরং কাবা শরীফ এমনকি আল্লাহর আরশ-কুরসী থেকেও

সম্মানিত । বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনটি মসজিদ যদি অন্যান্য মসজিদ থেকে বিশেষিত হয় , তবে রাসূল স . স্বশরীরে কবরে অবস্থানের কারণে এটিকে বিশেষিত করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন ।

</p><p>বিষয়টি স্পষ্ট ও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন , আমাদের শায়খ আল্লামা শামসুল উলামা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ .।তিনি তাঁর যুবদাতুল মানাসিক কিতাবে রাসূল স . এর কবর যিয়ারতের ফযীলত অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । কিতাবটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। </p>এছাড়াও ওহাবীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন , আমাদের শায়খগণের শায়খ মুফতী সদরুদ্দীন দেহলবী রহ . তাঁর আহসানুল মাকাল ফি শরহি হাদীসি লা তুশাদ্দুর রিহাল নামক পুস্তকে। এ পুস্তকে তিনি ওহাবী ও তাদের দোসরদের বক্তব্যকে অসার প্রমাণিত করেছেন এবং তাদের শক্তিশালী দলিলের আলোকে বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন। পুস্তকটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনে এটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

শাহ আমাদ শফি দা .বা সম্পর্কে খান্নাস মাদানির জঘন্য বক্তব্য ও আমাদের বিশ্লেষণ : কার ফতোয়ায় কে কাফের?

January 5, 2014 at 7:52 PM

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আব্দুস সবুর খান সুমন ভাই হাটহাজীর এক ভাইয়ের মাধ্যমে ফূযূযাতে আহমাদিয়া বইয়ের স্ক্রিনশট পাঠিয়েছেন। আবু মুহাম্মাদ ভাই ইল্লাল্লাহ এর যিকির সম্পর্কে বেশ কিছু দলিল দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। পুরো আলোচনাটি ডক ফাইলে ১৮ পৃ . হয়েছে। তিন পর্বে এগুলো পাবলিশ করা হলো।]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ সূরা নাসে কিছু বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা নাসের বাংলা অর্থ : ১) বলুন , আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার ,

২) মানুষের অধিপতির ,

৩) মানুষের মা 'বুদের

৪) তার অনিষ্ট থেকে , যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে ,

৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

আল্লাহ পাক খান্নাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন।

আমরা মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে মানবরূপী শয়তান ও খান্নাস থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাই।

এরা খান্নাসদের কাজ হলো মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা। আজকে এধরনের একজন খান্নাস সম্পর্কে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। তিনি হলেন পিস টিভির বহুল আলোচিত ব্যক্তি মতিউর রহমান মাদানী। দুনিয়ার হক্বপন্থী এমন কোন দল নেই যাদেরকে কাফের-মুশরিকের ট্যাগ তিনি লাগাননি। এসবের বিচার আল্লাহ পাকই করবেন। অর্ধশত বছরের বেশি সময় ধরে যিনি বোখারী শরীফ পড়ান, বাংলাদেশের আলেমকুল শিরোমণি, হাজার হাজার আলেমের উস্তাদ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা আহমাদ শফি দা. বা. কে নাস্তিক বলেছেন। আহমাদ শফি দা.বা. কে নাস্তিক বলার মতো দু:সাহস শাহবাগের নাস্তিকরাও দেখায়নি। অনেক সময় খান্নাসদের কাজ দেখে শয়তানও লজ্জিত হয়ে যায়। সারা জীবন যিনি হাদিসের দরস দেন, তাকে শয়তানও নাস্তিক বলার দু:সাহস দেখাবে না। আমরা সব কিছু বিচারের ভার আল্লাহ পাকের কাছে ন্যস্ত করছি। বোখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস অনুযায়ী মানুষের কথাও পরকালে ওজন করা হবে। আর যারা এধরনের নিকৃষ্ট কথা বলে তাদের অবস্থা কী হবে আল্লাহ পাক ভালো জানেন। তবে কোন মুসলমান যদি অন্য কাউকে কাফের ইত্যাদি বলে তার পরিণতি রাসূল স. হাদিস শরীফে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর,তখন যাচাই করে নিও এবং যে,তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও।

তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর,বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন। {সূরা নিসা-৯৪}

হাদীসে রাসূল সাঃ যে ব্যক্তি কাফের না তাকে কাফের বললে, সেই কুফরী নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে মর্মে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন-

لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك

হযরত আবু জর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুল সাঃ বলেছেন যে , তোমাদের কেউ যদি কাউকে ফাসেক বলে, কিংবা কাফের বলে অথচ লোকটি এমন নয়,তাহলে তা যিনি বলেছেন তার দিকে ফিরে আসবে।

{সহীহ বুখারী , হাদীস নং -৫৬৯৮}

রাসূল স . আরও বলেছেন,

إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما

যখন কোন মুসলমান তার মুসলিম ভাইকে বললো হে কাফের , তবে তাদের মধ্যে যে কোন একজন কাফের হয়ে যাবে। [সহীহ বোখারী , হাদীস নং ৬১০৩]

নবীজী স. কোন মুসলমানকে কাফের বলাকে তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য বলেছেন। কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা শিরকের পরে সবচেয়ে বড় গোনাহ। রাসূল স . বলেছেন,

ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله

কোন মু'মিনকে কাফের হওয়ার অপবাদ দেয়া তাকে হত্যার সমতুল্য।

(বোখারী শরীফ , হাদীস নং ৬০৪৭)

এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। একজন মুসলমানকে কাফের বলা কত ভয়ঙ্কর এসব হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

তাকফিরের ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য :

১.আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহঃ শরহে ফিক্বহুল আকবারে বলেন -

কুফরী সম্পর্কিত বিষয়ে , যখন কোন বিষয়ে ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা থাকে কুফরীর , আর এক ভাগ সম্ভাবনা থাকে , কুফরী না হওয়ার। তাহলে মুফতী ও বিচারকের জন্য উচিত হল কুফরী না

হওয়ার উপর আমল করা। কেননা ভুলের কারণে এক হাজার কাফের বেচে থাকার চেয়ে ভুলে একজন মুসলমান ধ্বংস হওয়া জঘন্য। [শরহু ফিক্বহুল আকবার -১৯৯]

২. আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. আল-বাহরুর রায়েকে লিখেছেন,

إذا كان في المسالة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير

অর্থাৎ কারও মাঝে যদি কাফের হওয়ার অনেকগুলো কারণ পাওয়া যায়, আর কাফের না হওয়ার মাত্র একটি কারণ পাওয়া যায়, তবে মুফতি কাফের না হওয়ার একটি কারণকে প্রাধান্য দিবে এবং কাফের না হওয়ার ফতোয়া দিবে। [আল-বাহরুর রায়েক, খ.৫, পৃ.১৩৪]

৩. কাযি শাওকানী রহ. বলেন,

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار

অর্থাৎ কোন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফুরীটা দিনের সূর্য থেকেও স্পষ্ট হবে না হবে।

[আস সাইলুল জিরার, খ.৪, পৃ.৫৭৮]

অর্থাৎ সূর্যের আলোর চেয়ে কুফুরীটা স্পষ্ট হলে কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা কাউকে কাফের বলার দু:সাহস দেখাবে না।

৪. ইমাম বাকিল্লানি রহ. বলেন,

ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه لايوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك، فيكفر

কারও মতামত বা বক্তব্যের আলোকে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তবে মুসলমানরা যে বিষয়ের একমত হয়েছেন এটি কুফুরী ছাড়া কিছুই নয় এবং কুফুরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবল তখনই কাউকে কাফের বলা যাবে। [ফাতাওয়াস সুবকি, খ.২, পৃ.৫৭৮]

আহমাদ শফি দা.বা সম্পর্কে মাদানির বক্তব্য:

আমরা এখানে শাইখুল ইসলাম আহমাদ শফি দা.বা. সম্পর্কে যা কিছু বলেছে সে সম্পর্কে ডেইলি সকাল নামে একটা পত্রিকার নিউজ,

[[আন্তর্জাতিক ইসলামিক চিন্তাবিদ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমদ শফি সবচেয়ে বড় নাস্তিক। শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী

বলেছেন,কারন আহমদ শফি তার ফুয়ুযাতে আহমাদিয়াতে লিখেছেন ইল্লাল্লা-লা ইলাহা এবং এ কথার দ্বারা তিনি তার ভক্তদের যিকির করতে বলেছেন এটা সম্পুর্ণ কুফুরি কথা। রকম কালেমা আল্লাহ কোন সনদ বা দলীল নাযিল করেননি । না কোরআনুল কারীমে না রাসূলের হাদিসে। আহমদ শফি যা বলে যিকির করতে বলেছেন তার অর্থ:- ইল্লাল্লা অর্থ কিন্তু আল্লাহ আর লা ইলাহা অর্থ ইলাহ নেই । আহমদ শফির এমন যিকিরের কথা বলতে যেয়ে তিনি আরও বলেন, তার এরকম কথা একজন নাস্তিকের মত। মোট কথায় মতিউর রহমান মাদানী আহমদ শফির আক্বিদা মিললেন কালমার্সের সাথে। শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আহমদ শফির লেখা ফুয়ুযাতে আহমাদিয়াতে পৃষ্ঠা নাম্বার ২৩ এ তিনি এরকম তথ্য পেয়ে এ মত প্রকাশ করেন। শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী তার বক্তব্যে আরও বলেছেন, আহমদ শফি তার এরকম লেখাতে ফেরআউন এর চেয়েও বড় কুফুরি করেছেন।]]

লিংক http://www.dailysokal.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE %E0%A6%A6-%E0%A6%B6%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%AC %E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/

নিচের লিংকে মাদানির বক্তব্য পাবেন,

https://www.facebook.com/photo.php?v=446096452158694

এই ভিডিওতে মাদানী যা বলেছে:

একটা প্রশ্ন ছিলো, ফুয়ূযাতে আহমাদিয়া, আহমদ শফির কিতাব এর ২৩ পৃ. আছে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা। এটা তার ভক্তরা জিকির করতেছে।…

[[ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এটা আহমদ শফির কিতাবে আছে? ফুয়ূযাতে আহমদিয়াতে.. যে আহমদ শফি যে ইসলামের হেফাজত করবে নিজের ইসলামেরই হেফাজন নাই। লিখছে যে.. কী? ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর যিকির করতে বলেছে ভক্তদেরকে। এটা কুফুরী কথা। এরকম কালেমা মা আনযালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, আল্লাহ এর কোন সনদ-দলিল নাজিল করেননি; না কুরআনে কারীমে, না রাসূলের হাদিসে। আর অর্থও কুফুরী। ইল্লাল্লাহ লা-ইলাহা। ইল্লাল্লাহ বললেন মানে..কী হলো? কিন্তু আল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ; মাগার আল্লাহ। তারপরে লা-ইলাহা মানে ইলাহ নেই। শেষখানে আপনার মত হলো নাস্তিকতা। কোন ইলাহ নেই। আমার কোন ইলাহ-টেলাহ নেই। তাহলে ধর্ম হচ্ছে আফিম। এটা কার্লমাক্সের ধর্ম। আহমাদ শফির এই আক্বিদা মিলছে কার্লমার্ক্সের সাথে। ফুয়ূযাতে আহমাদিয়া, আহমদ শফির লেখা। পৃ.২৩। আমাদের ভাইয়েরা ইন্টারনেট থেকে, বাহির থেকে বলছেন। হ্যাঁ, যদি কারও

তদন্ত করতে হয় , তদন্ত করেন। আমি তদন্ত করিনি , এজন্য নিজে থেকে বলিনি। আমি যতক্ষণ নিজে কিতাব না পড়ি ততক্ষণ বলি না।]]

ভিডিওটা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করে রেখেছি। কারও প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম বলেছেন সুর্যের আলোর চেয়ে স্পষ্ট না হলে কাউকে কাফের বলা যাবে না। আমাদের মতি চাচা কি সেটা করেছেন। আমাদের মতি চাচা ও তার ভক্ত এখানে কী কী খেলা দেখিয়েছেন , সেগুলো একে একে আলোচনা করছি। শুরুতে বলেছিলাম এদের কাছে শয়তানও হার মানবে। আমাদের আলোচনা শেষে বলবেন এরা শয়তানকে হার মানিয়েছে কি না ? কত বড় জঘণ্য মিথ্যুক হলে এধরনের ডাহা মিথ্যা বানাতে পারে , এই সউদি দালালদের না দেখলে বোঝা যেত না। পেট্র -ডলারের লোভে মানুষ এতটা নীচে নামতে পারে ? নিজের মধ্যে পশুত্ববোধ কতটা থাকলে ৯০ বছরের বেশি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসকে কাফের বলা যেতে পারে ? রাসূল স . বলেছেন, يكونُ في آخِرِ الزمانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ . يأتونَكم من الأحاديثِ بما لم تَسْمَعُوا أنتم ولا آباؤُكم . فإيَّاكم وإيَّاهم . لا يُضِلُّونَكم ولا يَفْتِنُونَكم অর্থাৎ অচিরেই আমারউম্মতের মাঝে একদল মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব হবে , তারা এমন কথা বলবে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তীরাকখনও শোনেনি। তোমরা অবশ্য তাদের থেকে বেচে থাকো। সাবধান , তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে এবংফেতনায় না ফেলে। (মুসলিম শরীফের ভূমিকা)

রাসূল স . এধরনের মিথ্যুক দাজ্জালদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মিথ্যুকদের ফেতনা থেকেবাঁচার তৌফিক দান করুন।

আহমদ শফি সাহেব আসলে কী লিখেছেন:

শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফি দা .বা তার কিতাব ফুয়ূযাতে আহমাদিয়া বইয়ের ২৩ নং পৃ . “যিকরে বারা তাসবীহ ” নামে একটা শিরোনাম দিয়েছেন। এই শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন ,

[[আমাদের পূর্ববর্তী মাশাইখগণ যেহেতু বার শত বার ৩ তসবীহ আদায় করতেন , তাই একে বারো তাসবীহ বা যিকরেদুয়াযদাহ বলা হয় এবং এনামই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।কিন্তু পরবর্তী মাশাইখগণ এর সাথে আরও এক শত বৃদ্ধি করেছেন , যারব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো। ভোর রাত্রে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। অত :পর চার খান্দানের মাশাইখগনের আত্মারউপর ইসালে সওয়াব করবে। তিনবার সূরা ফাতেহা , বারো বার সূরা ইখলাস পড়ে দুয়া করবে। এরপর চার জানু হয়ে বসেজিকির আরম্ভ করবে। সর্বপ্রথম لا إله إلاالله দুইশত বার আদায় করবে। আদায়ের নিয়ম হলো, لا إله বলার সময় মুখকেক্বলবের দিক থেকে শুরু করে ডান কাধের দিকে নিবে। সাথে সাথে এ খেয়াল করবে যে ক্বলব থেকে

গাইরুল্লাহর মহব্বতদূর করে পিছনের দিকে নিক্ষেপ করলাম। তারপর ইল্লাল্লাহ বলে ক্বলবের উপর যরব মারবে। আর খেয়াল করবে যে আমারক্বলবে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতকেই জায়গা দিচ্ছি]

নিচের স্ক্রিনশট দু’টি লক্ষ্য করুন। এখানে আহমাদ শফি সাহেব কোথায় বলেছেন ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা যিকির করতে?
১. প্রথমত: তিনি মোটা অক্ষরে শিরোনাম দিয়েছেন যিকরে বারা তাসবীহ।

অর্থাত বাম থেকে বাংলার মত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । আর যদি ডান থেকে পড়া হয় তখন মতি মাদানীর ইচ্ছাকৃত বিকৃতি সাধন করেসেটা হবে ইল্লাল্লাহ লাইলাহা । এরপরেই বলা হয়েছে " আদায়ের নিয়ম হল (লা ইলাহা) বলার সময় মুখকে ক্বলবের দিক থেকে........ (ইল্লাল্লাহ) বলে ক্বলবের উপর যরব মারবে । আর খেয়াল করবে আমার ক্বলবে একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতকেই জায়গা দিচ্ছি" ।

এখানে স্পস্ট বোঝা যাচ্ছে টাইপিং এর ক্ষেত্রে এলাইনমেন্টের কারণে এই ভুলটা হয়েছে। এই ভুলটা কে করেছেন? আহমাদ শফি সাহেব, না কি যে টাইপ করেছে? এই ভুলের কারণে কোথাও কি বোঝা যাচ্ছে যে কালেমা পরিবর্তন করে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বানানো হয়েছে? খান্নাসটা এতো বড় একজন বুযুর্গকে ফেরআউনের চেয়ে নিকৃষ্ট বলার জন্য নিজে কিতাবটা দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। এর আগে পরে কী লেখা আছে, সেটাও সে দেখেনি। এর চেয়ে মারাত্মক খান্নাস খুজে পাওয়া মুশকিল। এবার আসুন মতিউর রহমানের প্রত্যেকটা কথার বিশ্লেষণ করি।

খান্নাসটা এতো বড় অজ্ঞ যে বারো তাসবীহ কাকে তাও জানে না। বারো তাসবীহের যিকিরে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা নামে কোন যিকির নেই। আর ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা শব্দটি কখনও কারও যিকির হতে পারে না। এই খান্নাসটা যদি অন্তত বারো তাসবীহ সম্পর্কে জানতো তবে সে কখনও এধরনের জঘন্য কথা বলতে পারতো না। দ্বিতীয়ত: এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রথমে লা ইলাহা বলবে এরপর ইল্লাল্লাহ বলবে। সে কেন এটা খেয়াল করলো না? সূর্যের মতো একটা স্পষ্ট বিষয়কে এই অন্ধ খান্নাস কুফুরী বানিয়েছে। আল্লাহ পাকের কাছে মামলা দায়ের করছি, হে আল্লাহ এই আমাদের উস্তাদ ও শায়খ, সকলের উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আহমাদ শফি দা.বা. এর সাথে যেই খান্নাস এমন বেয়াদবি করেছে, তাকে তওবা করার তৌফিক দিন। কপালে হেদায়াত থাকলে হেদায়াত দান করুন। হেদায়াত না থাকলে কাফের মুশরিকদের এই দালালকে তাদের মতোই লান্চিত করুন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কাউকে কাফের বলার জন্য অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ উপস্থাপনের পরই তাকে কাফের বলাযাবে। নতুবা যে কাফের বলবে সেই কাফের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বারো তাসবীহের যিকির কী?

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুফতী নুরুল আমিন সাহেব দা .বা এর আল্লাহর মহব্বত লাভের সহজ উপায় বইয়ের২৯২ পৃষ্ঠায় বারো তাসবীহের জিকিরের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে

১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০-১৫ বার পরে পরে পূর্ণ কালেমা)

২. ইল্লাল্লাহ -৪০০ বার।

৩. আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার।

৪. আল্লাহ -১০০ বার।

এই বারো তাসবীহের কোথায় বলা হয়েছে যে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বলতে হবে ?

তের তাসবীহ যিকির করার তরীকা শারীরিক ডাক্তারদের ন্যায় ওলী -মুর্শিদ ও পীর -মাশায়েখ তথা আত্মিক ডাক্তারগণও রূহানী রোগীর জন্য এই কালিমার অজীফা দিয়ে থাকেন ।

চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়েখের নিকট ১৩ তাসবীহের যিকির খুব প্রসিদ্ধ । আর তা হল

প্রথম দুই 'শ বার, لا إله إلا الله "লা-ইলাহা ইল্লাল্ল্লাহ "। পরবর্তী চার 'শ বার শুধু إلا الله "ইল্লাল্ল্লাহ "। তারপর ছয়'শ বার الله الله "আল্ল্ল্লাহু আ -ল্লাহ্ " এবং সর্ব শেষ এক'শ বার লম্বা টানে শুধু آلله "আল্ল্ল্লা ---হ"। এই মোট ১৩শত বার। এটাকেই ১৩ তাসবীর যিকির বলে। (শরীয়ত ও তরীকত) ১৩ তাসবীহের আমল আমাদের বিগত সমস্ত আকাবের, ওলী-মুর্শিদ পীর মাশায়েখগণ , বুযুর্গানেদ্বীন ও সকল আউলিয়ায়ে কেরাম নিয়মিত করতেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ আমল জারি রেখে ধন্য হয়েছেন । যেমন হযরত শাহ ওলী-উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) ও তাঁর বংশধরসহ ততকালিন সকল পীর মাশায়েখগণ ও ওলামা কেরাম (১) হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী (রহ.) (২) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ) (৩) কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ) (৪) কাসেমূল উলূম হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.) (৫) হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহিম রায়পুরী (রহ) (৬) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারাণপূরী পরে মাদানী (রহ.) (৭) হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (৮) তাবলীগের বানী হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) (৯) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহ.) (১০) তাবলীগের দ্বিতীয় আমীর হযরতজী মাওলানা ইউসূফ (রহ.) (১১) তাবলীগের তৃতীয় আমীর হযরতজী মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ)সহ প্রমুখ আকাবের ও বুযুর্গানে কেরাম সকলেই আজীবন এ ১৩ তাসবীহের যিকির করে গেছেন । যারা দীর্ঘদিন ধরে সকাল বিকাল তিন তাসবীহের আমল করে একটি স্তরে উপনিত হয়ে থাকেন । তাঁদেরকে তাঁদের শায়েখ ১৩

তাসবীহের যিকির শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তার পর ধাপে ধাপে অন্যান্য সবক দিয়ে থাকেন, ফলে তাঁদের যিকিরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এমনকি অনেক আকাবের বুযুর্গগণের তরীকায় চব্বিশ হাজার পর্যন্ত যিকির করার নিয়ম রয়েছে।

ইল্লাল্লাহ নিয়ে এক তথাকথিত তাউহিদবাদীর সাথে আমার কথোপকথন:

মুফতি জসীম উদ্দীন রাহমানীসহ তথাকথিত সালাফীদের একটি বক্তব্য হলো, যে বলল লা ইলাহা, সে কাফের, আবার যেবলল ইল্লাল্লাহ সেও কাফের। এই কথা বলে তারা চরমোনাইসহ চার তরিকার সমস্ত বুযুর্গ ও আলেমকে কাফের বলে থাকে।উল্লেখ্য, তাসাউফের প্রত্যেক বুযুর্গই ইল্লাল্লাহ এর জিকির করে থাকেন। আমাদের পররবর্তী আলোচনায় মতি চাচার আরবীভাষা জ্ঞান, কালেমা সম্পর্কে তার জ্ঞানের দৌড় ইত্যাদি বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো। এর আগে এক তাউহিদবাদী ভাইয়েরসাথে আমার কিছু আলোচনা ।

কার ফতোয়ায় কে কাফের? (২য় পর্ব)
January 5, 2014 at 8:01 PM

(.....পূর্বের পর)

এক ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি বললেন, শুধু ইল্লাল্লাহ বললে কাফের হয়ে যাবে। আমি বললাম, শুধু ইল্লাল্লাহ বললে কাফের হবে কোথায় পেলেন? একটা আয়াত বা হাদীস দেখান। তিনি বললেন, কোন আয়াত বা হাদীসে তো নেই যে, ইল্লাল্লাহ বললে কাফের হয়ে যাবে। আমি বললাম, তাহলে আপনি কীসের ভিত্তিতে বললেন? আপনি দাবি করেন যে, সব কিছু কুরআন ও হাদিস থেকে দেখাবেন। এখান কুরআন হাদিসের দলিল ছাড়া কীভাবে কাফের বললেন?

তিনি বললেন, আমার কাছে তো কুরআন হাদিসের দলিল নেই, তবে যুক্তি আছে। আমি বললাম, আপনার যুক্তি কী?

সে বললো, ইল্লাল্লাহ মানে হলো আল্লাহ ছাড়া। শুধু ইল্লাল্লাহ বললে আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে স্বীকার করে নেয়া হয়।

আমি বললাম, এই অর্থটাকি আপনি আবিষ্কার করলেন না কি এর কোন প্রমাণ আছে? কোন অভিধানে লেখা আছে ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ ছাড়া?

তিনি বললেন, আমি তো কোন অভিধান থেকে বলিনি।

আমি বললাম, প্রমাণ ছাড়া নিজের থেকে কালিমার অর্থ বিকৃত করলেন আপনি। আর আরেকজনকে কাফের বলছেন?

তখন তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন।

আমি বললাম, যখন লজিক দেখাবেন তখন সঠিক লজিক দেখানোর চেষ্টা করবেন। আপনি জানেন, প্রত্যেক ভাষায় কিছু শব্দ আছে। শব্দগুলো পরস্পর মিলে একটা বাক্য তৈরি করে। একটি সম্পূর্ণ বাক্য হলেই মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয়। অসম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা কখনও মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না।যেমন, আমি যদি সারাদিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বলতে থাকি, আপনি এর দ্বারা আমাকে সত্য-মিথ্যা কিছুই বলতে পারেন না। কিন্তু আমি যদি বলি, আব্দুল্লাহ ভালো মানুষ। তখন একটি বাক্য হয়ে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হবে। আব্দুল্লাহ যদি আসলেই ভালো হয়, তবে আমি সত্যবাদী হবো। আর যদি আব্দুল্লাহ ভালো না হয়, তখন আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেন। শুধু আব্দুল্লাহ এক লক্ষ্য বার বললেও আপনি আমাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ আপনি গায়েব জানেন না যে আমি পরবর্তী শব্দে কী বলবো।

এবার বলুন, ইল্লাল্লাহ শব্দটি কোন বাক্য কি না? তিনি বললেন, না। ইল্লাল্লাহ কোন বাক্য নয়। এখানে মাত্র দুটো শব্দ আছে। একটা হলো, ইল্লা, আরেকটা আল্লাহ। এককভাবে ইল্লা কোন অর্থ প্রকাশ করে না। আল্লাহ শব্দের অর্থ বলার প্রয়োজন নেই। এই দু’টো শব্দ বলার দ্বারা আপনি কী বুঝেছেন?

আপনি যদি বলেন, আমি সম্পূর্ণ বাক্য বুঝেছি, তাহলে আমি বলবো, আমি তো পুরো বাক্য বলিনি। আর যদি বলেন, এটা কোন বাক্যই না, তাহলে দু’টো শব্দের উপর ভিত্তি করে একজন মুসলমানকে কেন কাফের বললেন? কাফের বলার ঠিকাদারি নিছেন?

আপনি যদি গায়েব জানতেন, তবে মেনে নিতাম যে পুরো বাক্য না বললেও আপনি তার অন্তরে কী আছে জেনে ফেলেছেন। আর গায়েব না জানেন, তাহলে বলবো, আপনি কালেমার অর্থ জানেন না। রাসূল স. বলেছেন, কোন মুসলমানকে কাফের বললে এদের যে কোন একজন কাফের। আপনি কালেমার অর্থ না জানার কারণে নাউযুবিল্লাহ আপনার ব্যাপারে রাসূল স. এর এই কথা সত্য না হয়। এখনই সাবধান হয়ে যান। আপনি বলেছেন, ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সব ইলাহ আছে। এই অর্থ যদি উদ্দেশ্য নেন, তাহলে পুরো কালেমার অর্থ করুন। লা ইলাহা শব্দের অর্থ কোন ইলাহা নেই। আর ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ ছাড়া সব ইলাহা আছে। এবার আপনার এই অর্থ দুটোকে একত্রে বলুন, “কোন ইলাহা নেই, আল্লাহ ছাড়া সব ইলাহ আছে”। নাউযুবিল্লা। ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। এবার বলুন, আসল কুফুরী কে করেছে? আপনি যদি আসলেই কালেমার এমন অর্থে বিশ্বাস করেন, তাহলে কুফুরী আপনি করছেন।

তথাকথিত এই তাউহীদবাদী আমার কথায় একেবারে থ’ হয়ে গেলেন।

মতি চাচার আরবী জ্ঞান:

আমি মতি চাচার আরবি ভাষা জ্ঞান দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আমি পৃথিবীর তাবৎ মুসলিম-অমুসলিম, আরবীঅনারবী সবাইকে বলবো, আপনারা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর অর্থ বলুন। আপনারা যারা আমার লেখাটি পড়ছেন, আরবীজানা যে কারও কাছ থেকে অর্থটি সংগ্রহ করুন। আমি চ্যালেন্জ করছি, তারা এর কোন অর্থ করতে পারবেন না। আরযদি অর্থ করেন, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ করতে হবে। কারণ এখানে মুসতাসনাকে আগে আনা হয়েছে এবংমুসতাসনা মিনহুকে পরে। এই তাকদিম তা’খীরের কারণে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দটিই বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু এরপরওকেউ যদি অর্থ করে, তবু্ও এর অর্থ হবে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই ।আমি পৃথিবীর আরবি-অনারবি সবাইকেচ্যালেন্জ করলাম তারা এর বাইরে অন্য কোন অর্থ করে দেখাক।

এবার আমাদের মতি চাচার আরবি জ্ঞান দেখুন,

[[ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর যিকির করতে বলেছে ভক্তদেরকে। এটা কুফুরী কথা। এরকম কালেমা মা আনযালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, আল্লাহ এর কোন সনদ-দলিল নাজিল করেননি; না কুরআনে কারীমে, না রাসূলের হাদিসে। আর অর্থও কুফুরী। ইল্লাল্লাহ লা-ইলাহা। ইল্লাল্লাহ বললেন মানে..কী হলো? কিন্তু আল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ; মাগার আল্লাহ। তারপরে লা-ইলাহা মানে ইলাহ নেই। শেষখানে আপনার মত হলো নাস্তিকতা। কোন ইলাহ নেই। আমার কোন ইলাহ-টেলাহ নেই। তাহলে ধর্ম হচ্ছে আফিম।]]

নিরেট পাগল ও নির্বোধ ছাড়া এধরনের শব্দের কেউ এই অর্থ করতে পারে না। আমি আবারও বলছি, আপনি ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর অর্থ আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী করুন, সেটা যদি মাদানির বক্তব্যের ধারে-কাছেও যায়, তবে আপনার কোটি টাকার চ্যালেন্জ মাথা পেতে নেবো। মতি ভক্তরা তাদের তাবৎ দুনিয়ার আরবি সাহিত্যিকদের একত্র করে এভাবে অর্থ করতে পারেন কি না চেষ্টা করে দেখুন। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

কার ফতোয়ায় কে কাফের?

মতি চাচার এই অর্থের কারণে তার ভক্তরা তাকেও কাফের বলতে বাধ্য হবে। কারণ তিনি কালেমা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা থেকে যে অর্থ নিয়েছেন, সেটা কালিমার অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইল্লাল্লাহ লা ইলাহার অর্থ যদি কুফুরী হয়, তবে নাউযুবিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থও কুফুরী। কারণ আরবী বাক্য অনুযায়ী দু’টো বাক্যের অর্থই এক। সুতরাং যে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা কে কুফুরী বলে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেও কুফুরী বলেছে। এবার বলুন কার ফতোয়ায় কে কাফের? এখান থেকে আমরা রাসূল স. এর বক্তব্যের সত্যতা দেথতে পাই। কোন মুসলমানকে কাফের বললে তাদের যে কোন একজন কাফের হয়ে যাবে। এখানে কালেমাকে অস্বীকার করে কাফের হলো কে? আরবী ব্যাকরণ

অনুযায়ী ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বললে যে অর্থ হবে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থও হুবহু এক। ইল্লাল্লাহ লা ইলাহাকে কুফুরী বলার দ্বারা কালেমাকে কুফুরী বলা হয়েছে। মতি ভক্তরা আমার চ্যালেন্জের জবাব দিবেন বলে আশা রাখি।

ফাযায়েলে দুরুদের একটি ঘটনার উপর আপত্তি ও জবাব (পর্ব-৪)
ফাযায়েলে দুরুদের উক্ত ঘটনার উপর মৌলিকভাবে চারটি অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ গুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমাদের তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইদের প্রথম অভিযোগ হলো, এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় নবীজী স. গায়েব জানেন। তিনি গায়েব না জানলে তাদের বিপদের কথা কীভাবে জানলেন? তাদের প্রশ্নটা খুবই চটকদার। অল্পতেই অশিক্ষিত মুসলমানকে ধোকা দেয়ার জন্য যথেষ্ট। একটা বিষয় লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের এই তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইয়েরা অন্যদেরকে কাফের-মুশরিক ট্যাগ দেয়ার জন্য এই কৌশলটা খুব বেশি ব্যবহার করেন। যে কোন একটা কারামত উল্লেখ করে কাফের-

মুশরিক ট্যাগ লাগিয়ে দেন।

আমাদের আজকের আলোচনা কারামত সম্পকের্। আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর ওলী হতে পারে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে যারা রাসূল স. এর সুন্নাহের অনুসারী এবং শরীয়তের বিধি-বিধান পুংখানু পুংখরূপে পালন করে কেবল তারাই বুযুর্গ ও ওলী হতে পারে। বে- শরা পীর, ফকির, মাজারপূজারী, কবরপূজারী, গাজাখোর, ও বিভিন্ন মাজারের বাবারা কখনও

পীর নয়। এরা ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে ওলীর ছদ্মবেশে শয়তানী কাজ -কমর্ পরিচালনা করছে। সুতরাং এদেরকে ওলী মনে করে নিজের দীনকে জলাঞ্জলি দিবেন না। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ ভন্ডদের তালিকায় রয়েছে , মাইজভান্ডারী , তরিকত ফেডারেশন, আটরশি, এনায়েতপুরী , চন্দ্রপাড়া , সুরেশ্বরী , রাজারবাগ , কুতুববাগ ও আনাচে -কানাচে গজিয়ে মাজার ব্যবসায়ী বাবারা। এদের অধিকাংশের বিশ্বাস ও কমর্ এতটা জঘণ্য যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা ইসলাম থেকে বের হয়ে মুশরিক হয়ে যায়। সুতরাং এই যামানার ভন্ড , বেশরা পীর ফকিরদের দিয়ে পৃকত ওলীদেরকে মাপবেন না। বরং প্রকৃত আল্লাহর ওলীরা জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে রাসূল স . এর সুন্নত ও শরীয়তের বিধি -বিধান অনুসরণ করে। যে যতো বেশি শরীয়তের অনুসারী করে সে তত বড় পীর। শরীয়তের বাইরে কোন পীর নেই , কোন ওলী। রাসূল স . এর সুন্নাহের বাইরে কোন বুযুর্গী নেই। যারা শরীয়ত ও সুন্নত না মেনে পীর-বুযুর্গ হওয়ার দাবী করে , তারা কখনও ওলী নয়, ওলী হতেও পারে।

আমাদের এই আহলে হাদীস-সালাফী ভাইয়েরা নিজেদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের অনুসারী দাবী করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহের ধারে কাছেও যায় না। কারামত অস্বীকার করা এটা কি কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশনা ?

কারামত বিশ্বাস করা যাবে না এটা কোন আয়াতে বা হাদীসে আছে ? এদেরকে জিজ্ঞাসা করলে কোন আয়াত বা হাদীস দেখাতে পারবে না। তাহলে এরা কীসের ভিত্তিতে এটা অস্বীকার করে ?

আসলে মু’তাজিলাদের মতবাদ হলো , তারা কারামত অস্বীকার করে। আমাদের এই আহলে হাদীস সালাফী বন্ধুরা এক্ষেত্রে কুরআন -হাদীস তো দূরে থাক , সরাসরি মু ’তাজিলাদের মতবাদকে গ্রহণ করেছে।

আসুন এবার দেখে নেয়া যাক কারামত অস্বীকার করে কারা।

কারামত অস্বীকার করে কারা ?

১. সালাফীদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন,

فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة، والكهان، وبكرامات الصالحين، وهذه طريقة أكثر المعتزلة، وغيرهم كأبي محمد بن حزم، وغيره

একদল বলেছে কোন নবী ব্যতীত অন্যদের হাতে অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবে না। তারা যাদুকর , গণক ও নেককার বুযুর্গদের হাতে সংগঠিত সকল অপ্রাকৃতিক ঘটনা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এটি অধিকাংশ মু ’তাজিলা , ইবনে হাজাম যাহেরী ও অন্য কিছু লোকের মতবাদ।

দেখুন , আন-নুবুয়াত , পৃ .৫, মাজমুউল ফাতাওয়া , খ.১৩, পৃ .৯০

নিচের স্ক্রিন শটটি লক্ষ করুন।

উসুলুদ্দীন , পৃ .১৭৫

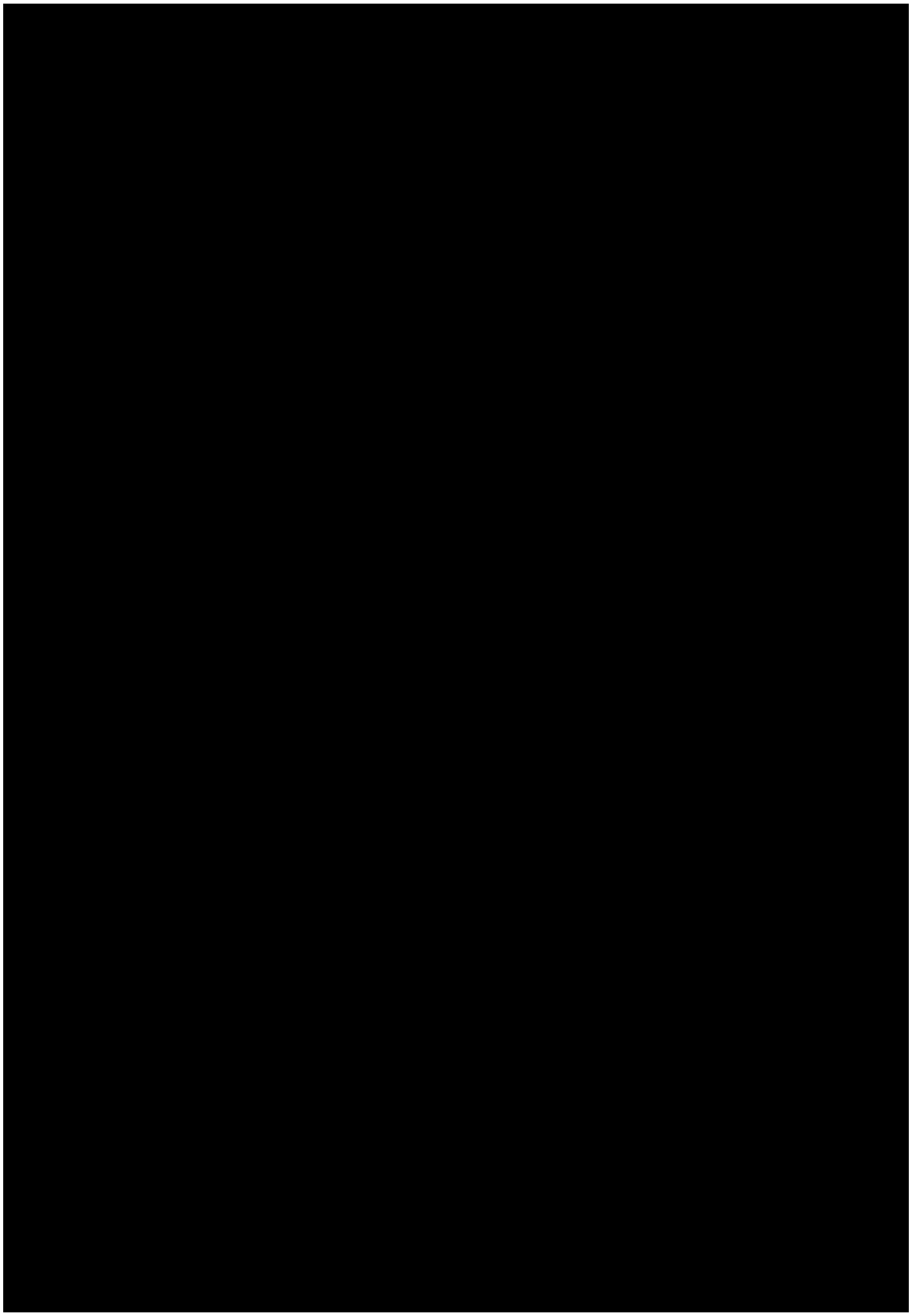

ইমাম আব্দুল গাহের বাগদাদী রহ . বলেন,

وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة

কাদেরিয়া ফেরকা ওলীদের কারামত অস্বীকার করেছে। কেননা এই বেদয়াতীরা নিজেদের মধ্যে কারামতের অধিকারী কাউকে দেখেনি।

উসুলুদ্দীন , পৃ .১৭৫

আব্দুল কাহের বাগদাদী রহ. এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে কাদেরিয়া ফেরকার মধ্যে কোন বুযুর্গ ছিল না, এবং তারা কেউ কারামতের অধিকারী হয়নি বলেই তারা এগুলো অস্বীকার করে থাকে। আমাদের আহলে হাদীস ও সালাফী ভাইদেরও বোধ হয় একই অবস্থা। এদের মধ্যে হয়তো কোন দিন কেউ বুযুর্গের স্তরেই উন্নীত হয়নি, এজন্যই এরা কারামতকে অস্বীকার করে। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. শুরুর দিকে সালাফী মতবাদে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন আফগান জিহাদে এসে কারামত প্রত্যক্ষ করেন, তিনি রীতিমত কারামতের উপর একটি বই লিখেছেন। আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, আফগান মুজাহিদগণের কারামত সম্বলিত একটি কিতাব।

৩. ইবনে হাজার আল-হাইতামী মক্কী রহ. বলেন,

كرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمخاذيل المعتزلة والزيدية

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট ওলীদের কারামত সত্য। মু'তাজিলা ও যায়দী শিয়াদের মতবাদ হলো এরা কারামত অস্বীকার করে।

আল-ফাতাওয়াল হাদিসিয়্যা, পৃ.১০৭-১০৮। দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

এর দ্বারা বোঝা গেল, যায়দী শিয়া, মু'তাজেলা ও কাদেরিয়া ফেরকারা কারামত অস্বীকার করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত তাউহীদবাদী আহলে হাদীস ও সালাফী। আসুন এবার জেনে নেই কারামত স্বীকার করে কারা।

কারামতের স্বীকৃতি দেয় কারা?

১. ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء ، ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سائر الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذ ه الأمة من االصحابة و التابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلي يوم القيامة

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি মূলনীতি হলো, তারা ওলীদের কারামত সত্যায়ন করে। এই কারামতগুলো আল্লাহ তায়ালা অস্বাভাবিক বিষয় হিসেবে ওলীদের মাধ্যমে সংগঠিত করেন। কারামতগুলো বিভিন্নধরনের ইলম, কাশফ, অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হয়। এটি পূর্ববর্তী সকল উম্মত থেকেও বর্ণিত। যেমন সূরা কাহাফ ও অন্যান্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।মুহাম্মাদ স. এর উম্মতের মাঝে যারা প্রথম যুগের রয়েছেন তাদের থেকেও অনেক কারামত বর্ণিত হয়েছেন। সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তী সকল যুগ। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহের মাঝে কারামত সংগঠিত হতে থাকবে।

মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৩ পৃ.১৫৬

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

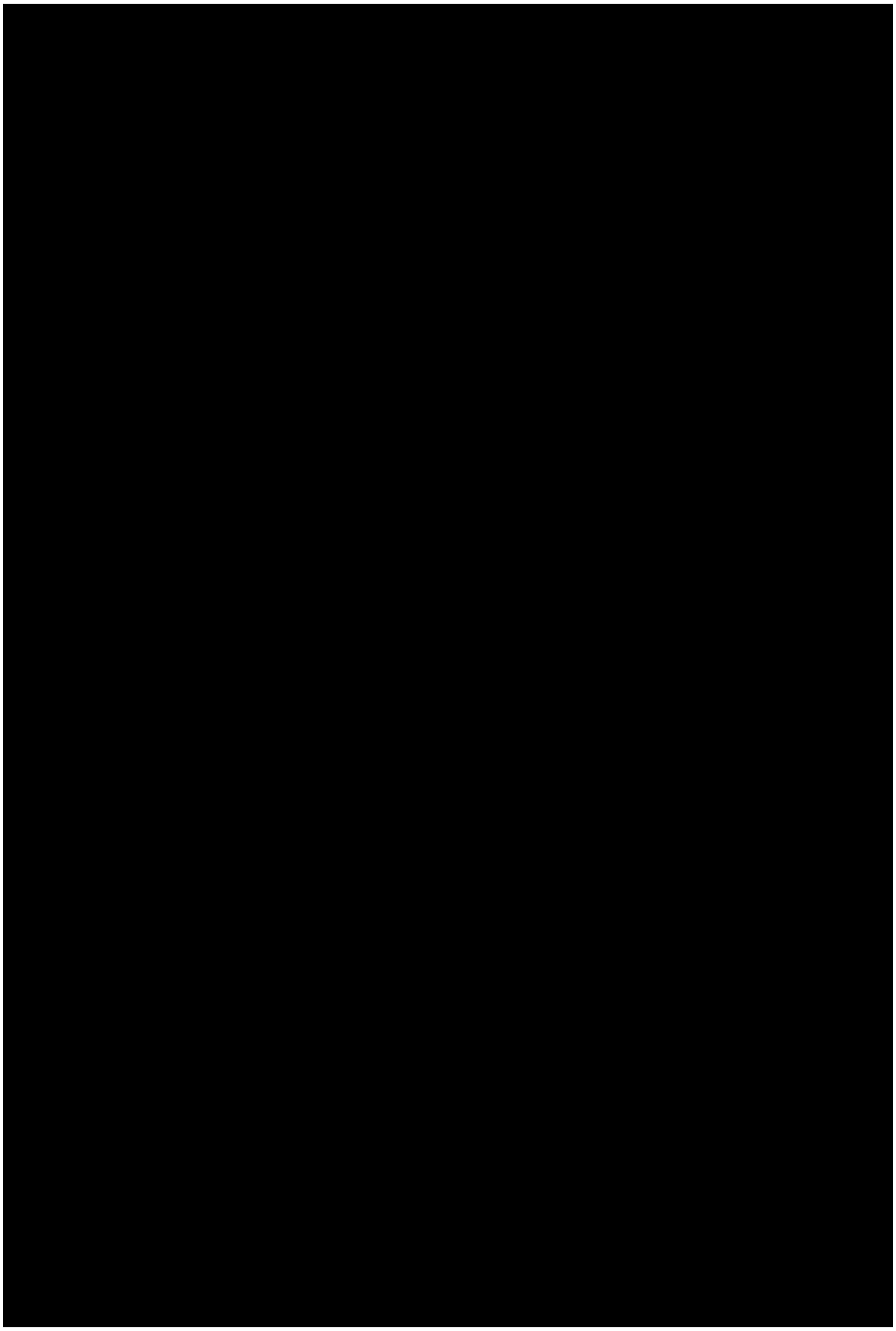

فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ هُمْ الْمُقْتَدُونَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَنْتَهُونَ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ ؛
وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهُ فِيهِ فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَرُوحٍ مِنْهُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ
وَلَهُمْ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ . وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَّةٍ فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاجَةٍ

بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا كَانَتْ مُعْجِزَاتُ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهُ إِنَّمَا حَصَلَتْ بِبَرَكَةِ اتِّبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“[illegible]”

[[illegible]]

[illegible]

ظهور كرامات الأولياء على طريق نقض العادة وخرقها جائز ، لأنه في قدرة الله تعالى ممكن ، وليس فيه وجه من وجوه الاستحالة ، ويجوز أنْ الله تعالى أكرم ولياً بكل آية يخصه ، بذلك ثبت بالكتاب والسنة

[illegible]

[illegible]

إنّ جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات والتأييدات وغيرها من الفضائل ، إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا

[illegible]

[illegible]

ومنها إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة

[illegible]

[illegible]

বর্তমান সময়ের সালাফীরা কথায় কথায় অন্যদেরকে কাফের মুশরিকের ট্যাগ লাগালেও তাদের অনুসরণীয় আলেমরা কিন্তু কারামত চর্চা করে থাকেন। পরবর্তী আলোচনায় সালাফীদের অনুসরণীয় আলেমদের দু'একটি কারামত উল্লেখ করবো। আসুন এবার দেখা যাক সালাফী আলেমরা কারামত সম্পর্কে কী বলেন।

১. সালাফীদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী বলেন,

وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله - تعالى - شيئاً ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله

আমি ওলীদের কারামত ও কাশফ স্বীকার করি। তবে তারা একমাত্র আল্লাহর কোন হক্কের অধিকারী হবে না। তাদের কাছে এমন কিছু চাওয়া যাবে না যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সম্ভব।

মাজমুউ মুয়াল্লাফাতিশ শায়খ, খ.৫, পৃ.১০

তিনি ওলী ও বুযুর্গদের হক আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

الواجب عليهم حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال

তাদের উপর কর্তব্য হলো তারা নেককার বুযুর্গদের মহব্বত করবে, তাদের অনুসরণ করবে, তাদের কারামতের স্বীকৃতি প্রদান করবে। বেদয়াতী ও পথভ্রষ্টরাই কেবল ওলীদের কারামত অস্বীকার করে।

মাজমুয়াতু মুয়াল্লাফাতিশ শাইখ, খ.৪, পৃ.২৮২।

২. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ বলেন,

ولا ننكر كرامات الأولياء، ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريق الشرعية والقوانين المرعية

আমরা ওলীদের কারামত অস্বীকার করি না। আমরা তাদের কারামতকে সত্য বলে স্বীকার করি। আমরা বিশ্বাস করি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের বিধি-বিধান ও নিয়মের মাঝে থাকবেন, তারা আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াতের উপর রয়েছেন।

আদ-দুরারুস সুন্নিয়া, খ.১, পৃ.১২৮।

কারামত আসলে কী?

কারামতের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে ইবনে তাইমিয়া রহ. একটা কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম হলো, কাইদাতুন ফিল মু'জিযাত ওয়াল কারামত। এখান থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم، والقدرة، والغنى، وإن شئت أن تقول: العلم، والقدرة. والقدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغني، والأول أجود. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين.

পূর্ণতার গুণটি মূলত: তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১. ইলম, ২. কুদরত (ক্ষমতা) ও ৩. অমুখাপেক্ষিতা। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, পূর্ণতা ইলম ও কুদরতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুদরত দুই প্রকার। কোন একটি কাজ করার ক্ষমতাকে তা'সীর বলে। কোন কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতাকে অমুখাপেক্ষিতা বলে। তবে প্রথম শ্রেণি বিভাগটি উত্তম।

এই তিনটি গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মাঝেই বিদ্যমান। তিনি তাঁর ইলম দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করেছেন , তিনি সব কিছুর উপর সবর্ ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী।

ক্বাইদাতুন ফিল মু ’জিযাত ওয়াল কারামত , পৃ .৮

এখানে পরিপূর্ণ ক্ষমতা , জ্ঞান ও অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ তায়ালার জন্য। যাদের হাতে কারামত প্রকাশিত হয় , তাদের কেউ এই বিষয়গুলোর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় কেবল ওলীর হাতে কোন কারামাত প্রকাশিত হতে পারে। কারামত ওলীর নিজস্ব ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয়। সে নিজের ক্ষমতায় কারামত দেখায় না , বরং আল্লাহর ইচ্ছায় , আল্লাহর ক্ষমতায় কারাত প্রকাশিত হয়। সুতরাং ওলীদের কারামত কখনও ইলমের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন , কোন ওলী অদৃশ্য কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত হলো। আবার কখনও কারামত ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হতে পারে। যেমন , কোন ওলী অস্বাভাবিক কিছু করলেন , যা অন্যরা করতে পারে না। কারামতের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ . আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করছি।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

فَمَا كَانَ مِنْ الْخَوَارِقِ مِنْ " بَابِ الْعِلْمِ " فَتَارَةً بِأَنْ يُسْمِعَ الْعَبْدَ مَا لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ . وَتَارَةً بِأَنْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا . وَتَارَةً بِأَنْ يَعْلَمَ مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ وَحْيًا وَإِلْهَامًا أَوْ إنْزَالُ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ أَوْ فِرَاسَةٍ صَادِقَةٍ وَيُسَمَّى كَشْفًا وَمُشَاهَدَاتٍ وَمُكَاشَفَاتٍ وَمُخَاطَبَاتٍ : فَالسَّمَاعُ مُخَاطَبَاتٌ وَالرُّؤْيَةُ مُشَاهَدَاتٌ وَالْعِلْمُ مُكَاشَفَةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ كُلُّهُ " كَشْفًا " وَ " مُكَاشَفَةً " أَيْ كَشَفَ لَهُ عَنْهُ

“ইলমের সাথে সংশ্লষ্টি কারাম হলো সসেমস্ত অস্বাভাবিক বিষয় যা বভিন্নি সময় প্রকাশিত হয় যেমন , কখনও কোন কোন বান্দা এমন কিছু শ্রবণ করে যা অন্যরা করে না , কিংবা কখনও স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় এমন জিনিস দেখে , যা অন্যরা দেখে না , অথবা ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে কখনও এমন জিনিস অবগত হয় , যা অন্যরা জানে না , অথবা তার উপর আবশকীয় ইলম অবতীর্ণ হয়, অথবা সত্য ফিরাসাত যাকে কাশফ ও মোশাহাদা বলা হয় , সমষ্টিগতভাবে এগুলোকে কাশফ ও মুকাশাফা বলে অর্থাৎ তার নিকট উন্মোচিত করা হয়েছে ”

[মাজমুউল ফাতাওয়া , খ--১১, পৃষ্ঠা -৩১৩]

কুদরত বা ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট কারামত সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন,

وما كان من باب القدرة فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال،

ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারামত হলো , সৃষ্টির মাঝে ক্ষমতা প্রদর্শন। এটি কখনও ওলীর ইচ্ছাপূরণ , কথা সত্য প্রমাণিত হওয়া বা দুয়া কবুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কখনও এটি এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে , সেখানে ওলীর নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা হাত থাকে না। যেমন , ওলীর শত্রু মারা গেল।

মাজমুউল ফাতাওয়া , খ.১১, পৃ .৩১৩।

আমাদের এই বিস্তারিত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো , গায়েব সংক্রান্ত বিষয়েও যে কারামত হয় সেটা উল্লেখ করা। ফাযায়েলে দুরুদের ঘটনায় যেহেতু প্রথম অভিযোগ হিসেবে গায়েব জানার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে একারণে এবিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা জরুরি।

কাশফ ও ইলম সংক্রান্ত কারামতের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ . বলেন,
وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلًا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام
নবীগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য কাশফ ও ইলমের ক্ষেত্রে কারামতের উদাহরণ হলো , হযরত উমর রা . হযরত যারিয়া ইবনে হাযাম রা . কে দূর থেকে সম্বোধন , হযরত আবু বকর রা. সন্তান জন্মের পূর্বে বলেন যে , তাঁর স্ত্রীর পেটে কন্যা সন্তান , হযরত উমর রা. বলেন, তার পরবর্তী বংশধর একজন ন্যায়পরায়ণ হবে এবং হযরত মুসা আ . এর সঙ্গে হযরত খিযির আ . এর ঘটনা।
ক্বাইদাতুন ফিল মু ’জিযাত ওয়াল কারামাত , পৃ .১৯

গায়েব সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ . এর কারামত:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) “মাদারিজুস সালিকিন শরহু মানাযিলিস সাঈরিন ” নামক কিতাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) □□□□□□□-
أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له : قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال : فلما أكثروا علي قلت : لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام
“তাতারীরা যখন মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং শামে আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন ৭০২ হিঃ সনে শায়েখ (রহঃ) সাধারণ মানুষ এবং আমীর-উমারাদেরকে সংবাদ দিলেন যে , “তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয় ও সাহায্য লাভ করবে। ”। তিনি তাঁর কথার উপর সত্তরটিরও বেশি কসম খেয়েছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন ! অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ বলছি , সম্ভাবনা হিসেবে নয়। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি , যখন তারা আমার উপর পীড়াপীড়ি করল, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা পীড়াপীড়ি কর না , আল্লাহ তায়ালা লউহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন যে , তারা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হবে।
[মাদারিজুস সালিকিন , খ--২, পৃষ্ঠা -৪৮৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্দুল হাদী মুকাদ্দেসী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠক, মাদারিজুস সালিকীন ও আ'লামুল আলিয়্যা গ্রন্থদ্বয় দেখতে পারেন।
¬
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণীঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বিশেষ ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) [illegible]-

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم

“তিনি আমাকে অনেকবার অনেক বাতেনি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি শুধু আমাকে এগুলো বলেছেন এবং এ বিষয় সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলি নি। তিনি আমাকে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু তিনি সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কিছু কিছু আমি ঘটতে দেখেছি এবং অবশিষ্টগুলো সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। তাঁর বড় বড় সাগরেদগণ আমি যা দেখেছি, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি দেখেছেন”
[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা -৪৯০]

আমাদের এই আলোচনা থেকে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না যে, এতোদিন শুনেছি, গায়েব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন, এখন দেখছি কারামত হিসেবে ওলীরাও গায়েব জানেন। এটা আমাদের ইলমের স্বল্পতা। গায়েবের শ্রেণি বিভাগ, কোনটি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন অন্য কেউ নয়, কোনটি মাখলুও জানতে পারে সেসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

যারা ফাযায়েলে দুরুদের উক্ত ঘটনার কারণে কুফুরী-শিরকের ট্যাগ লাগিয়েছেনে, তাদেরকে প্রশ্ন করবো, নাউযুবিল্লাহ আপনারা হযরত আবু বকর রা, হযরত উমর রা. কেও কুফুরীর ট্যাগ লাগাবেন?
আপনাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. কেও কি কাফের-মুশরিক-বেদয়াতী বলবেন? আপনাদের জওয়াবের অপেক্ষায় রইলাম | এখানে যদি জওয়াব না দিতে পারেন, তবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উলামায়ে কেরামের সঙ্গে বেয়াদবি করেন কেন? বড় বড় উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে কুফুরী শিরকের ট্যাগ লাগাতে জিহ্বা আড়ষ্ট হয় না, অথচ আমাদের ছোট্ট একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারেন না? এভাবে আর কতকাল খেয়ানত করবেন? সাধারণ মানুষকে আর কতো বোকা বানাবেন?

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত ও তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইদের কাছে আমার কিছু প্রস্তাব

January 29, 2014 at 12:00 AM

আপনাদের সামনে একটা কুইজ রাখছি। নিচে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত সম্পর্কে যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো যদি হুবহু ফাযায়েলে আমলে থাকতো, তবে তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইয়েরা কী কী মন্তব্য করতেন দয়া করে কমেন্টে উল্লেখ করবেন। কুইজ উন্মুক্ত। ফাযায়েলে আমলের ঘটনা নিয়ে তারা যেমন বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছে আপনারাও কমেন্টে এসব ঘটনার বিশ্লেষণ করবেন। প্রত্যেকটা ঘটনার আলাদা বিশ্লেষণ এবং এগুলোর মাঝে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কী কী কুফুরী-শিরকী বক্তব্য আছে সেটা উল্লেখ করবেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. এসব কারামতের কারণে কতোবার কুফুরী-শিরকের ট্যাগ লাগান সেটাও দেখতে চাই। আর বর্তমান সালাফী শায়খরা যেমন ড.সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ তার জীবনী বিষয়ে আবু হাফস আল-বাযযার এর কিতাবটা তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন এবঙ অন্যান্য শায়খরা এগুলো প্রচার করে থাকেন, মানুষকে এগুলো পড়ার দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কেও আপনাদের মতামত জানতে চাই। যেসব সউদি শায়খরা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এসব কুফুরী কথা প্রচার করে তাদের সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট বক্তব্য চাই। দয়া করে কেউ এড়িয়ে যাবেন না। ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যদি সোনা মাপার দাড়ি পাল্লা ব্যবহার করে থাকেন তবে ইবনে তাইমিয়া ও সউদী শায়খদের ক্ষেত্রে সেই দাড়িপাল্লা যেন পাহাড় মাপার দাঁড়িপাল্লা না হয়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিছু কারামত:

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন তার বিশিষ্ট ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ। তার পৃথক জীবনী লিখেছেন ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট দুই ছাত্র। একজন হলেন, হাফেজ আবু হাফস উমর ইবনে আলি আল-বাযযার (মৃত:৭৪৯ হি:) তিনি আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. আরেক ছাত্র ইবনে আব্দুল হাদী রহ. (মৃত: ৭৪৪ হি:) আরেকটি জীবনী লিখেছেন। তার লিখিত জীবনীর নাম আল-উকুদুল দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।

আমি এখানে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্রদের বর্ণনায় তার কিছু উল্লেখযোগ্য কারামত উল্লেখ করছি।

কারামত-১:

লওহে মাহফুজ দেখে বিজয়ের সংবাদ:

গায়েব সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) “মাদারিজুস সালিকিন শরহু মানাযিলিস সাঈরিন” নামক কিতাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) □□□□□□□-

أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له : قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال : فلما أكثروا علي قلت : لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام

“তাতারীরা যখন মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং শামে আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন ৭০২ হিঃ সনে শায়েখ (রহঃ) সাধারণ মানুষ এবং আমীর-উমারাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, “তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয় ও সাহায্য লাভ করবে।”। তিনি তাঁর কথার উপর সত্তরটিরও বেশি কসম খেয়েছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন! অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ বলছি, সম্ভাবনা হিসেবে নয়। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন তারা আমার উপর পীড়াপীড়ি করল, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা পীড়াপীড়ি কর না, আল্লাহ তায়ালা লউহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন যে, তারা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হবে।

[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৮৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্দুল হাদী মুকাদ্দেসী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠক, মাদারিজুস সালিকীন ও আ’লামুল আলিয়্যা গ্রন্থদ্বয় দেখতে পারেন।

¬

কারামত-২: ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ভবিষ্যৎবাণী:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বিশেষ ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) □□□□□□□-

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف ما شاهدته والله أعلم

“তিনি আমাকে অনেকবার অনেক বাতেনি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি শুধু আমাকে এগুলো বলেছেন এবং এ বিষয় সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলি নি। তিনি আমাকে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু তিনি সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কিছু কিছু আমি ঘটতে দেখেছি এবং অবশিষ্টগুলো সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। তাঁর বড় বড় সাগরেদগণ আমি যা দেখেছি, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি দেখেছেন”

[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৯০]

কারামত-৩: অন্তরের বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া:

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ছাত্র আবু হাফস উমর আল-বাযযার বলেন,

"أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال كلامنا فيها وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها

ثم أن الشيخ رضي الله عنه حضر فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسأله ويذكر أقوال العلماء ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأله عنه وبين لنا ما قصدنا أن نستعلمه منه فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا أولا مبهوتين متعجبين مما كاشفنا به وأظهره الله عليه مما كان في خواطرنا."

অর্থাৎ আমার সাথে একজন সম্মানিত আলেমের কয়েকটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হলো। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা অনেক দীঘর্ হলো। প্রত্যেক মাসআলায় আমরা এভাবে কথা শেষ করলাম যে, মাসআলার সমাধান ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কাছ থেকে জেনে নিবো।

এরপর শায়খ রহ. আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। আমরা যখন মাসআলাগুলো সম্পর্কে শায়খকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করলাম তিনি আমাদের জিজ্ঞাসার পূর্বেই আলোচনা শুরু করলেন। তিনি আমাদের আলোচনা অনুযায়ী একের পর এক মাসআলার সমাধান বলতেছিলেন। প্রত্যেক মাসআলায় আমাদের কাঙ্খিত উত্তর প্রদান করছিলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেকটি মাসআলায় উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এবং দলিল অনুযায়ী প্রাধান্য পাওয়া মাসআলাটি উল্লেখ করছিলেন। অবশেষে তিনি আমাদের আলোচিত সর্বশেষ মাসআলাটির সমাধান প্রদান করলেন। আমাদের অন্তরের বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালা এভাবে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করায় উপস্থিত লোকজন, আমার সঙ্গী ও আমি আশ্চর্যন্বিত ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৩, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন ,

এছাড়া আবু হাফস আল-বাযযার অন্তরের বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ . এর অবগত হওয়া সম্পর্কে আরও বলেন,

و كنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضر لي إيراد فما يستتم خاطري به حتي يشرع فيرده و يذكر الجواب من عدة وجوه

অর্থাৎ আমি যখন যেসময়ে তার সংস্পর্শে ছিলাম , তখন আমার মনে কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে তিনি এর জওয়াব দিতে শুরু করতেন এবং কয়েকভাবে এর উত্তর প্রদান করতেন।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া , পৃ .৫৩, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৪: অন্যের সাহায্য

"وحدثني الشيخ الصالح المقريء أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق قال فاتفق أنى لما قدمتها لم يكن معي شئ من النفقة البتة وأنا لا اعرف أحدا من أهلها فجعلت أمشي في زقاق منها كالحائر فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعا فسلم وهش في وجهي ووضع في يدي صرة فيها دراهم صالحة وقال لي انفق هذه الآن وخلي خاطرك مما أنت فيه فإن الله لا يضيعك ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي فدعوت له وفرحت بذلك، وقلت لبعض من رأيته من الناس من هذا الشيخ؟ فقال وكأنك لا تعرفه هذا ابن تيمية

আমার নিকট শায়খ সালেহ আল –মুকরী বর্ণনা করেন , তিনি দামেশকের উদ্দেশে সফর করেন। তিনি বলেন , ঘটনাক্রমে ঐ সফরে আমার সঙ্গে কোন চলার মতো কোন খাবার বা অর্থ ছিলো না। আমি ওখানকার কাউকে চিনতাম না। এ অবস্থায় আমি উদভ্রান্তের মতো দামেশকের অলি - গলিতে ঘুরছিলাম। হঠাৎ একজন শায়খ আমার দিকে দ্রুত গতিতে হেঁটে এলেন। তিনি হাস্যোজ্জল মুখে সালাম দিলেন। তিনি আমার হাতে একটা থলি দিলেন যাতে কিছু খাটি দিরহাম ছিলো। এরপর বললেন , “ এগুলো ব্যবহার করো। তোমার অন্তরে যেই পেরেশানী আছে এগুলো ঝেড়ে ফেলো। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করবেন না। ” একথা বলে তিনি একই পথে ফিরে গেলেন। তিনি যেন শুধু আমার কাছেই এসেছিলেন। আমি তার জন্য দুয়া করলাম এবং এতে আনন্দি হলাম। আমি অন্যান্য মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম , এই শায়খ কে? তারা বললো, তুমি মনে হয় শায়খকে চেনো না , তিনি হলেন ইবনে তাইমিয়া।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ .৫৪, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

কারামত -৫:

وحدثني الشيخ العالم المقريء تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح المقريء احمد بن سعيد قال سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيما بها فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض فأنزلت في بعض الأمكنة فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي فأجبته وأنا ضعيف فدخل إلي جماعة من أصحاب الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق فقلت كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت هذه الساعة فذكروا أن الشيخ أخبرنا بأنك قدمت وأنت مريض وأمرنا أن نسرع بنقلك وما رأينا أحدا جاء ولا أخبرنا بشيء، فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه."

শায়খ সালেহ আল-মুকরী এর ছেলে শায়খ তাকিউদ্দীন আব্দুল্লাহ আল -মুকরী আমাকে বলেছেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ . যখন মিশরে ছিলেন তখন আমি মিশরে সফর করি। আমি রাতে মিশরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন আমার কাছে ভারী বোঝা ছিল আর আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি এক জায়গায় গিয়ে বাহন থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি আমার নাম ও উপনাম ধরে ডাকছে। আমি দুর্বল শরীরে তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন শায়খ ইবনে তাইমিয়ার একদল ছাত্র আমার নিকট এলো। তাদের সাথে আমি পূর্বে দামেশকে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম , তোমরা আমার আগমন সম্পর্কে কীভাবে জানলে; অথচ আমি মাত্র এলাম ? তারা বলল, শায়খ ইবনে তাইমিয়া তাদেরকে বলেছে যে , আপনি এসেছেন এবং আপনার শরীর অসুস্থ। আমাদেরকে দ্রুত আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমরা কাউকে আসতেও দেখিনি এবং আপনার সম্পর্কে কেউ পূর্বে সংবাদও দেয়নি। আমি তখন বুঝলাম এটি শায়খের কারামত।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ .৫৪, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

কারামত -৬:

"وحدثني أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتني حتى من الجلوس فلم اشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل مشتد بالحمى والمرض فدعا لي وقال جاءت العافية، فما هو إلا أن فارقني وجاءت العافية وشفيت من وقتي"

শায়খ সালেহ আল-মুকরী এর ছেলে শায়খ তাকিউদ্দীন আব্দুল্লাহ আল -মুকরী আরও বলেন, আমি দামেশকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলাম। এমনকি আমি বসতেও পারতাম না। হঠাৎ আমার মাথার নিকট শায়খকে দেখতে পেলাম।তখন আমি মারাত্মক জ্বর ও রোগে আক্রান্ত ছিলাম।তিনি

আমার জন্য দুয়া করলেন এবং বললেন , সুস্থতা চলে এসেছে।তিনি আমার কাছ থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া , পৃ .৫৫, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৭:

"وحدثني أيضا قال أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرز قال قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا، فلما كان بعد أيام ونفدت نفقتي أردت أن اخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه فمنعني وأجلسني دونهم فلما خلا المجلس دفع إلي جملة دراهم وقال أنت الآن بغير نفقة فارتفق بهذه فعجبت من ذلك وعلمت أن الله كشفه على حالي أولا لما كان معي نفقة وآخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة."

আমার নিকট তিনি আরও বর্ণনা করেছেন , আমার নিকট শায়খ ইবনে ইমাদুদ্দিন আল -মুকরী আল-মুতাররায বর্ণনা করেন , তিনি বলেন আমি একবার শায়খের নিকট আগমন করলাম। তখন আমার কাছে খরচের টাকা -পয়সা ছিলো। আমি তাকে সালাম দিলাম , তিনি উত্তর দিলেন এবং আমাকে স্বাগত জানালেন। আমাকে তিনি তার নিকটে বসালেন। এবার তিনি আমার জীবিকা নির্বাহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না। কিছুদিন পর আমার খরচের উপকরণ শেষ হয়ে গেল। তখন আমি তার পিছে নামায আদায় করে তার মজলিশ থেকে বের হতে উদ্যত হলাম। তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বসতে বললেন। এরপর যখন মজলিশ শেষ হলো , তখন তিনি আমাকে কিছু দিরহাম দিয়ে বললেন, এখন তোমার কোন খরচের টাকা-পয়সা নেই। এগুলো ব্যবহার করতে থাকে। এ ঘটনায় আমি বিস্মিত হলাম। বুঝলাম যে আল্লাহ তায়ালা আমার পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা শায়খের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া , পৃ .৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৮: মৃত সম্পর্কে সংবাদ :

"وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ دمشق وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا، وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين فتوجه إلى الله ثم قال أبشروا فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض.قال الذي حدثني

فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ما مضى إلا ثلاث مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض."

আমার নিকট বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যখন মোগলরা দামেশক ও অন্যান্য অন্চল দখলের জন্য শামে আক্রমণ করলো, দামেশকের অধিবাসীরা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এসময় একদল মুসলমান শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে মুসলমানদের জন্য দুয়া করার অনুরোধ করলেন। তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন। এরপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তিন দিন পর তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এমনকি তোমরা দেখবে যে একটার উপর আরেকটা মাথা স্তুপ হয়ে থাকবে। ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, তৃতীয় দিন দামেশকের প্রবেশ মুখে শত্রুদের মাথাগুলো একটার উপর আরেকটা স্তুপ হয়েছিলো যেমন শায়খ বলেছিলেন।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৯:

"وحدثني الشيخ الصالح الورع عثمان بن احمد بن عيسى النساج أن الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق في كل أسبوع فجاء على عادته فعادهم فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي سريعا وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه فلما رآه هش له وأدناه ثم دفع إليه نفقة وقال قد شفاك الله فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك أيجوز أن تترك زوجتك وبناتك أربعا ضيعة وتقيم هاهنا؟ فقبل يده وقال يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك وقال الفتى وعجبت مما كاشفني به وكنت قد تركتهم بلا نفقة ولم يكن قد عرف بحالي أحد من أهل دمشق."

শায়খ উসমান ইবনে আহমাদ ইবনে ইসা আন-নাসসাজ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. দামেশকের বিমারিস্তান নামক জায়গায় প্রত্যেক সপ্তাহে রোগীদের দেখতে আসতেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি রোগী দেখতে এলেন। তাদের মধ্যে এক যুবককে তিনি দেখলেন এবং তার জন্য দুয়া করলেন। সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। যুবকটি শায়খকে সালাম দেয়ার জন্য এলো। তাকে দেখে শায়খ হাসিমুখে নিকটে বসালেন। তার কাছে কিছু খরচের টাকা-পয়সা দিলেন এবং বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সুস্থ করেছেন। সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করো যে তুমি দ্রুত পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। তোমার জন্য কখনও বৈধ হবে যে তোমার স্ত্রী ও চার কন্যাকে ধ্বংসের মুখে রেখে এখানে অবস্থান করবে? যুবকটি বলল, আমি তার হাতে চুমু দিলাম এবং বললাম, শায়খ, আমি আল্লাহর নিকট আপনার হাতে তওবা করছি।

আমি তার কাশফ দেখে বিস্মিত হলাম। বাস্তবেই আমি আমার পরিবারকে সহায়-সম্বলহীন রেখে এসেছিলাম।দামেশকের কেউ আামার পরিবার সম্পর্কে অবগত ছিলো না।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া , পৃ .৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

এই কারামতগুলো লিখে আবু হাফস আল-বাযযার রহ . লিখেছেন ,

و كرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرة جدا لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها . ومن أظهر كراماته أنه ما سمع بأحد عاداه أو غض عنه إلا و أبتلي بعدة بلايا غالبها في دينه وهذا ظاهر مشهور لا يحتاج فيه إلي شرح صفته

শায়খ রহ. অনেক কারামত রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে সেগুলো উল্লেখ করা সঙ্গত নয়। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ করামত হলো যে কেউ শায়খের বিরোধীতা করেছে বা তার সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে , সে বিভিন্ন ধরনের বালা -মুসীবতে নিপতিত হয়েছে। বেশিরভাগ মুসীবত দীন সম্পর্কীয়। বিষয়গুলো স্পষ্ট ও প্রকাশিত। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক।

[আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া , পৃ .৫৮, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল - মুনজিদ , প্রকাশকাল , ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ , বয়রুত, লেবানন]

কাশফ ও ইলহাম সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ . এর অনেক কারামত রয়েছে। এ বিষয়ে তার অনেক বক্তব্যও আছে। এগুলোর কিছু কিছু ইবনে তাইমিয়া রহ . এর দৃষ্টিতে তাসাউফ বইয়ে উল্লেখ করেছি। দু :খজনক বিষয় হলো, আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় এখনও শুরু করা হয়নি। আজ এখানেই ইতি টানছি। পরবর্তী আলোচনায় গায়েব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হবে।

ইমাম বোখারী রহ . সম্পর্কে আলবানী সাহেবের অন্যায় সমালোচনা (পর্ব -১)

20 September 2013 at 16:34

ইমাম বোখারী রহ . এর ব্যক্তিত্ব ও ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে তার অবস্থান কারও অজানা নয়। হাদীস শাস্ত্রের অদ্বিতীয় এই ইমামের খেদমতকে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে কবুল করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান তার কাছে ঋণী।

উলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ও মতানৈক্য একটি স্বত :সিদ্ধ বিষয়। ইজতেহাদ ও মাসআলা আহরণের ক্ষেত্রে এটি দোষণীয় হওয়ার পরিবের্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বিবেচিত হয়। ইমাম বোখারী রহ . এর সাথে যুগে যুগে বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। এটি যেমন ইমাম বোখারীর সুউচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না , তেমনি মতানৈক্য করা দোষণীয় সেটাও প্রমাণ করে না। উলামায়ে

কেরামের মাঝে অধিকাংশ মতানৈক্য ফিকহী মাসআলা-মাসাইল ও শাখাগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ। আক্বিদাগত বিষয়ে মেৌলিকভাবে কোন মতানৈক্য না হওয়াই শরীয়তের নির্দেশ। আক্বিদার ক্ষেত্রেও সামান্য মতানৈক্য হতে পারে, কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত কাউকে এই সামান্য মতানৈক্যের কারণে কাফের-মুশরিক, বিদআতী, গোমরাহ, মুলহিদ, যিন্দিক বা এজাতীয় গর্হিত শব্দ ব্যবহার কোনভাবেই কাম্য নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত পূর্ব থেকেই এই নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে।

শায়খ আলবানী ইমাম বোখারী রহ. এর সাথে অসংখ্য মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন। কিন্তু একারণে তিনি সমালোচিত হবেন না এবং এটাকে দোষণীয় মনে করার কিছু নেই। শায়খ আলবানী বোখারী শরীফের বেশ কয়েকটি হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, কিন্তু একারণেও শায়খ আলবানীর সমালোচনা করা হবে না বরং ইলমী আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করা হবে।

আক্বিদা বিষয়ে যদিও কোন ধরণের মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয, কিন্তু এক্ষেত্রে আলবানী সাহেব অনেক উলামায়ে কেরামের সাথে মতানৈক্য করেছেন। এমনকি সউদীর বিখ্যাত শায়খ ইবনে বায রহ. ও সালেহ আল-উসাইমিন রহ. এর সাথে আক্বিদার ক্ষেত্রে তার অনেক মতানৈক্য রয়েছে।

এ বিষয়ে ড. সায়াদ আল বারীক এর লেখা আল-ই'জায ফি বা'যি মাখতালাফা ফিহিল আলবানী ও ইবনে উসাইমিন ও ইবনে বায নামক কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সাথে অনেক বিষয়ে আলবানী সাহেবের আক্বিদাগত বিরোধ রয়েছে। এ্ই বিরোধগুরো খুব সাধারণ বিষয়ে নয়, বরং এগুলোর কারণে যে কোন একজনকে গোমরাহ বলা খুবই সহজ ব্যাপার। এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, শায়খ হাসান বিন আলী আস সাক্কাফ তার আল-বিশারতু ওয়াল ইতহাফ ফিমা বাইনা ইবনে তাইমিয়া ওয়াল আল-বানী ফিল আক্বিদাতি মিনাল ইখতেলাফ নামক বইয়ে। আক্বিদা বিষয়ে তআলবানী সাহেব নিজের ঘরানা আলেমদের সমালোচনা না করলেও ইসলামের ইতিহাসে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত হিসেবে খ্যাত আশআরী ও মাতুরীতিদেরকে ন্যাক্কারজনক ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণের অংশ হিসেবে বড় বড় ইমামগণও তাদেরও সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকেনি। এ বিষয়গুলো বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য পৃথক বইয়ের প্রযোজন।

বর্তমানে তথকথিত সালাফী আক্বিদার অনুসারীগণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আচরণ বিধি ও নীতি-মালার কোন তোয়াক্কা না করে খুবই সাধারণভাবে মানুষকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকে। কাউকে কাফের মুশরিক বলা যেন এদের কাছে পানি ভাতের মতো। তাদের এই আচরণ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এগুলো তারা সহীহ আক্বিদা অনুসরণের নামে করে থাকে।

এবার আমাদের মূল আলোচনায় আসা যাক। আলবানী সাহেব ইমাম বোখারী এর সাথে কোন বিষয়ে মতানৈক্য করলে সেটা আলোচনার প্রযোজন ছিলো না, কিন্তু তিনি একটি আক্বিদার ক্ষেত্রে রীতিমত ইমাম বোখারীর সম্পর্কে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। আক্বিদার ক্ষেত্রে তাদের এই তাকফীরি মনোভাব কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয এবং এটি কোনভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর নয়।

আমরা এখানে প্রত্যেকটি বিষয় দলিল সহ স্ক্রিনশট দিয়ে আলোচনা করবো এবঙ প্রত্যেকটি বিষয়ে অনেক স্কিনশট থাকবে। এ ব্যাপারে সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে, আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার জন্য বিরক্ত হবেন না।

ইমাম বোখারী রহ. সম্পর্কে শায়খ আলবানীর বক্তব্য:

ইমাম বোখারী রহ. বোখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর তথা তাফসীর অধ্যায়ে সূরা ক্বাসাসের ৮৮ নং এর যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, সেটা মূলত: আলবানী সাহেবের আক্বিদা ও নীতি-মালার বিরোধী হওয়ার কারণে ইমাম বোখারীকে আক্রমণ করেছেন। আমরা শুরুতে নাসিরুদ্দিন আলবানী সাহেবের সম্পূর্ণ কথোপকথ উল্লেখ করবো।

মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত শায়খ আলবানীর ফতোয়া সঙ্কলন, ফতোয়াশ শায়ক আল-আলবানী এর ৫২২ ও ৫২৩ পৃ. স্কিনশট নিচে দেয়া হলো।

শায়খ আলবানীর উক্ত বক্তব্যটি তার মাকতাবাতু তুরাসিল ইসলামী যেমন প্রকাশ করেছে, তেমনি মাকতাবায়ে শামেলা শায়খের উক্ত বক্তব্যটি দুরুসুন লিশ শায়খিল আলবানী নামক বইয়ে প্রকাশ করেছে। নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন:

দু'টি প্রকাশনীর কথা এজন্য উল্লেখ করলাম, শামেলাতে প্রকাশিত কথোপকথন এবং মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত কথোপকথনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো,

১.মাকতাবাতুত তুরাসিল ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায় প্রশ্নের শুরুতে يا شيخ রয়েছে , কিন্তু শামেলাতে এটি নেই ।

২.তুরাসিল ইসলামী তে রয়েছে , أو أنا بالأمس قد ذكرت مسألة কিন্তু শামেলাতে এই কথাটি নেই । বরং শুধু এভাবে রয়েছে , أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه المسألة

৩.তুরাসুল ইসলামীতে আন মা 'না রয়েছে , কিন্তু শামেলাতে মি মা 'না রয়েছে।

৪.তুরাসুল ইসলামী থেকে প্রকাশিত বইয়ে রয়েছে , বি সারাহাতিন , কিন্তু শামেলাতে রয়েছে , সারাহাতান।

৫. তুরাসুল ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায় রয়েছে , أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح অথচ শামেলাতে রয়েছে , أن نقل هذا الرجل إن شاء الله صحيح

৬.তুরাসূল ইসলামীতে রয়েছে , মুমকিনুন কিন্তু শামেলাতে রযেছে , ইমকিনু।

৭.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , ولكن أريد أن أقرأ عليك علامة في هذا الكتاب অথচ শামেলাতে রয়েছে , ولكن أقرأ عليك كلامه في هذا الكتاب

৮.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , ফাহুয়া ইয়াকুলু কিন্তু শামেলাতে রযেছে , ইয ইয়াকুলু।

৯.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , আনা তবআন আল ইউম কিন্তু শামেলাতে রয়েছে , ফাআনাল ইউম রজা'তু।

১০.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , فما أعرف جوابكم কিন্তু শামেলাতে রয়েছে , فما جوابكم؟

১১.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , جوابي قدم سلفا কিন্তু শামেলাতে রয়েছে , جوابي تقدم سلفاً

১২.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , أنت سمعت مني الشك শামেলাতে রয়েছে , أنت سمعت مني التشكيك

১৩.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , راجعت هذه العبارة শামেলাতে রয়েছে , أني مرة راجعت هذه العبارة

১৪.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , ما في غير هذا কিন্তু শামেলাতে রয়েছে , ولا شيء غيرها

১৫.তুরাসুল ইসলামীতে রয়েছে , هذا يا أخي ما يحتاج إلي تدليل علي بطلانه কিন্তু শামেলাতে রয়েছে , هذا يا أخي! لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه

একই মজলিশের আলোচনায় মাত্র দুই পৃষ্ঠায় এতগুলো পার্থক্য থাকা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু পার্থক্য সাধারণ পর্যায়ের এবঙ কিছু পার্থক্য একটু গুরুতর। যাই হোক আমরা দু 'টি

بيان قول البخاري في تفسير: (كل شيء هالك إلا وجهه)

السؤال

لي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول: أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت: إن الإمام البخاري ترجم في صحيحه في معنى قوله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص:88] قال: إلا ملكه.

صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه: دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر ، كتبه أحمد عصام الكاتب ، وكنت معتقداً أن نقل هذا الرجل إن شاء الله صحيح، ولازلت أقول: يمكن أن يكون نقله صحيحاً، ولكن أقرأ عليك كلامه في هذا الكتاب.

إذ يقول: قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص في قوله تعالى: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص:88]، أي: إلا ملكه، ويقال: (إلا) ما أريد به وجه الله، وقوله: إلا ملكه، قال الحافظ في رواية النسفي وقال معمر فذكره، و معمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى ، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن ، لكن بلفظ (إلا هو)، فأنا رجعت اليوم إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت لـ صحيح البخاري دون الفتح ، فلم أجد هذا الكلام للإمام البخاري ، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن الإمام البخاري ، فما جوابكم؟

الجواب

جوابي تقدم سلفاً.

السائل: أنا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع في كلام على الإمام البخاري .

الشيخ: أنت سمعت مني التشكيك في أن يقول البخاري هذه الكلمة؛ لأن تفسير قوله تعالى: { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن:27] أي: ملكه، يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن، وقلت أيضاً: إن كان هذا موجوداً فقد يكون في بعض النسخ، فإذاً الجواب تقدم سلفاً، وأنت جزاك الله خيراً الآن بهذا الكلام الذي ذكرته تؤكد أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل.

السائل: يا شيخنا! على هذا كأن مثل هذا القول موجود في الفتح ، وأنا أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم، فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال، أي: أنه موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له: إنه لا يوجد إلا الله عز وجل، وإلا مخلوقات الله عز وجل، ولا شيء غيرها، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه، أي: إلا ملكه، إذاً ما هو الشيء الهالك؟!! الشيخ: هذا يا أخي! لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه، لكن المهم أن ننزه الإمام البخاري عن أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات، وهو سلفي العقيدة والحمد لله

অনুবাদ :

প্রশ্ন :

আমার কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নগুলো শুরু করার পূর্বে আমি বলবো , আমি গতকাল এই মাসআলাটি আলোচনা করার সময় একটা বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি। বিষয়টি হলো , বোখারী শরীফে সুরা ক্বাসাসের ৮৮ নং আয়াত (আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারী রহ . আল্লাহর চেহারা এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ রাজত্ব (অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে)।

স্পষ্টত : আমি এই কথাটি একটি কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছি। কিতাবের নাম হলো , দিরাসাতুন তাহলীলিয়াতুন লিআকিদাতি ইবনে হাজার। কিতাবটি লিখেছেন , আহমাদ ইসাম আল-কাতিব। আমি বিশ্বাস করি , এই লোকটির উদ্ধৃতি ইনশাআল্লাহ সঠিক। আমি এখনও বলছি , তার উদ্ধৃতি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমি আপনার সম্মুখে তার বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি। সে লিখেছে , [পবিত্র কুরআনের সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াত তথা , আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এর ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারী রহ . এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন , আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয়েছে , তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম বোখারী এর বক্তব্য [আল্লহর রাজত্ব ব্যতীত ..] ইবনে হাজার আসকালানী রহ . লিখেছেন , [ইমাম বোখারী থেকে নাসাফী রহ . এর বর্ণনায় রয়েছে , وقال معمر (ইমাম মা 'মার বলেছেন),

অত:পর, ইমাম বোখারী রহ . উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন । (অর্থাৎ নাসাফীর বর্ণনায় রয়েছে , আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে , এটি ইমাম মা 'মার এর বক্তব্য

এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বোখারী এটা বর্ণনা করেছেন)। এখানে ইমাম মা 'মার হলেন , আবু উবাইদা ইবনুল মুসান্না। ইমাম মা 'মার তার মাজাযুল কুরআনে এ সম্পর্কে লিখেছেন , তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন , আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।] (ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য শেষ হলো)।

আমি আজ ফাতহুল বারী দেখেছি, কিন্তু ইমাম বোখারী রহ. এর বক্তব্যটি পাইনি এবং ফাতহুল বারী ছাড়া শুধু বোখারী শরীফ দেখেছি, সেখানেও পাইনি। তবে তিনি বোধ হয় ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি ইমাম নাসাফীর বর্ণনায রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার উত্তর কী?

উত্তর:

আমার উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আমি এটি উল্লেখ করেছি যেন ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যাপারে কোন অমূলক কথা না বলি..

শায়খ: ইমাম বোখারী রহ. এ কথা বলেছেন কি না, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহের বিষয়টি তুমি আমার কাছ থেকে শুনেছো। কেননা, আল্লাহর বাণী (মহান পরাক্রমশালী ও মহা সম্মানিত আল্লাহর চেহারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে) এর ব্যাখ্যা আল্লাহর রাজত্ব অবশিষ্ট থাকবে। হে আমার ভাই, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না। আমি এও বলেছি, উক্ত কথাটি যদি থাকে, তবে কিছু নুসখায় রয়েছে। সুতরাং আমার উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জাযাকাল্লাহ, আপনি এখন যে কথাটি উল্লেখ করলেন, তা বিষয়টিকে শক্তিশালী করে যে, হুবহু তা'তীলের পর্যায়ভুক্ত ব্যাখ্যাটি বোখারী শরীফে নেই।

প্রশ্নকর্তা:

হে আমাদের শায়খ, তবে ফাতহুল বারীতে এধরণের একটি কথা রয়েছে। এবং আমার স্মরণ রয়েছে, আমি একবার তাদের দলিলে এটি দেখেছি। সুতরাং এজাতীয় একটি দলিল আমি পেয়েছি। অর্থাৎ কথাটি রযেছে, তবে কিছু নুসখায়। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, হয়তো আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান থাকবে এবং তার মাখলুক বিদ্যমান থাকবে, এর বাইরে কিছু নেই। সুতরাং যখন আল্লাহ তায়ালার চেহারা বা তার রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হবে, তাহলে এখানে কোন জিনিস ধ্বংস হবে?

শায়খ:

উক্ত ব্যাখ্যাটি বাতিল হওয়ার জন্য কোন দলিলের প্রযোজন নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমাম বোখারী রহ. কর্তৃক উক্ত আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা থেকে তাকে আমরা মুক্ত মনে করবো। তিনি হাদীস শাস্ত্র ও সিফাত সম্পর্কিত বিষয়ের ইমাম। আল-হামদুলিল্লাহ তিনি সালাফী আক্বিদার অনুসারী।

(অনুবাদ শেষ হলো)

উপরে আলবানী সাহেবের সঙ্গে একটি আক্বিদার বিষয়ে একজন প্রশ্নকারীর কিছু কথোপকথন উল্লেখ করা হযেছে। আক্বিদাগত পরিভাষার সাথে যারা পরিচিত নন, তাদের কাছে উক্ত আলোচনার মর্ম অস্পষ্ট থাকতে পারে। এখানে আসলে কী আলোচনা করা হলো অনেকে হয়তো সেটাই ধরতে পারছেন না। আমরা ইনশাআল্রাহ পর্যায়ক্রমে সহজে উক্ত আলোচনাটি উপস্থপানের চেষ্টা করবো।

এখানে খুব সাধারণ কিছু বিষয় বোঝা প্রয়োজন,

১. ইমাম বোখারী এমন কী ব্যাখ্যা করেছেন, যার কারণে তার উপর অভিযোগ করা হলো।

২. উক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা ইমাম বোখারী করেছেন, সেটা কি আসলেই ভুল এবং এই ব্যাখ্যাটা কি এমন যে, তা কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে পারে না?

৩. ইমাম বোখারীর ব্যাখ্যাটাকে শায়খ আলবানী হুবহু তা'তীল বলেছেন, এখানে জানার বিষয় হলো, তা'তীল কী, এবং শরীয়তে তা'তীলের বিধান কী?

৪. ইমাম বোখারীর উক্ত ব্যাখ্যাটাকি আসলেই হুবহু তা'তীলের অন্তর্ভূক্ত?

৫. শায়খ আলবানী যে ইমাম বোখারী কর্তুক এধরণের ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন, এই সন্দেহের বাস্তবাত কী?

৬. বোখারী শরীফের কিছু নুসখায় থাকার ব্যাপারে আলবানী সাহেবের উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

কিছু মৌলিক কথা:

সালাফীরা তাউহীদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে থাকে। ইবনে তাইমিয়া রহ. দুইভাগে ভাগ করেছেন, ১. তাউহদীদুর রুবুবিয়া ২. তাউহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

পরবর্তী সালাফীরা একে তিন ভাগে ভাগ করে থাকে,

১. তাউহিদুর রুবিবিয়া।

২. তাউহিদুল উলুহিয়া

৩. তাউহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

অবশ্য সালাফীদের শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম রহ. তাউহীদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

১. আল্রাহর অস্তিত্বের উপর ইমাম রাখা।

২. আল্লাহর প্রভূত্বের উপর ইমান রাখা।

৩. আল্লাহর উলুহিয়্যাত তথা আল্লাহর ইবাদতের উপর ইমান রাখা।

৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ইমান রাখা।

শায়খ সালেহ আল-ফাউযানও তাউহীদকে এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যদিও তাউহীদকে এভাবে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক রয়েছে। শায়খ হাসান বিন আলী আস সাক্বাফ এই বিভাজনের বিরুদ্ধে একটি কিতাব লিখেছেন, আত-তানদীদ লিমান আদ্দাদাত তাউহীত।

যাই হোক, উপরে প্রত্যেকের বিভাজনে একটি বিষয় রয়েছে, সেটি হলো, তাউহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ইমান আনয়ন করা।

এই বিষয়ে মুলত: আশআরী - মাতুরীদি এবঙ হাম্বলী তথা বর্তমানের সালাফীদের সাথে যতো বিরোধ। আমি বিস্তারিত কোন আলোচনায় যাবো না। আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত আয়ায়ত ও হাদীস সম্পর্কে সালাফীদের বক্তব্য হলো, এগুলোর কোন ব্যাখ্যা করা যাবে না। যারা আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যা করে তাদেরকে এরা জাহমিয়া ও মুয়াত্তিলা বলে। জাহমিয়া মূলত: জাহাম ইবনে সাফওয়ান (৭৮ হি:-১২৮ হি:) এর অনুসারীদেরকে বলা হতো। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবে একাংশ যারা সমগ্র আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা আশআরী ও মাতুরীদেরকে জাহমিয়া ও মুয়াত্তিলা বলে।

যাই হোক, বর্তমানের তথাকথিত সালাফীদের মূল বিষয় হলো, তারা আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা কারীকে জাহমিয়া, মুয়াত্তিলা ইত্যাদি নামে

আখ্যায়িত করে থাকে। আর এধরণের ব্যাখ্যাকে তারা তাউহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের পরিপন্থী মনে করে। তা'তীল শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু অস্বীকার বা বাতিল করা। যারা আল্লাহ সিফাত বা গুণ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যা বা অস্বীকার করে তাদেরকে এরা মুয়াত্তিলা বলে। আর এই ব্যাখ্যা করাকে তা'তীল মনে করে।

সূরা ক্বাসাসের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহর ওয়াজহ বা চেহারার কথা বলা হয়েছে। এখন ইমাম বোখারী রহ. এই চেহারা শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহর রাজত্ব করেছেন। ইমাম বোখারীর এই ব্যাখ্যাটার কারেণই আলবানী সাহেবের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হযেছে। এধরনের ব্যাখ্যা যেহেতু সালাফীদের নিকট তাদের তাউহীদি ধারণার পরিপন্থী অর্থাৎ তাউহীদু আসমা ওয়াস সিফাত এর পরিপন্থী একারণে আলবানী সাহেব বলেছেন, এই ব্যাখ্যাটা কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না। আর এভাবেই, হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম বোখারী রহ. এর উক্ত ব্যাখ্যাকে তাদের দৃষ্টিতে কুফুরী মতবাদ তা'তীলের অন্তর্ভূক্ত মনে করেছেন এবং ইমাম বোখারীর বক্তব্যটাকে বলে মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না বলে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইমাম বোখারী রহ. এর অবস্থান: সূরা কাসাসের ৮৮ নং আযাতে আল্লাহর চেহারা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর রাজত্ব।

আলবানী সাহেব যা করেছেন: ১. ইমাম বোখারী রহ. উক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, এটা কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না। তাহলে এটা কার কথা? ২. তিনি উক্ত ব্যাখ্যাটাকে কুফূরী মতবাদ তা'তীলের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ৩.দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে বোখারী শরীফে বিষয়টি থাকা সত্বেও কিছু নুসখায় আছে বলে একটা মারাত্মক ভুল দাবী করেছেন।

আলবানী সাহেবের কথা অনুযায়ী উক্ত ব্যাখ্যাটি তা'তীল এবং কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয়। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলবানী সাহেব এর কথা তার কোন ভক্ত অস্বীকার করতে পারবেন না। এখন, বিষয়টি যদি বোখারীতে থাকে, তাহলে ইমাম বোখারী আলবানীর আক্রমণের অন্তর্ভূক্ত হবেন, আর যদি না থাকে তাহলে তিনি এর থেকে মুক্ত থাকবেন। একই ভাবে আলবানীর এই তাকফিরি বক্তব্য তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যারা উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

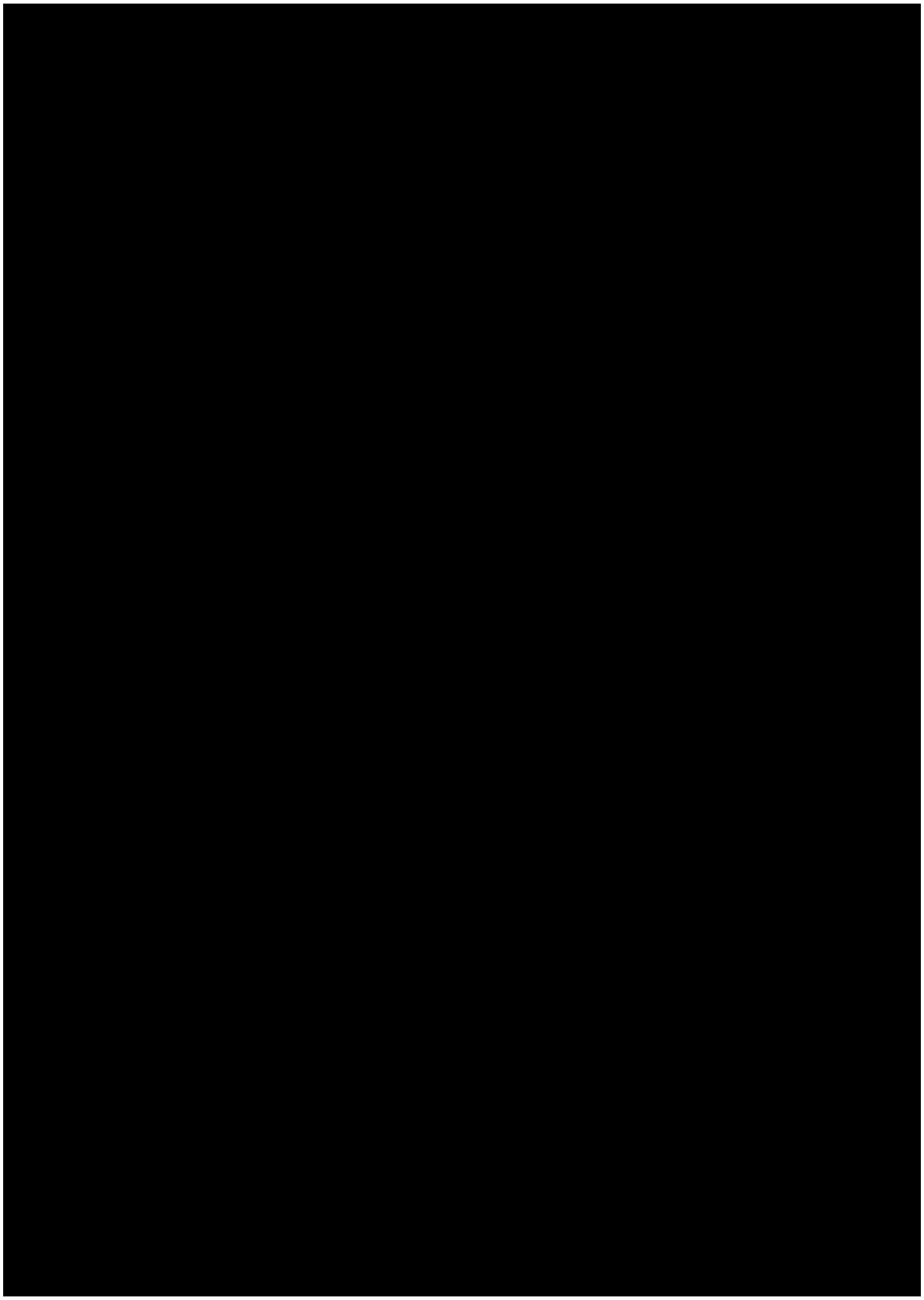

20 September 2013 at 13:56

পূর্বের পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শায়খ আলবানী ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয় এবং এটি তা'তীলের অন্তর্ভুক্ত। আসুন, প্রথমে আমরা জেনে নেই, তা'তীল বা মুয়াত্তিলাদের সম্পর্কে সালাফীরেদ বক্তব্য কি। আলোচান দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করবো।

উদাহরণ: (১)

সালাফীদের বিভিন্ন শায়খদের সমন্বয়ে লিখিত ১৬ খন্ডে প্রকাশিত আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফিল আজইবাতনুন নজদিয়া নামক কিতাবে রয়েছে,

فإن تعطيل الصفات، عما دلت عليه كفر، والتشبيه فيها كذلك كفر

অর্থাৎ কোন সিফাতকে বাতিল তথা তা'তীল করা কুফূরী এবঙ একইভাবে কোন সিফাতকে তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেয়াও কুফুরী।

সূত্র: আদ-দুরারুস সুন্নিয়া ফিল আজইবাতনুন নজদিয়, খ.২, পৃ.৩১, তাহকীক: আব্দুর রহামন বিন মুহাম্মাদ বিন ক্বাসেম। ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৬

নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন,

সালাফীরা মুয়াত্তিলাদের পাশাপাশি জাহমিয়াদেরকেও কাফের বলে থাকে। উল্লেখ্য, বর্তমানে তারা জাহমিয়া দ্বারা আশআরী ও মাতুরীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। বিখ্যাত ইমাম ও মুফাসসির তাফসীরে কাবীরের গ্রন্থকার আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী রহ. এর বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ কয়েকটি কিতাব লিখেছেন। এগুলোর মূল কারণ হলো, ফখরুদ্দিন রাযী রহ. আশআরী আক্বিদার অনুসারী ছিছেন। বিশেষভাবে ইবনে তাইমিয়ার বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া বইটি আশআরী ও মাতুরীদেরে বিরুদ্ধে লেখা। এই বয়ে তিনি জাহমিয়া দ্বারা এদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ বইয়ে এই দুই আক্বিদার অনুসারীদের

সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে এটি 10 খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবে মূল নাম হলো, নকজু আসাসিত তাকদীস। ফখরুদ্দিন রাযী রহ. এর বিখ্যাত কিতাব আসাসুত তাকদীস এর বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়া রহ. এই কিতাবটি লেখেন। এই বিষয়ে মতানৈক্যৈর কারণে ফখরুদ্দিন রাযীকে বিভিন্ন গর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। যার অনেকগুলো তাকফিরি শব্দ। অথচ এই ধরণের আচরণ কখনই শরীয়ত সমর্থিত নয়।

উদাহরণ(২): সম্প্রতি দারুল আসিমা থেকে প্রকাশিত ইজমাউ আহলিস সুন্নাতিন নববিয়্যাতি আলা তাকফিরিল মুয়াত্তিলাতিল জাহমিয়্যাতি। এটি মূলত: সউদীর বিখ্যাত তিন শায়খের রচনার সঙ্কলন। ১.ইবরাহিম ইবনে আব্দুল লতিফ ২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতিফ। ৩. শায়খ সুলাইমান বিন সাহমান।

এই তিন শায়খ মুয়াত্তিলা ও জাহমিয়াদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আহলে সু্ন্নাত ওযাল জামাতের ইজমা বা ঐকমত্যের দাবী করেছেন। তারা তাদের কিতাবে জাহমিয়া ও মুয়াত্তিলাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের তাকফিরি শব্দ উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণ (৩): যারা আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে তাদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়াও অনেক তাকফিরি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষভাবে মুয়াত্তিলা ও জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে। ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া-তে মুয়ত্তিলা ও জাহমিয়াদের সম্পর্কে কুফূরীর কথা উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করুন,

উপরের সামান্য আলোচনা থেকে পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সালাফিদের নিকট তা'তীল কতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অনেকেই তা'তীল ও মুয়াত্তিলাদের সম্পর্কে না জেনে বিষয়টিকে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক মনে করেছেন। শায়খ আলবানী যখন ইমাম বোখারী রহ. এর উক্ত বক্তব্যকে হুবহু তা'তীল বলে উল্লেখ করলেন, তখন এটি কতো মারাত্মক কথা তা উপরের কয়েকটি থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

আমি দ্বিতীয় পর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হওয়াই তৃতীয় পর্বে ইনশাআল্লাহ উল্লেখ করা হবে।

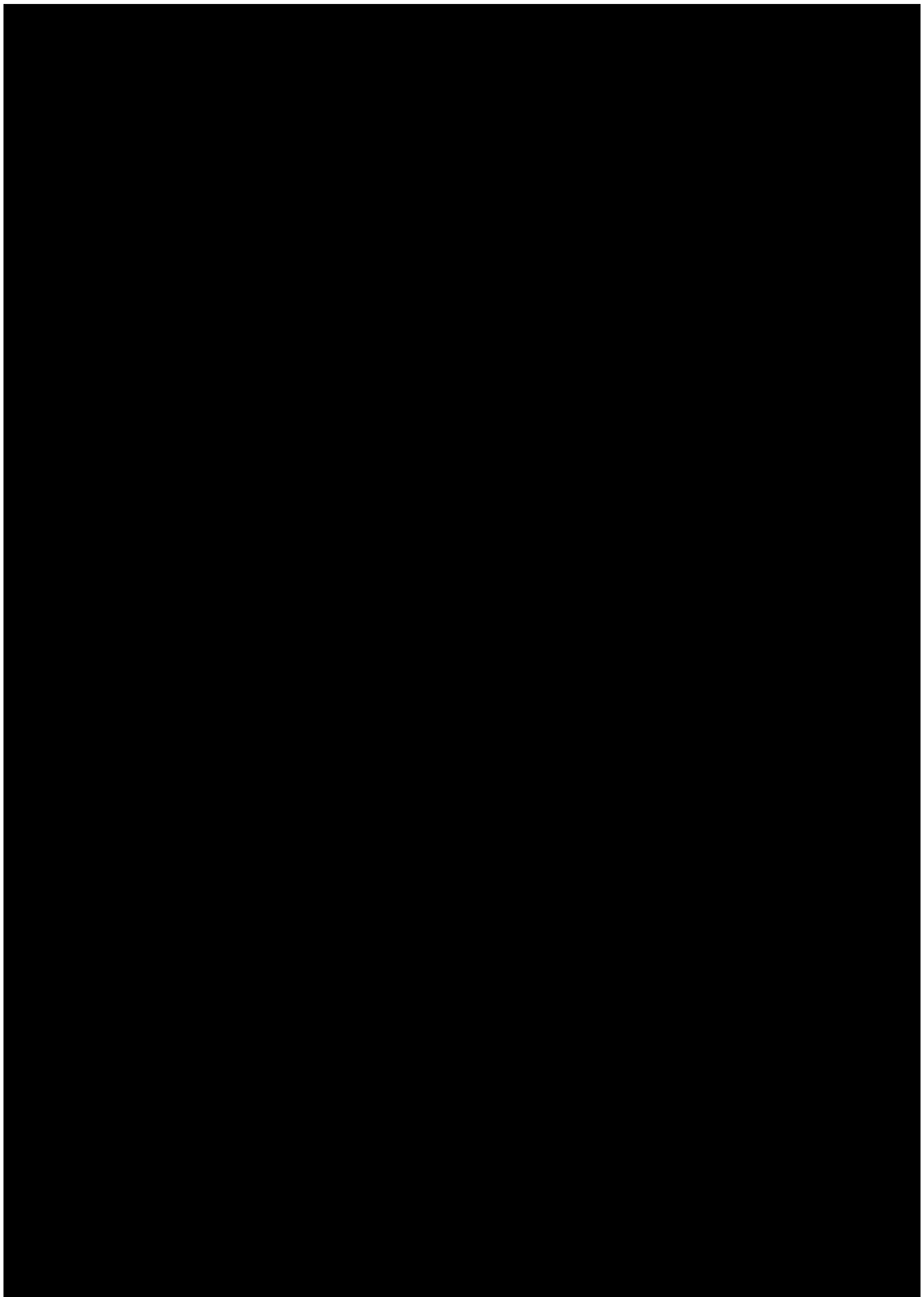

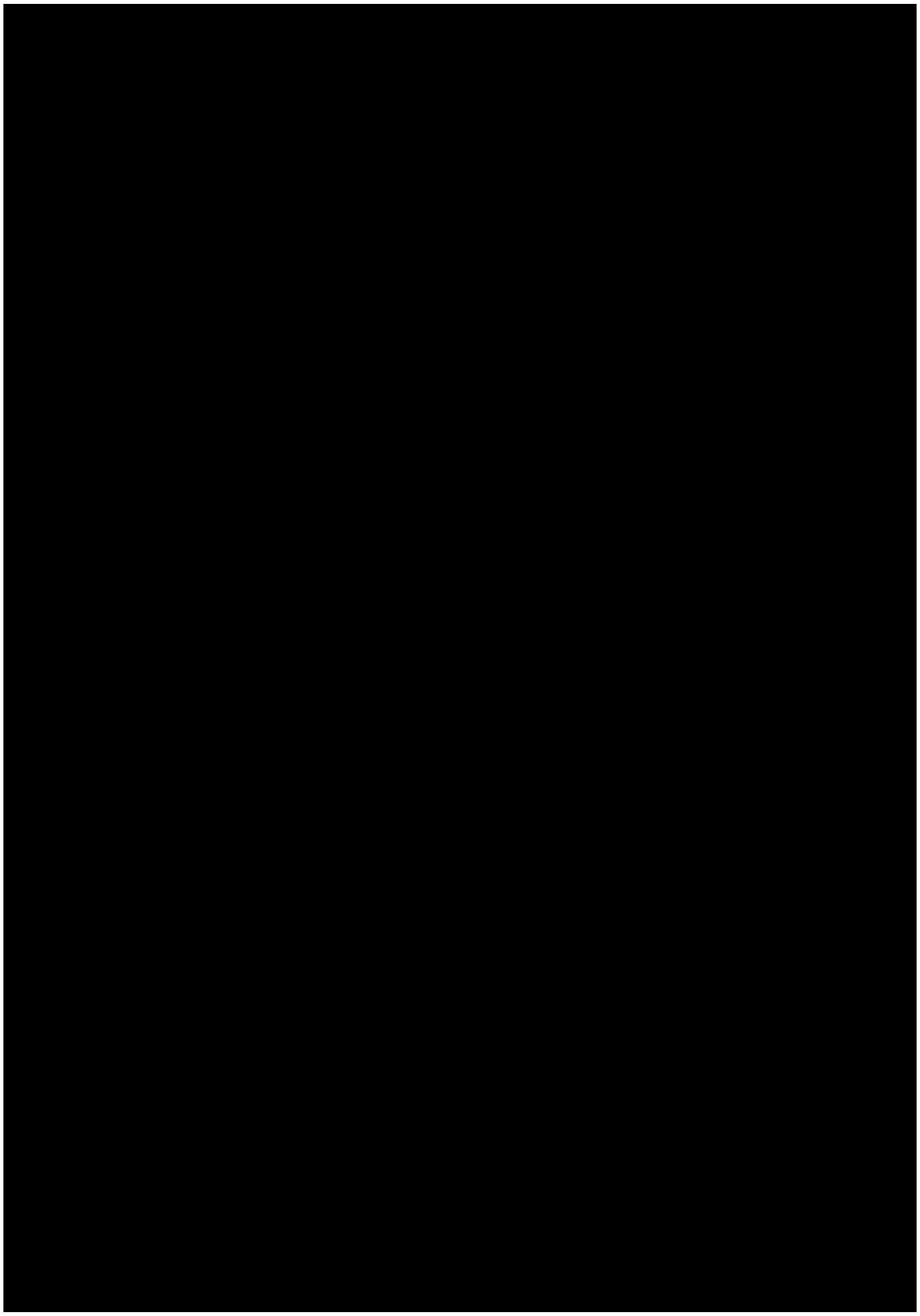

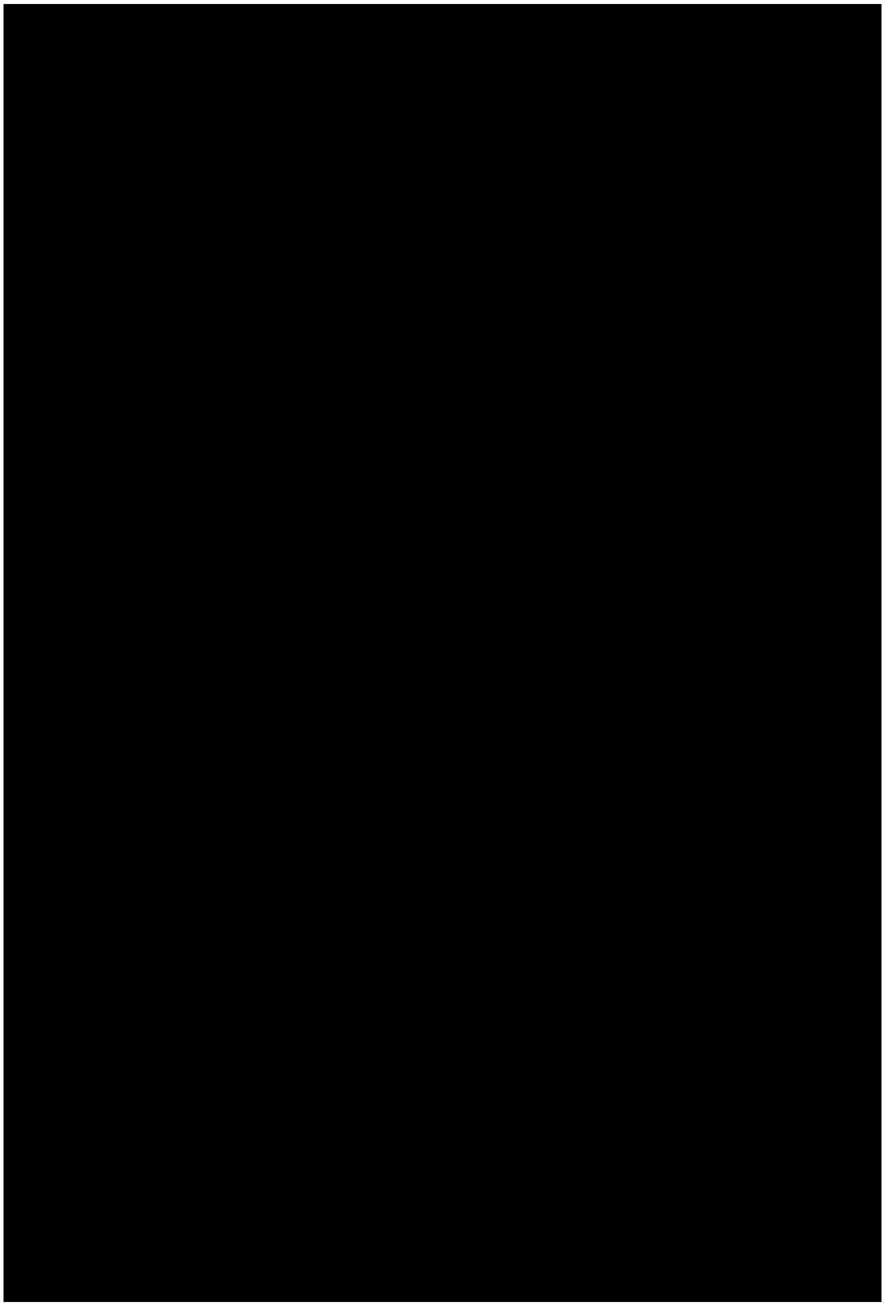

ইমাম বোখারী রহ. সম্পর্কে আলবানী সাহেবের অন্যায় সমালোচনা (পর্ব-৩)
20 September 2013 at 15:58

পূর্বের দু'টি পর্বে শায়খ আলবানীর কথোপকথন এবং ইমাম বোখারী রহ.এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তার বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ আলবানী তার বক্তব্যে যেই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন, ইমাম বোখারী রহ. এর মতো এতো বড় মুহাদ্দিস সূরা ক্বাসাসের ৮৮ নং আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আর যদি বোখারী উক্ত বক্তব্যটি থাকেও, তবে কিছু নুসখায়

রয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার সাথে আলবানী সাহেব এর এমন কি শত্রুতা রয়েছে, যার কারণে তিনি একে বললেন, কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয় এবং এটি তা'তীলের অন্তর্ভূক্ত? তিনি আলোচনার শেষে বলেছেন, ইমাম বোখারী রহ. কর্তৃক এধরনের ব্যাখ্যা থেকে আমরা তাকে মুক্ত মনে করবো। এর দ্বারা স্পষ্ট যে, উক্ত ব্যাখ্যাটি আলবানী সাহেবের নিকট কতো মারাত্মক। বিষয়টি তার নিকট এতটাই গুরুতর যে, তিনি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে উক্ত বক্তব্যটি বোখারী শরীফে থাকা সত্ত্বেও বললেন, এটি বোখারীতে যদি থাকে, তবে কিছু নুসখায় রয়েছে। উক্ত কথাটি বোখারী শরীফে আছে কি না, এই আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারী ছাড়া আর কে কে উল্লেখ করেছেন, তা আলোচনা করবো।

ইমাম বোখারী রহ. এর ব্যাখ্যাটি হলো, বোখারী শরীফে সুরা ক্বাসাসের ৮৮ নং আয়াত كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম বোখারী রহ. আল্লাহর চেহারা এর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ রাজত্ব (অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে)।

লক্ষ্য করুন,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কৃত বোখারী শরীফ, অষ্টম খণ্ড, পৃ.১৩০। তাফসীর অধ্যায়। সূরা ক্বাসাস এর তাফসীর।

উক্ত তাফসীরটি বোখারী শরীফে আছে কি না, সেটা আলোচনার পূর্বে সূরা ক্বাসাসের ৮৮ নং আয়াতের তাফসীর যারা হুবহু ইমাম বোখারীর মতো উল্লেখ করেছেন, তাদের নাম উল্লেখ করবো। নিম্নে যাদের কথা উল্লেখ করা হবে, তাদের প্রত্যেকেই ক্ষেত্রেই কি একথা বলা সম্ভব যে, এ্টি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা নয় এবং এটি কুফুরী মতবাদ তা'তীলের অন্তর্ভূক্ত?

ইমাম বোখারী ব্যতীত অন্য যারা একই ব্যাখ্যা করেছেন:

১. ইবনে তাইমিয়া রহ. তার বয়ানু তালবিবিসিল জাহমিয়া নামক কিতাবে ইমাম ইবনে কাইসান থেকে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন, বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া, খ.১ পৃ.৫৮১

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম বোখারীর উক্ত ব্যাখ্যাটি হুবহু ইমাম ইবনে কাইসান থেকে বর্নণা করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়া এর দ্বিতীয় খন্ডে এ্টি উল্লেখ করেছেন। নিচের স্ক্রিনশটটি লক্ষ্য করুন,

২. ইবনুল কাইয়্যিম রহ: ইবনুল কাইয়্যিম রহ. (৬৯১-৭৫১ হি:) তার হাদীল আরওয়াহ নামক বইয়ে ইমাম বোখারীর উক্ত বক্তব্যটি হুবহু উল্লেখ করেছেন,

৩. ইমাম মাওয়ারদী রহ. (৩৬৪-৪৫০ হি:) তার বিখ্যাত তাফসীর আন নুকাতু ওয়াল উয়ূন তথা তাফসীরে মাওয়ারদীতে ইমাম বোখারী রহ. উক্ত ব্যাখ্যাটি হুবহু উল্লেখ করেছেন। স্কিনশটটি দেখুন,

৪. ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. (মতৃ: ৩৭৫ হি:) তার তাফসীরে সমরকন্দী যেটি বাহরুল উলুম নামে প্রসিদ্ধ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় চেহারা এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, আল্লাহর রাজত্ব।

৫. ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত: ৫১৬ হি:) তার তাফসীরে বাগাবীতে একই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন,

৬. ইমাম সা'লাবী রহ. (মৃত:৪২৭ হি:) তার বিখ্যাত তাফসীরে সা'লাবী-তে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন,

সালাফী শায়খদের মাঝে যারা উক্ত ব্যাখ্যাটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন:

৭. সাইদ বিন নাসের আল-গামিদী আর রদ্দুল আলা মুনকিরি সিফাতাইল ওয়াজহি ওয়াল ইয়াদ কিতাবে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন,

৮. সালাফী শায়খ উমর সুলাইমান আল-আশকার তার আল-জান্নাতু ওয়ান নার বইয়ে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন।

৯. সালাফীদের বিখ্যাত শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান তার শরহু কিতাবিত তাউহীদ মিন সহিহিল বোখারী নামক কিতাবে উক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন,

আলবানী সাহেবের যেসমস্ত ভক্তরা উক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে বিভিন্নি অভিযোগ করেছেন, তাদের কোন অভিযোগ থাকলে কমেন্ট করবেন। চতুর্থ পর্বে ইনশাআল্লাহ বোখারীতে উক্ত বক্তব্যটি আছে কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

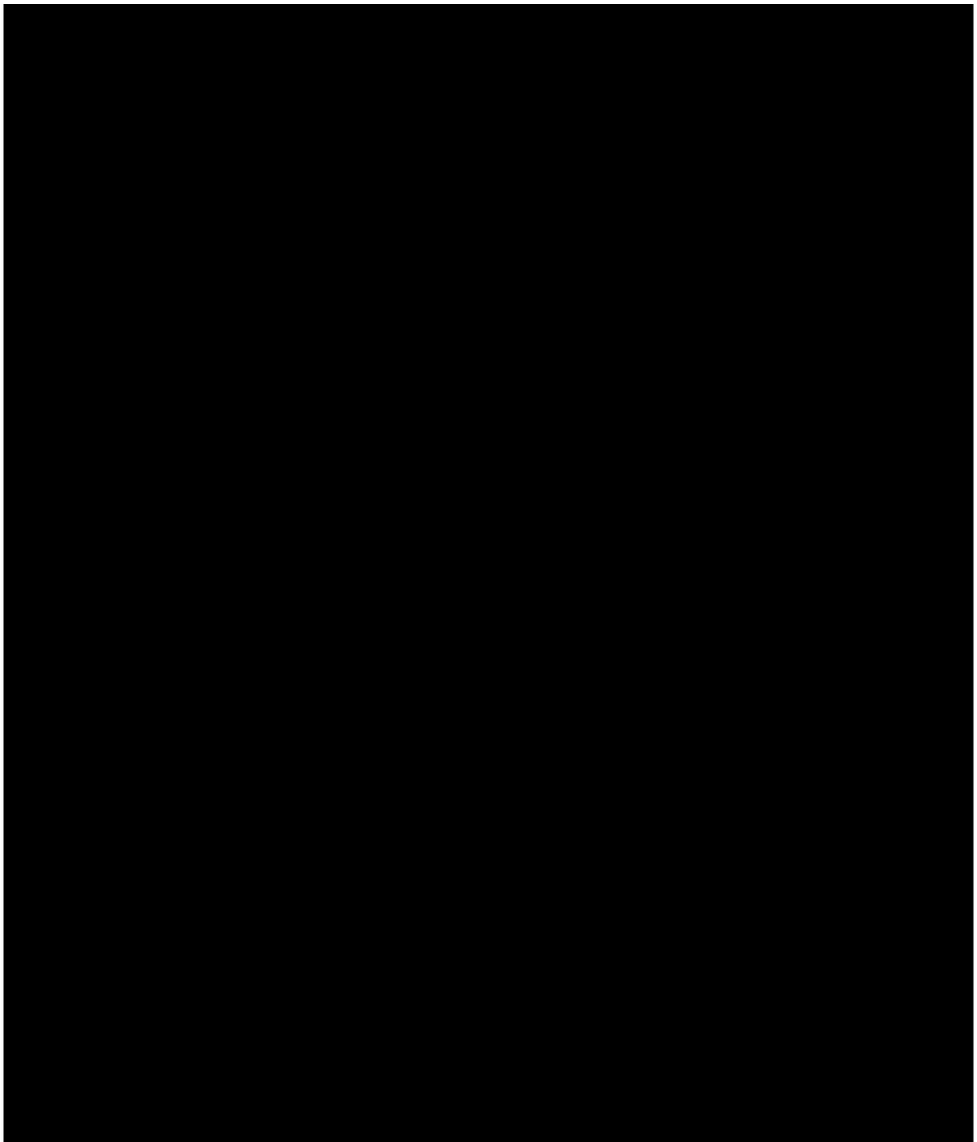

[illegible]

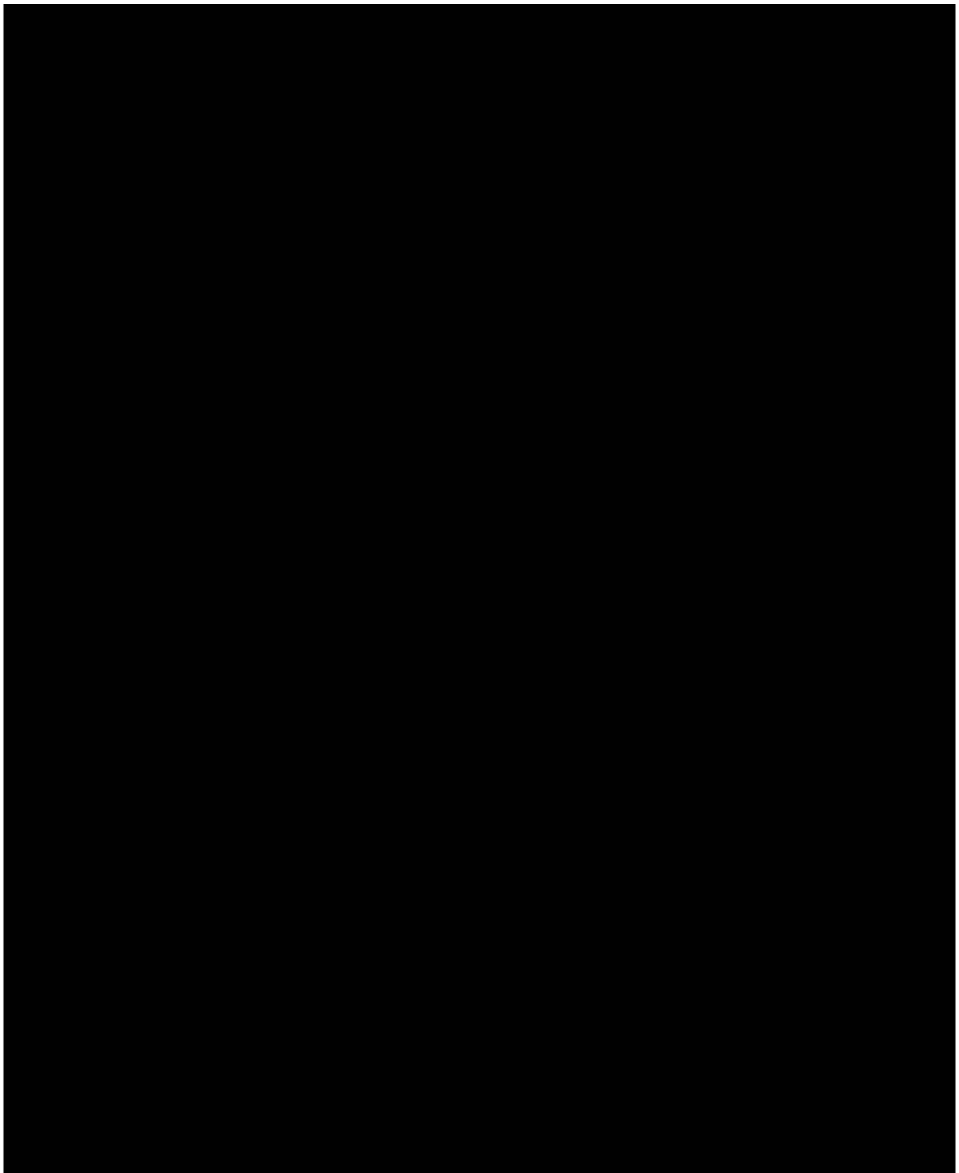

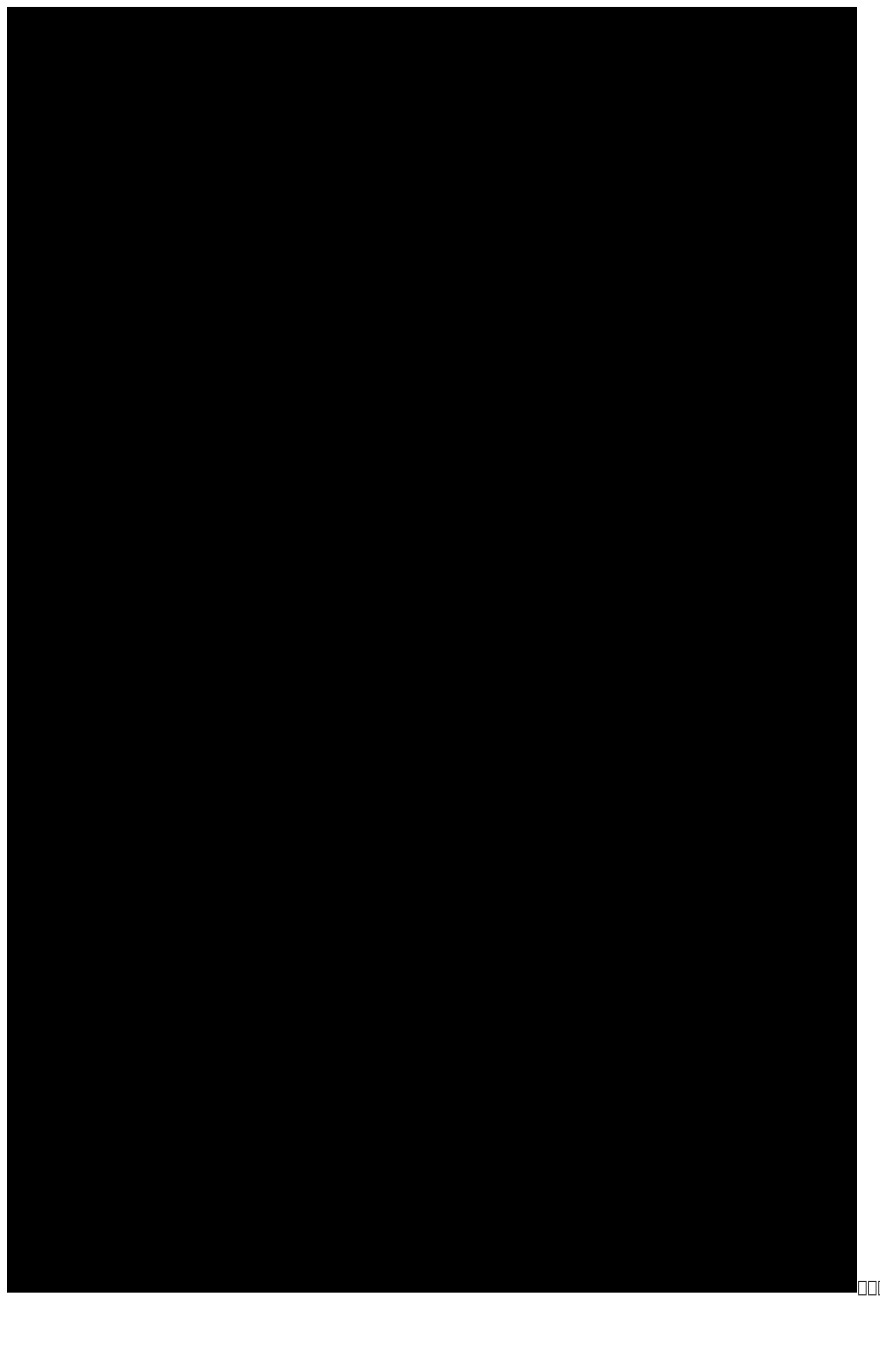

[illegible]

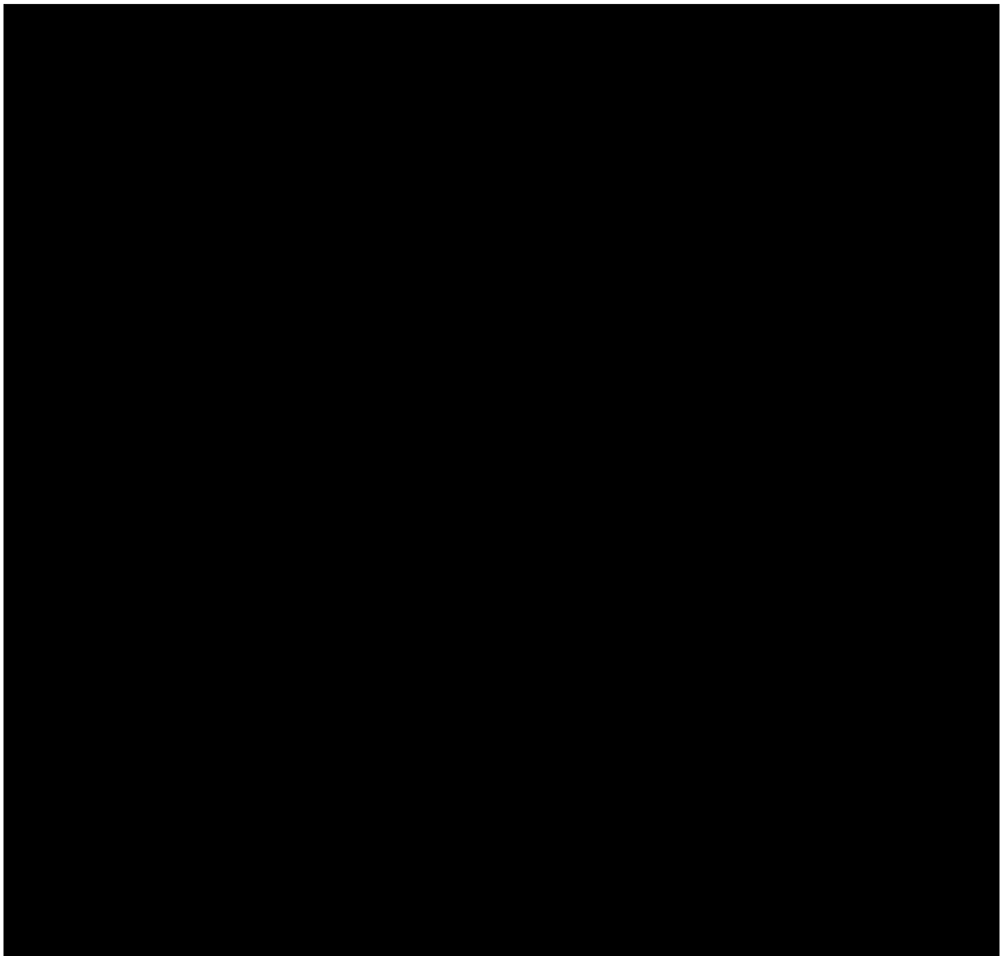

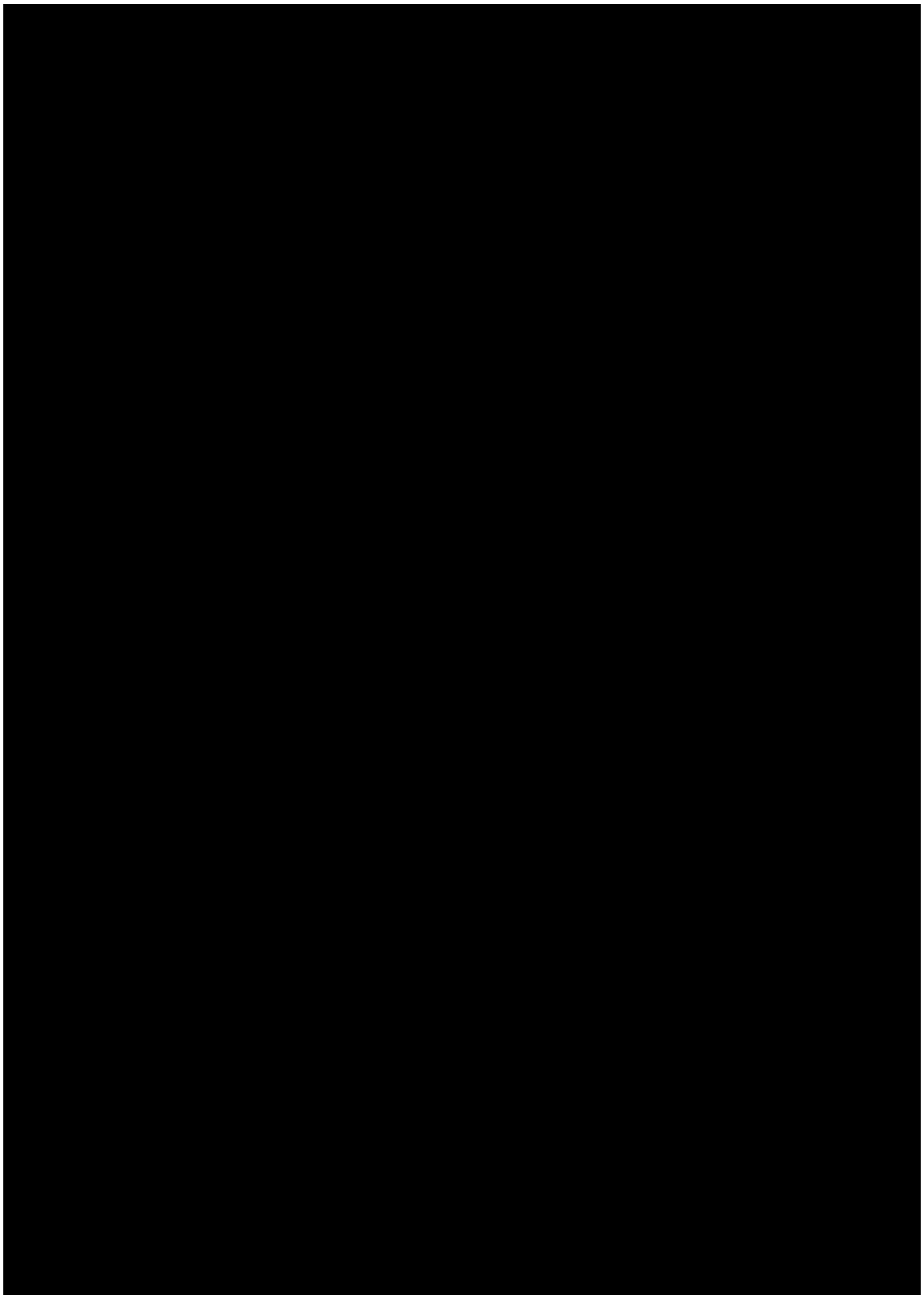

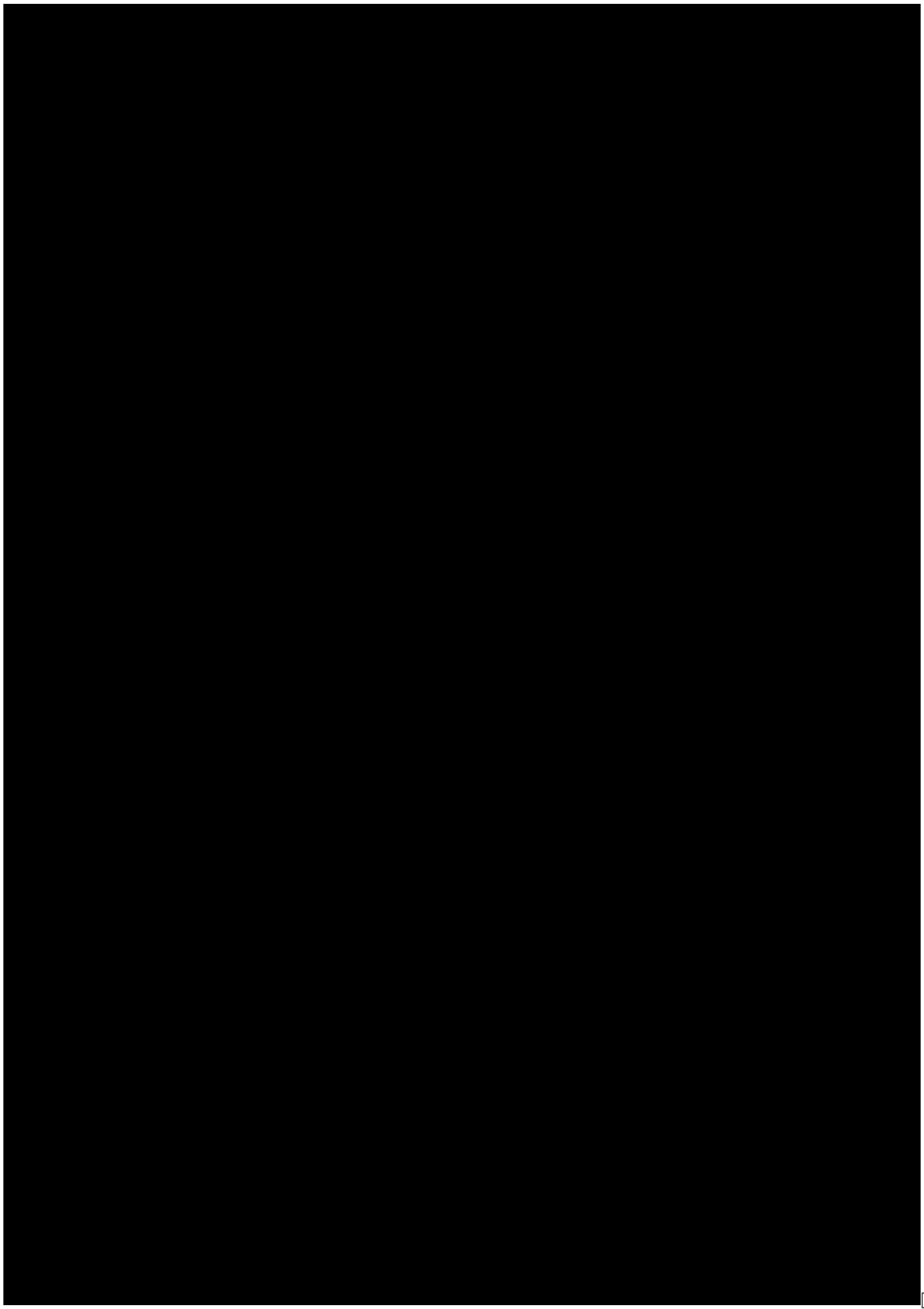

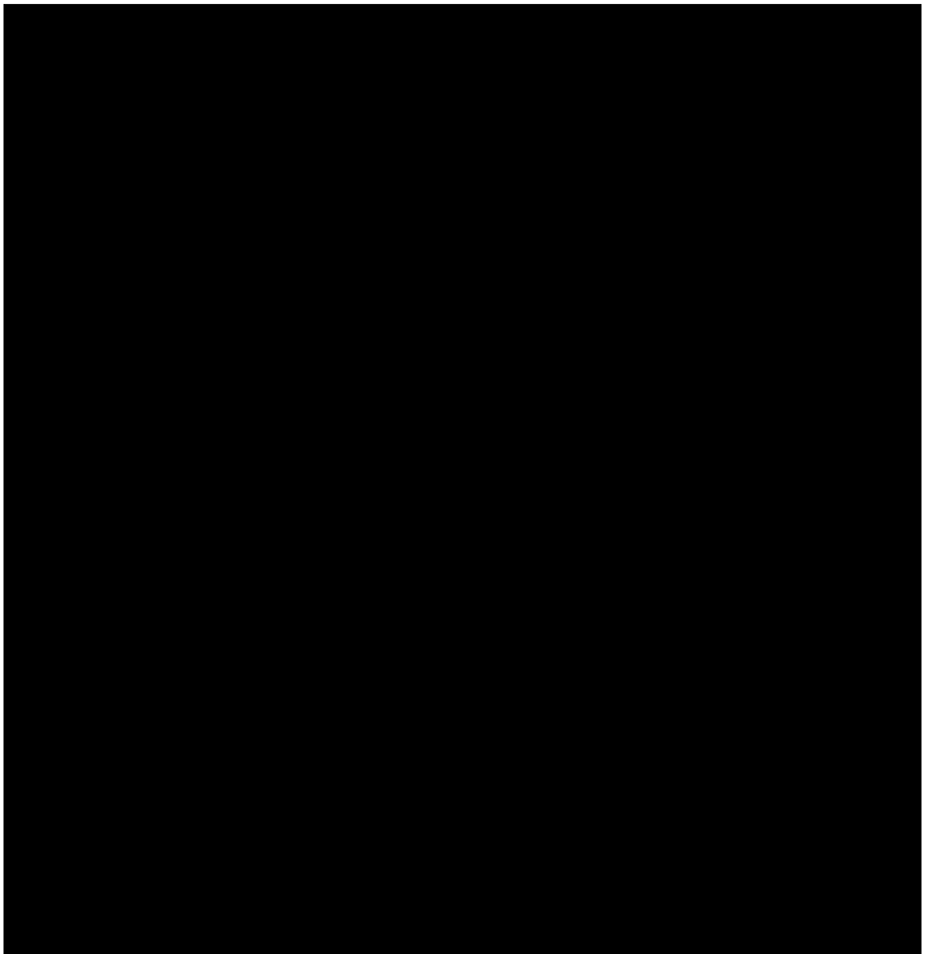

[illegible].[illegible] [illegible] [illegible]'[illegible], [illegible].[illegible], [illegible].[illegible]

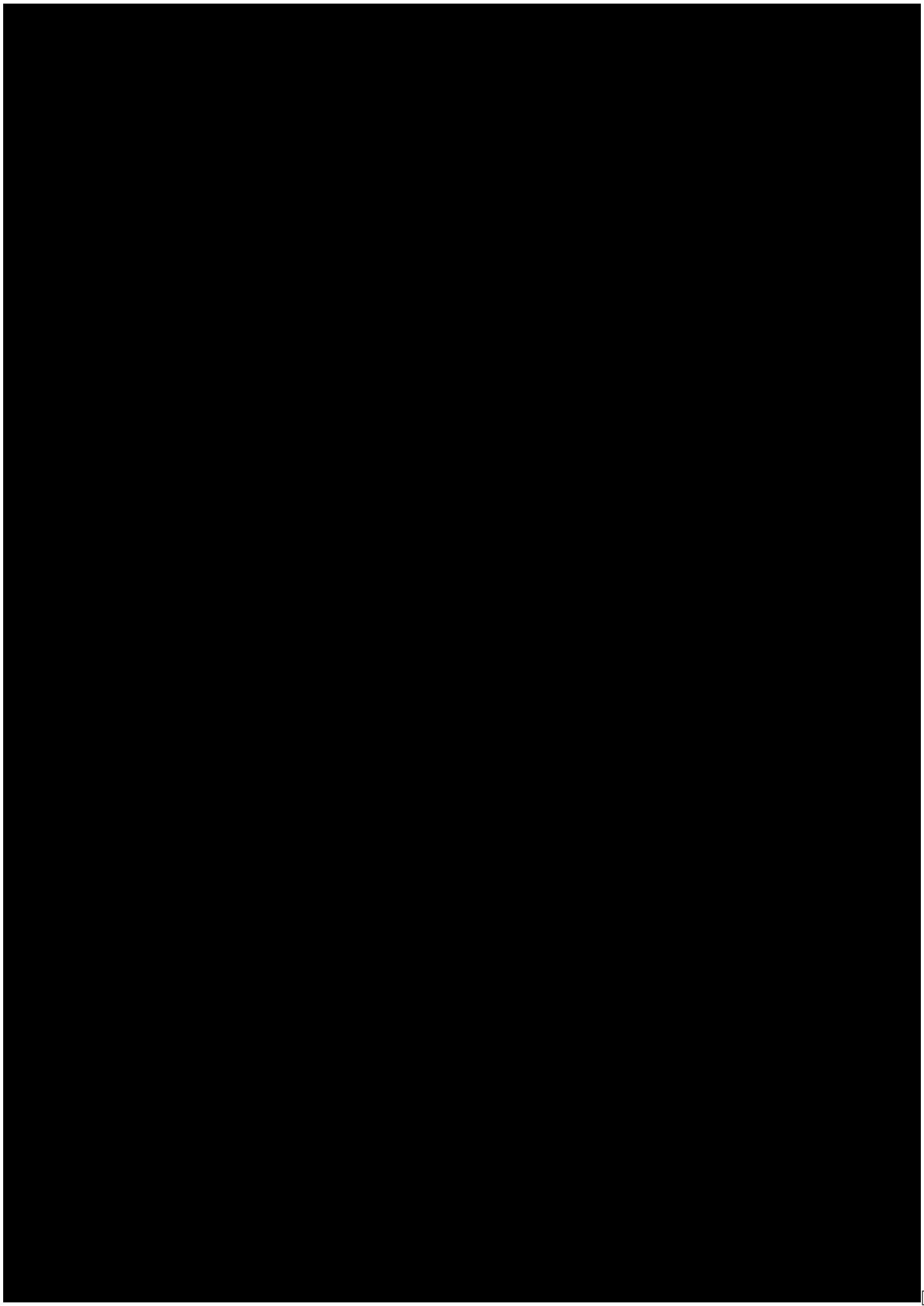

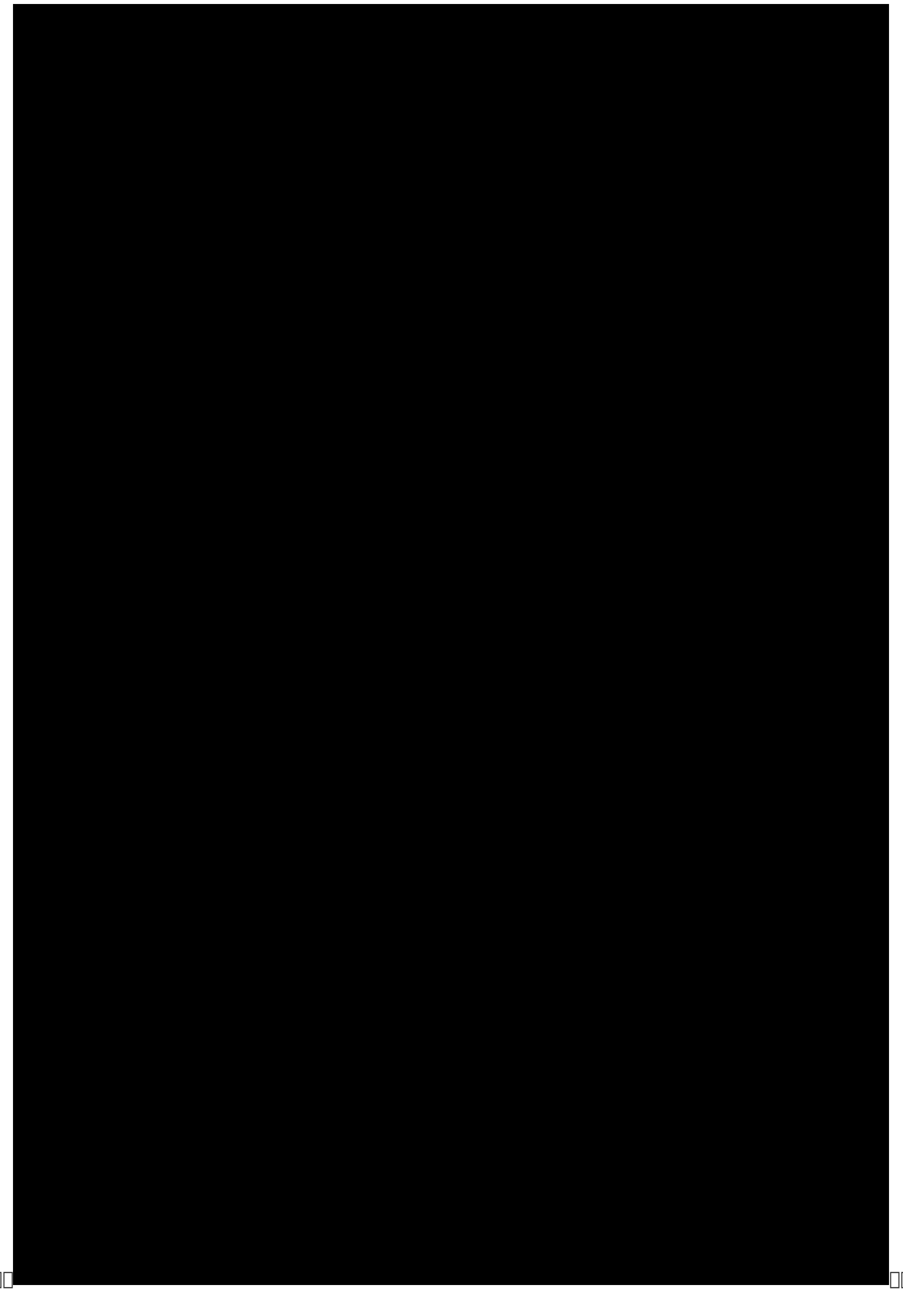

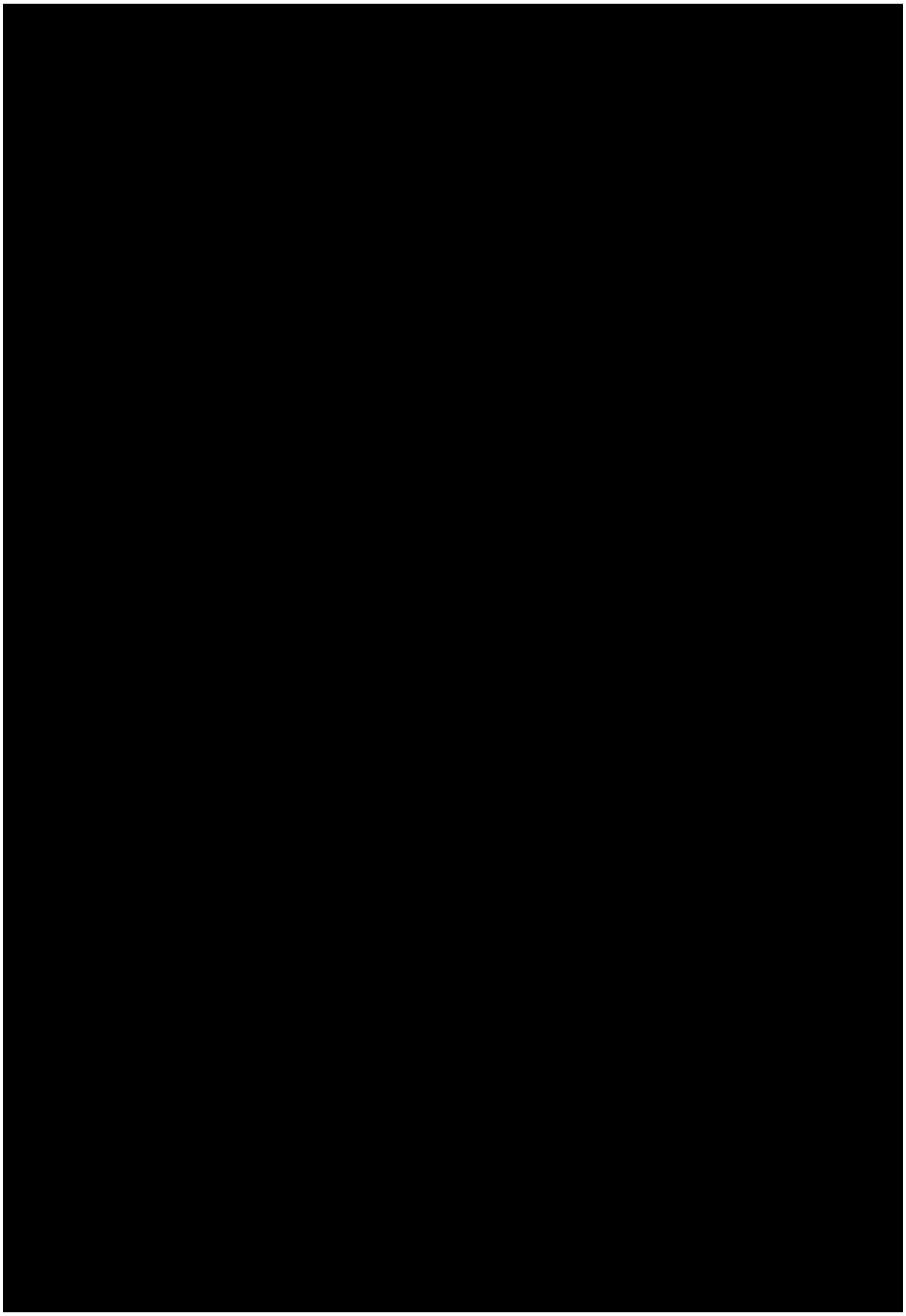

ইমাম বোখারী রহ. সম্পর্কে আলবানী সাহেবের অন্যায় সমালোচনা (পর্ব-৪)
23 September 2013 at 17:45

(পূর্বের পর...)

এ বিষয়ে এটি চূড়ান্ত আলোচনা। আলবানী সাহেব তার আলোচনায় ইমাম বোখারীর ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। বিষয়টির মূল ভিত্তি কী সেটা নিয়ে আলেচনা করবো।

মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে কিছু মেৌলিক কথা বুঝে নেয়া দরকার।

কিছু মেৌলিক কথা:

ইমাম বোখারী থেকে যারা বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন:

ইমাম বোখারী থেকে অনেকেই বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

১. আবু আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইবনে মাতার ইবনে সালেহ বিন বাশার আল-ফারাবরী রহ:

তিনি ইমাম ফারাবরী নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম ফারাবরী থেকে মোট সাতজন বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম বোখারী রহ. থেকে সরাসরি বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মা'কিল আন-নাসাফী রহ. (মৃত: ২৯৫ হি:)

আমাদের আলোচনায ইমাম নাসাফী রহ. এর রেওযাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা নিয়েই আমাদের মূল আলোচনা।

৩. ইমাম বোখারী রহ. থেকে সরাসরি রেওয়াত করেছেন, হাম্মাদ বিন শাকের আন-নাসাফী (মৃত: ৩১১)

৪. আবু ত্বলহা মুহাম্মাদ ইবনে মানসুর আল-বাযদাবী আন নাসাফী (মৃত: ৩১৯ হি:)।

অর্থাৎ ইমাম বোখারী রহ. থেকে বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন, এমন তিন জন মুহাদ্দিস নাসাফী নামে প্রসিদ্ধ।

৫. ইমাম বোখারী রহ. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন কাযী আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাইল আল-মাহামেলী রহ. (মৃত:৩৩০ হি:)

এবার বোখারী শরীফের নুসখা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করবো।

বোখারী শরীফের নুসখা সমূহ :

বোখারী শরীফের মোট উনিশটি নুসখা রয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ . ফয়যুল বারীতে এ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। এই নুসখারগুলোর মাঝে সামান্য যে পার্থক্য রয়েছে , পরবর্তী নুসখাগুলো এই বিষয়গুলো সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ একটা নুসখাকে মুল সাব্যস্ত করে অন্যান্য নুসখার তারতম্যগুলোর প্রতি টীকায় ইঙ্গিত করা হযেছে। ইবনে হাজার আসকালানী রহ . প্রায় সকল নুসখার পার্থক্য সম্পর্কে ফাতহুল বারীতে আলোচনা করেছেন।

বোখারী শরীফের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নুসখা হলো , আল্লামা শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ . (৭০১ হি :) এর নুসখা। এখানে অন্যান্য নুসখার পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য নুসখার পার্থক্য বোঝানোর জন্য যে এখানে যে অক্ষরগুলো ব্যবহৃত হয়েছে নিচে উল্লেখ করা হলো ,

১. হা (০), ইমাম আবু যর হারাবী রহ .এর নুসখা বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয় ।

২.সোয়াদ (ص)ইমাম আসিলি রহ. এর নুসখা বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয় ।

৩. সিন (س)অথবা শিন (ش) এটি ইবনে আসাকির রহ. এর নুসখা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিলো।

৪. ত্ব (ط)অথবা জ (ظ)ইমাম আবু ওয়াক্ত রহ .এর নুসখার জন্য ।

৫. লম্বা হা (ه) ইমাম কুশমিহিনি রহ . এর নুসখার জন্য ।

৬. ,(ح) ইমাম হামাবী রহ . এর নুসখার জন্য ।

৭. লম্বা সিন , (س) ইমাম মুসতামালি রহ . এর নুসখার জন্য ।

৮. কাফ, (ك) কারীমা রহ . এর নুসখার জন্য ।

৯. আইন, (ع) ইবনুস সামআনী রহ . এর নুসখার জন্য ।

১০. জিম, (ج) আাল্লামা জুরজানী রহ .এর নুসখার জন্য ।

নিচের স্ক্রিনশটটি দেখুন , ১৩১২ হি : তে বুলাক থেকে প্রকাশিত শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ . এর নুসখার স্ক্রিনশট ,

উপরের বিষয়গুলো বুঝলে ইমাম বোখারী রহ .এর বক্তব্যটি বোখারীতে আছে কি না বুঝতে সহজ হবে।

প্রথম কথা হলো , ইমাম বোখারী রহ . উক্ত বক্তব্যটি সুর্যের মতো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ বক্তব্যের ব্যাপারে কোন নুসখাতে কোন বিরোধ নেই। সকল নুসখাতে এটি রয়েছে। এবং এ পর্যন্ত কেউ এই বিরোধের কথা বলেননি। আর ভবিষ্যতেও আলবানী সাহেবের অন্ধ ভক্তরা ছাড়া আর কেউ বলবে না। কারণটি বিশ্লেষণ করছি।

আলবানী সাহেবের মূল দাবী ছিলো , আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে , এটা বোখারী শরীফে নেই। আর থাকলেও কিছু নুসখায় আছে।

আলবানী সাহেব কিভাবে একটি ধ্রুব সত্যকে এভাবে সন্দেহের আবরণে ঢাকতে চাইলেন , তা আমাদের অজানা। তিন শ এর বেশি রাবীর জীবনী সম্পর্কে বলেছেন , তাদের জীবনী নেই কিংবা আমি পাইনি , অথচ হুবহু যে কিতাব তিনি দেখেছেন সেটাতেই উক্ত রাবীর জীবনী রয়েছে। এভাবে তাহকীক না করে কথা বললে আাস্তে আস্তে মানুষ বোখারী শরীফের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। তিনি ইচ্ছায় হোক , কিংব অনিচ্ছায় , এতো বড় একটা কথা বলার আগে একটু তাহকীকের প্রয়োজন ছিলো।

আলবানী সাহেবের পূর্বে বোখারী শরীফ থেকে যারা উক্ত বিষয়টি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

১. ইবনুল কাইয়্যিম রহ . (৭৫১ হি :) তিনি তার হাদীল আরওয়াহ (খ. ১, পৃ . ৯৬) কিতাবে বোখারী শরীফ থেকে এটি উল্লেখ করেছেন।

২.ইমাম মাওয়ারদী রহ . (৩৬৪-৪৫০ হি :) তার বিখ্যাত তাফসীর আন নুকাতু ওয়াল উয়ূন তথা তাফসীরে মাওয়ারদীতে ইমাম বোখারী রহ . উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

৩. ইবনে কাসীর রহ . (৭০০-৭৭৪ হি :) তার তাফসীরে ইবনে কাসীরে এটি উল্লেখ করেছেন । খন্ড .৬, পৃ ,২৬২। অবশ্য ইবনে কাসীর রহ . ইমাম বোখারীর রেফারেন্সে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন , وقال مجاهد والثوري في قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ } أي: إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له

অর্থাৎ ইমাম মুজাহিদ রহ . ও সুফিয়ান রহ . আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে , এই আয়াতের তাফসীরে বলেছন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয়েছে , তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ইমাম বোখারী রহ . উক্ত তাফসীরটি গ্রহণ করে বোখারী শরীফে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন।

৪. উমদাতুল কারীতে আল্লাম বদরুদ্দিন আইনী রহ . উক্ত ব্যাখ্যটি উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি নুসখার ভিন্নতার কোন কথা বলেননি।

৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ . ফাতহুল বারীতে উক্ত কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে নুসখার কোন ভিন্নতার কতা বলেননি।

৬. বর্তমানে সবাইকে ইমাম শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ . এর নুসখার উপর ভিত্তি করে চলতে হয়। শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ . এর নুসখাটি ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ . (৮২১-৯২৩ হি :) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ক্বাসতাল্লানী রহ . এর এই নুসখার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমনটি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ . ফয়যুল বারীতে উল্লেখ করেছেন । দেখুন , ফয়যুল বারী , খ.১ পৃ . ৩৭-৩৮। ইমাম ক্বাসতাল্লানী রহ . বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইরশাদুস সারী এর মতন হিসেবে উক্ত ব্যখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন ,

7. আল্লামা হাবেদ সিন্ধী রহ .বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। কিতাবের নাম , হাশিয়াতুস সিন্দী আলা সহিহিল বোখারী। তিনি ইমাম বোখারী রহ . উক্ত ব্যাখ্যাটির বিশ্লেষণ করেছেন।

এভাবে আলবানী সাহেবের পূর্বে কেউ উক্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেননি।

বোখারী শরীফের গ্রহণযোগ্য প্রকাশনা ও সংস্করণ:

সারা পৃথিবীতে বোখারী শরীফের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ প্রকাশনী হলো,

১. আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মাদ উমর এর তাহকীকে মাকতাবাতুর রুশদ এর প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

২. দারু ইবনে কাসীর থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ। বয়রুত।

৩. মুহিব্বুদ্দিন আল-খতীব ও মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী এর তাহকীকে মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

৪. জমইয়াতুল মাকনাজ থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

৫. মুহাম্মাদ যুহাইর বিন নাসের আন-নাসের এর তাহকীকে দারু ত্বওকিন নাজাহ থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফ।

এই সবগুলো প্রকাশনা বিশুদ্ধ এবং তাহকীক করা। মোট কথা, বোখারী শরীফের সকল নুসখা, প্রকাশনা ও সংস্করণে উক্ত কথাটি রয়েছে এবং ইতোপূর্বে কেউ এব্যাপারে সামান্যতম কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। এটি এমন একটি ধ্রুব সত্য যে, কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নিচে বোখারী শরীফের এই বিশুদ্ধ প্রকাশনাগুলোর স্ত্রিনশট দিচ্ছি। পাঠক, নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করুন।

১. মুহাম্মাদ বিন যুহাইর বিন নাসের আন নাসের এর তাহকীকে শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ. এর নুসখাটি প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে উপর্যুক্ত চিহৃগুলোর মাধ্যমে নুসখার পার্থক্য

উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্ত নুসখাটিতে ইমাম বোখারী রহ . এই বক্তব্যের ব্যাপারে নুসখার কোন পার্থক্যে কথা নেই। দেখুন ,

২. মাকতাবাতুর রুশদ থেকে প্রকাশিত আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মাদ উমর এর তাহকীকে যে বোখারী শরীফ প্রকাশিত হয়েছে , এটি মূলত : শরফুদ্দিন ইউনিনি রহ . এর নুসখার উপর ভিত্তি করে এবং অন্যান্য সঙ্গে তুলনা করে একে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রকাশ কর হয়েছে। কভার পেজে লেখা রয়েছে ,

طبعة معتمدة علي النسخة السلطانيه المعتمدة علي النسخة اليونينية و مصححة علي عدة نسخ

অর্থাৎ এই সংস্করণটি সুলতানিয়া নুসখার উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়েছে। সুলতানিয়া নুসখার মূল ভিত্তি হলো , ইউনিনি নুসখা। এবং বিভিন্ন নুসখার আলোকে একে বিশুদ্ধ করা হয়েছে। দেখুন ,

ইমাম বোখারীর উক্ত কথাটি এখানেও রয়েছে। দেখুন ,

৩. দারু ইবনে কাসীর দামেশক থেকে প্রকাশিত বোখারী শরীফের কভার পেজে লেখা রয়েছে ,

طبعة جديدة مضبوطة مصححة

অর্থাৎ একটি নতুন , বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংস্করণ। লক্ষ্য করুন ,

দারু ইবনে কাসীরের এই প্রকাশনাতেও উক্ত কথাটি রয়েছে ,

৪. মুহিব্বুদ্দিন আল খতীব এর তাহকীকে সহীহ বোখারী প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও ইমাম বোখারীর উক্ত বক্তব্যটি রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো বোখারী শরীফের সকল নুসখা ও সংস্করণে উক্ত কথাটি রয়েছে। নুসখার ভিন্নতার দাবী মনগড়া , তাহকীকবিহীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অমূলক বৈ কিছুই নয়।

আলবানী সাহেবের তাহকীকের প্রকৃত অবস্থা নামে একটা নোট লিখেছি। এটা পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন , আলবানী সাহেব অসতর্ক অবস্থায় অনেক কথা ও তথ্য দিয়েছেন , যা আসলেই ভুল। পরবর্তীতে হয়তো তিনি নিজেই তার বিরোধীতা করে স্ববিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছেন। তিনি অসংখ্য রাবীর জীবনী সম্পর্কে বলেছেন , তার জীবনী আমি পাইনি কিন্তু তিনি যে কিতাবের কথা বলেছেন, হুবহু সেই কিতাবেই উক্ত রাবীর জীবনী বিদ্যমান রয়েছে।

আলবানী সাহেব যে বলেছেন , ইমাম বোখারীর উক্ত কথাটি কিছু নুসখায় রয়েছে , তার এই কথার মূল ভিত্তি কী ?

আলবানী সাহেব এর বক্তব্যের ভিত্তি :

এখানে আলবানী সাহেবের ব্যাপারটি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি কথার মতো হয়েছে , অর্থাৎ এখানে প্রস্রাব করিবেন , না করিলে ৫০ টাকা জরিমানা। ফাতহুল বারী তে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যেই শব্দটির ভিন্নতার কথা আলোচনা করেছেন , সেটি হলো , وقال معمر

অর্থাৎ এই শব্দটি বোখারী শরীফের ইমাম ফারাবরী রহ . এর নুসখাতে রয়েছে। এটি কোন অসম্ভব কিছু নয়। ইমাম বোখারী উক্ত তাফসীরটি ইমাম মা 'মার এর সূত্রে বর্ণনার কথা শুধু ফারাবরী রহ . এর নুসখায় থাকায় এ ব্যাপারে ইবনে হাজারী আসকালানী রহ . নুসখার ভিন্নতার কথা বলেছেন। উক্ত ব্যাখ্যার ভিন্নতার কথা বলা হয়নি। পরের বক্তব্যকে পূর্বের সাথে মিলিয়ে আলবানী সাহেব এই বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যে , এই ব্যাখ্যার ব্যাপারে নুসখার ভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। এটি একটি দিবালোকের ন্যায় সত্য বিষয় যে , ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সহ পূর্বের কেউ উক্ত ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে নুসখার ভিন্নতার দাবী করেননি। এবং বোখারীতে নেই , এই জাতীয় কথা বলেননি। নিজের মতের বিরোধী হওয়ার কারণে কেবল আলবানী সাহেব না এটি বলেছেন।

উপরের স্ক্রিনশটে লক্ষ্য করলে দেখবেন , ব্র্যাকেটের বক্তব্য হলো , ইমাম বোখারী রহ . এর এবং এর বাইরের বক্তব্য ইবনে হাজার আসকালানী রহ . এর ব্যাখ্যা।

এখানে ইবনে হাজার আসকালানী রহ . লিখেছেন , [ইমাম বোখারী থেকে নাসাফী রহ . এর বর্ণনায় রয়েছে , وقال معمر (ইমাম মা 'মার বলেছেন), অত:পর, ইমাম বোখারী রহ . উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ নাসাফীর বর্ণনায় রয়েছে , আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে , এটি ইমাম মা 'মার এর বক্তব্য এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম বোখারী এটা বর্ণনা করেছেন)। এখানে ইমাম মা 'মার হলেন , আবু উবাইদা ইবনুল মুসান্না। ইমাম মা 'মার তার মাজাযুল কুরআনে এ সম্পর্কে লিখেছেন , তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন , আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।] (ইবনে হাজার আসকালানী রহ . এর বক্তব্য শেষ হলো)।

অর্থাৎ ইবনে হাজার আসকালানী রহ . এর এই আলোচনার মূল হলো, আল্লাহর রাজত্ব ব্যতী সব ধ্বংস হয়ে যাবে , এই ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারী থেকে যারা বোখারী শরীফ বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম নাসাফী রহ . একটি শব্দ বেশি বলেছেন । সেটি হলো , وقال معمر

অন্যদের বর্ণনায় এই শব্দটি নেই। অর্থাৎ অন্যদের বর্ণনায় উক্ত বক্তব্যটি সরাসরি ইমাম বোখারী থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইমাম নাসাফী রহ . এর বর্ণনায় রয়েছে , ইমাম বোখারী রহ . উক্ত বক্তব্যটি ইমাম মা 'মার থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তার সূত্রে বণনা করেছেন। এখানে মৌলিক কথা হলো , ইমাম বোখারী রহ . কিতাবুত তাফসীরে কখনও নিজের তাফসীর বর্ণনা করেছেন , কখনও অন্যের সূত্রে তাফসীর বর্ণনা করেছেন। এখানে যে তাফসীরটি উল্লেখ করা হযেছে , ইমাম বোখারী রহ . থেকে যারা বর্ণনা করেছেন , তাদের সকলেই সরাসির ইমাম বোখারীর উক্তি হিসেবে উল্রেখ করেছেন। ইমাম নাসাফী রহ . একে বোখারী থেকে ইমাম মা 'মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বোখারী রহ . বলেছেন, ইমাম মা 'মার উক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

এটি সরাসরি ইমাম বোখারী রহ . এর বক্তব্য হওযাটাই অধিক শক্তিশালী। কারণ , ইমাম মা 'মার রহ. এর মাজাযুল কুরআনে উক্ত ব্যাখ্যাটি নেই। তবে এটি নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেননা , এটি ইমাম বোখারী রহ . এর নিকট অন্য সূত্রে ইমাম মা 'মার রহ . উক্ত ব্যাখ্যাটি পৌছতে পারে। এটি কোন সমস্যা নয়। এটি ইমাম বোখারীর নিজের বক্তব্য হোক , কিংবা তিনি ইমাম মা 'মার থেকে বর্ণনা করুক , উভয়টি প্রমাণ করে যে বোখারী শরীফে উক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম বোখারী দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবঙ উক্ত ব্যাখ্যাটি তার নিকট বিশুদ্ধ।

আমি সকল আলবানী ভক্তদের উদাত্ত আহ্বান জানাবো তারা ফাতহুল বারী কিংবা যে কোন একটা নোসখা থেকে প্রমাণ করুন , যে উক্ত বক্তব্যটি বোখারী শরীফে নেই। এভাবে নিজেরা অন্ধ

অনুসরণ করে অন্যদেরকে অন্ধ বলার মানসিকতা ত্যাগ করুন। আপনাদের মাঝে অনেক আরবী জানা লোক আছে, প্রযোজনে তাদের সাহায্য নিন এবঙ ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ . যা বলেছেন, সেটি কি আলবানী সাহেবের বক্তব্যকে আদৌ সমর্থন করে কি না প্রমাণ করুন। এ ব্যাপারে এটিই আমার সর্বশেষ পোস্ট। সুতরাং যারা আলবানী সাহেবের ভুলের উপর ভুলের পাহাড় বানাতে আগ্রহী , তারা অন্ধভাবে আলবানী সাহেবের কথা মেনে নিন। আর যদি নিজেদেরকে সত্য অনুসন্ধানী দাবী করে থাকেন , তবে আপনাদের আলেমদের সহযোগিতা নিয়ে আলবানী সাহেবের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করবেন বলে আশা রাখি।
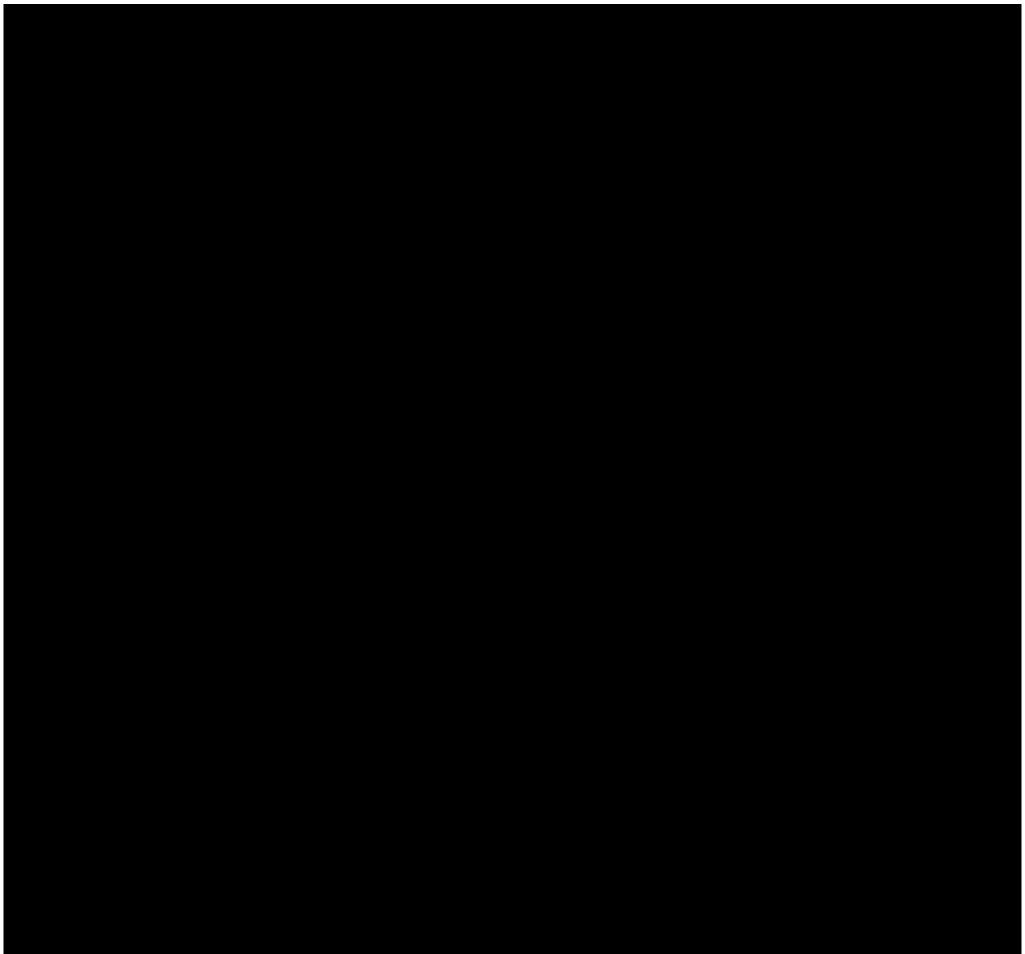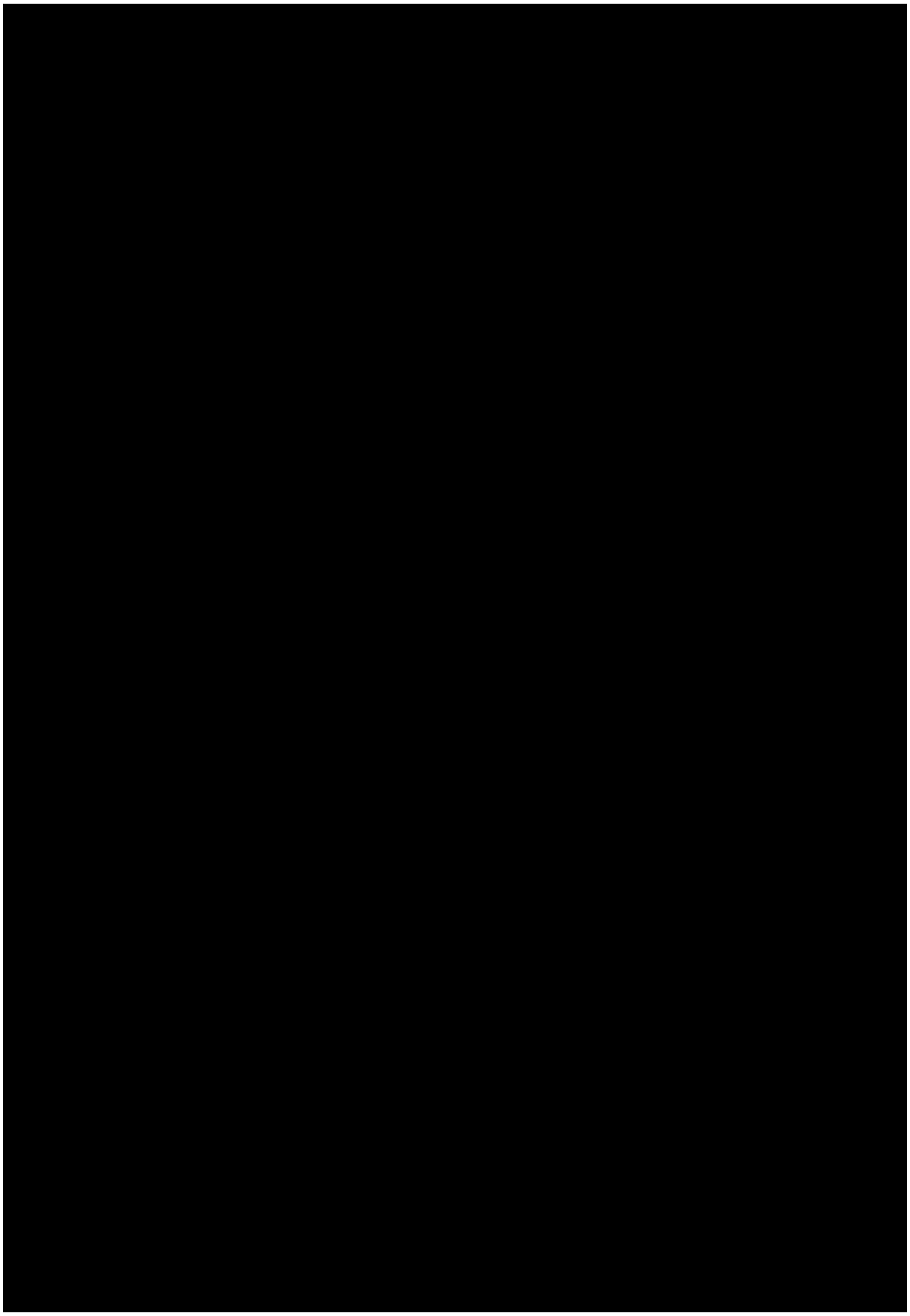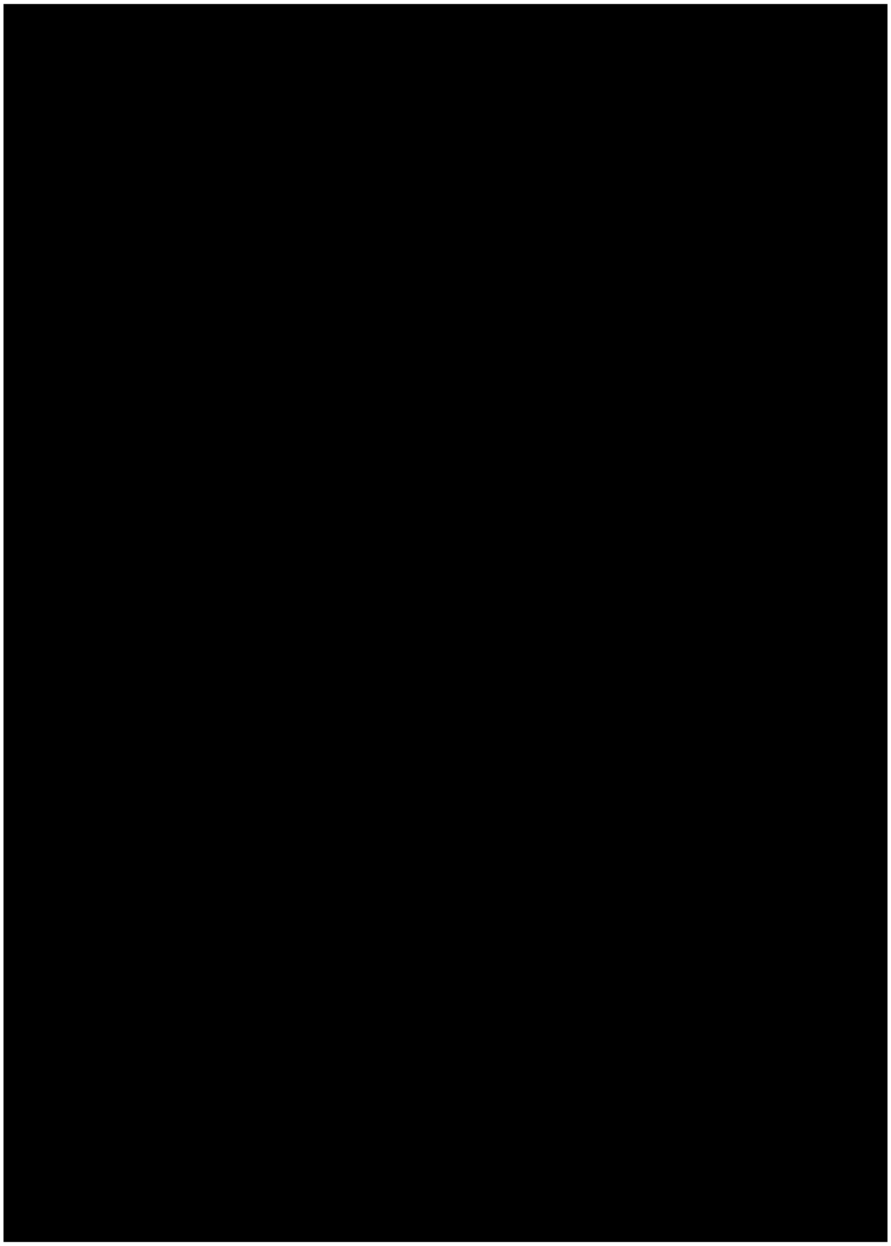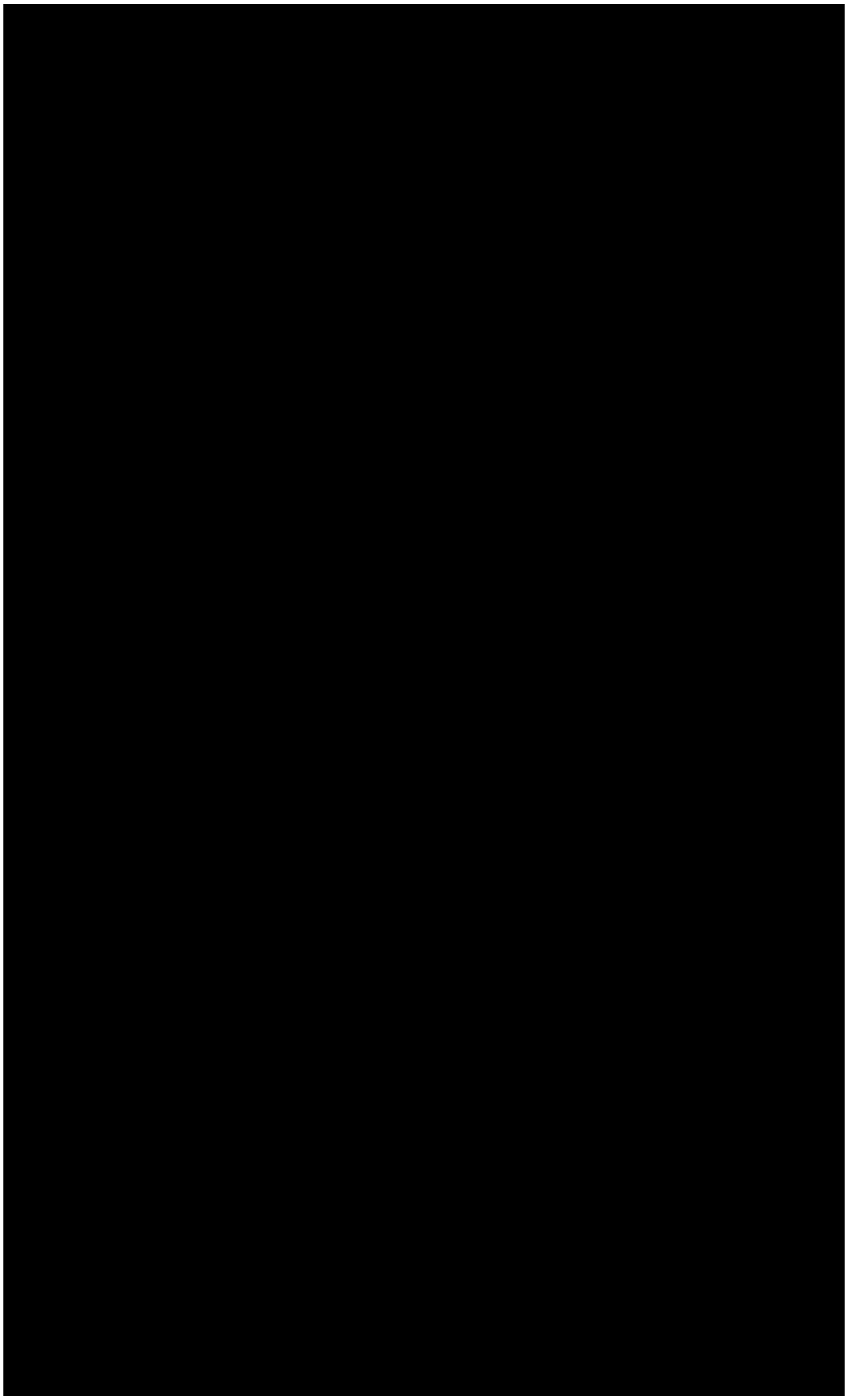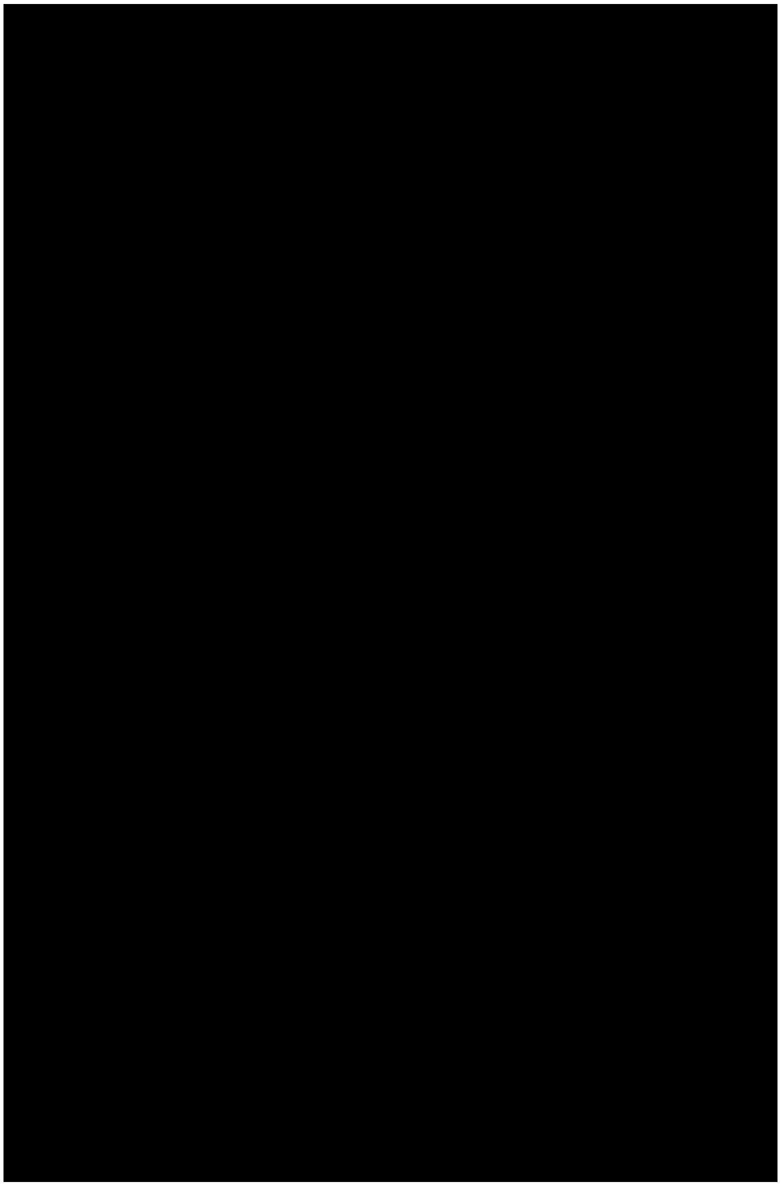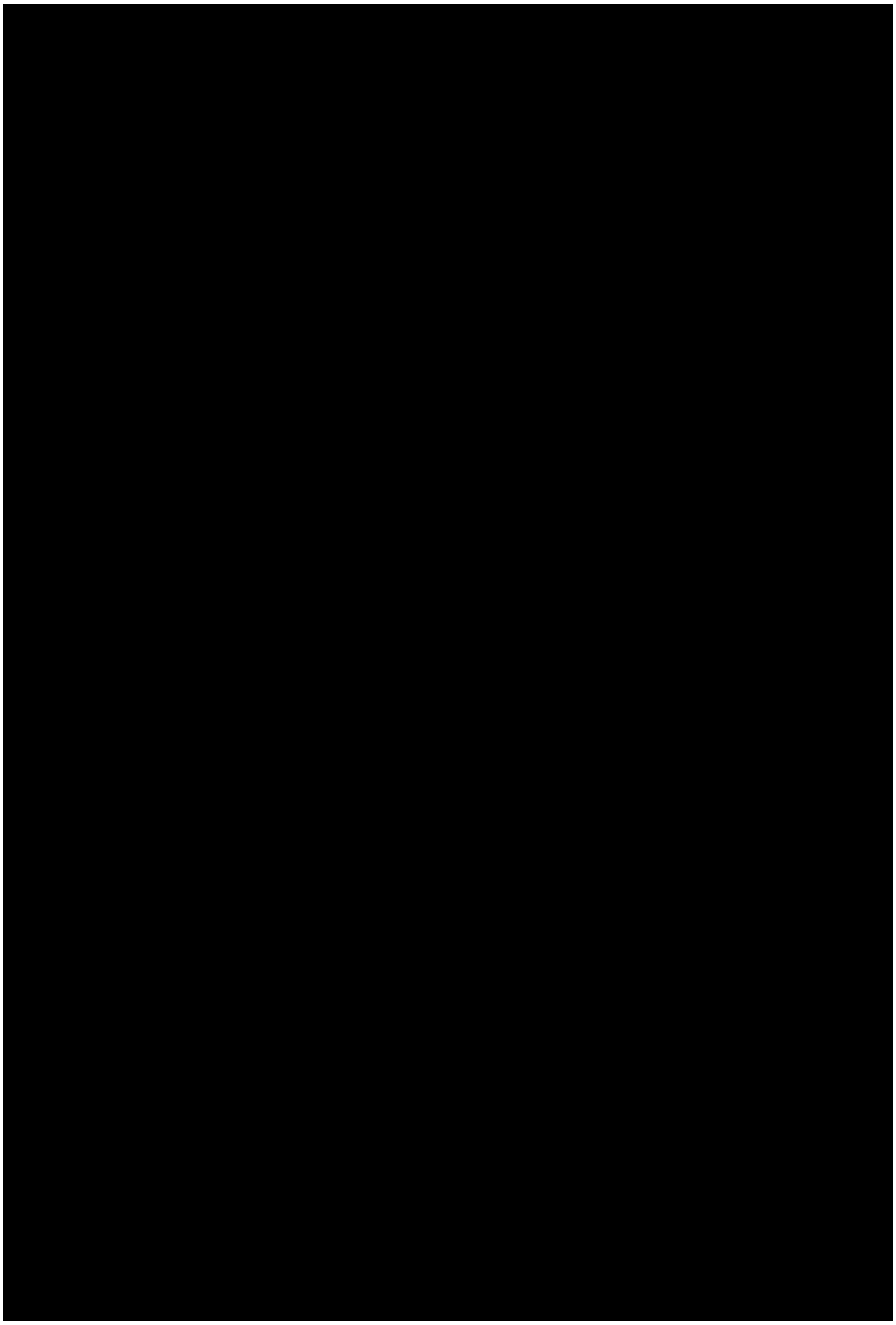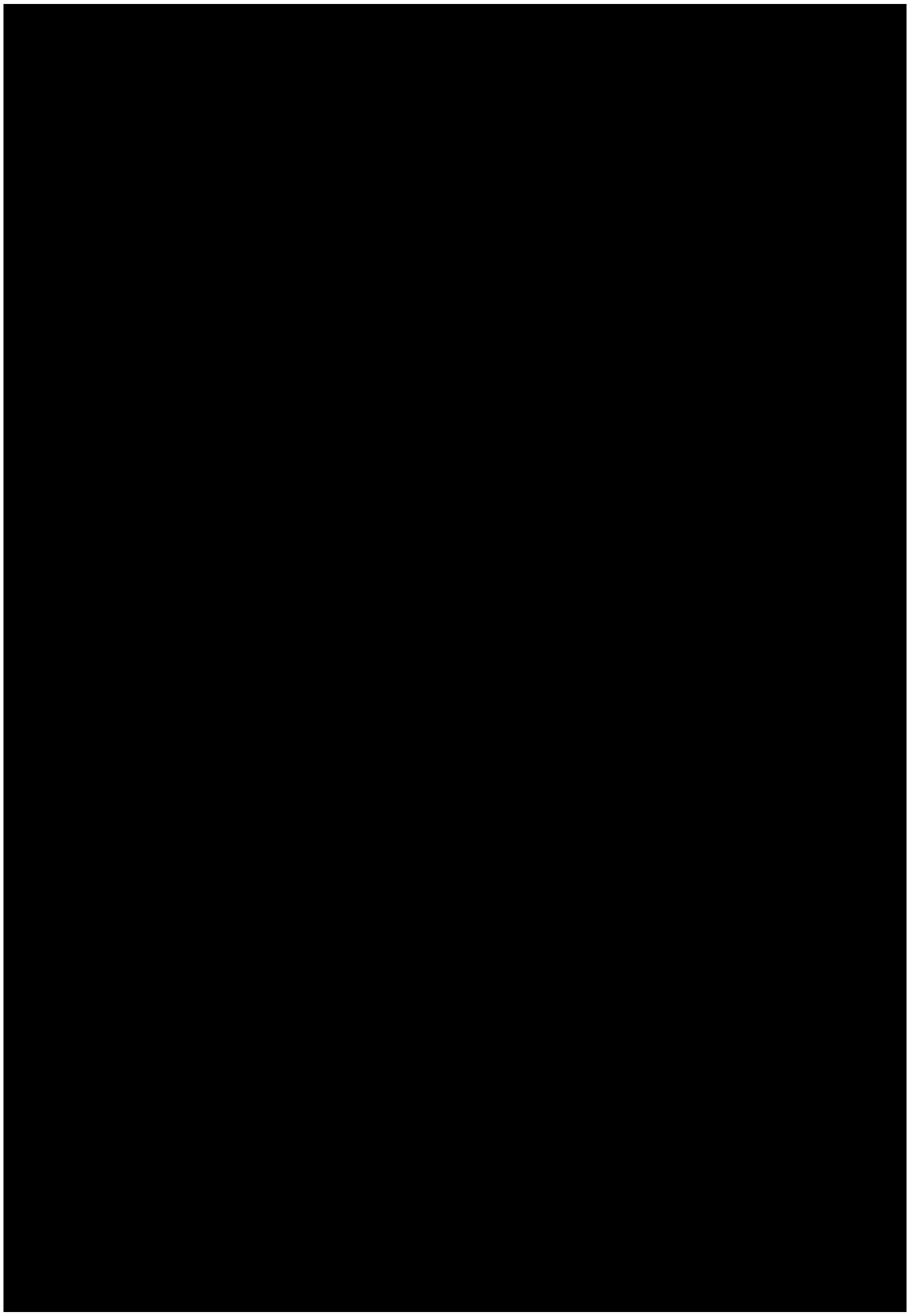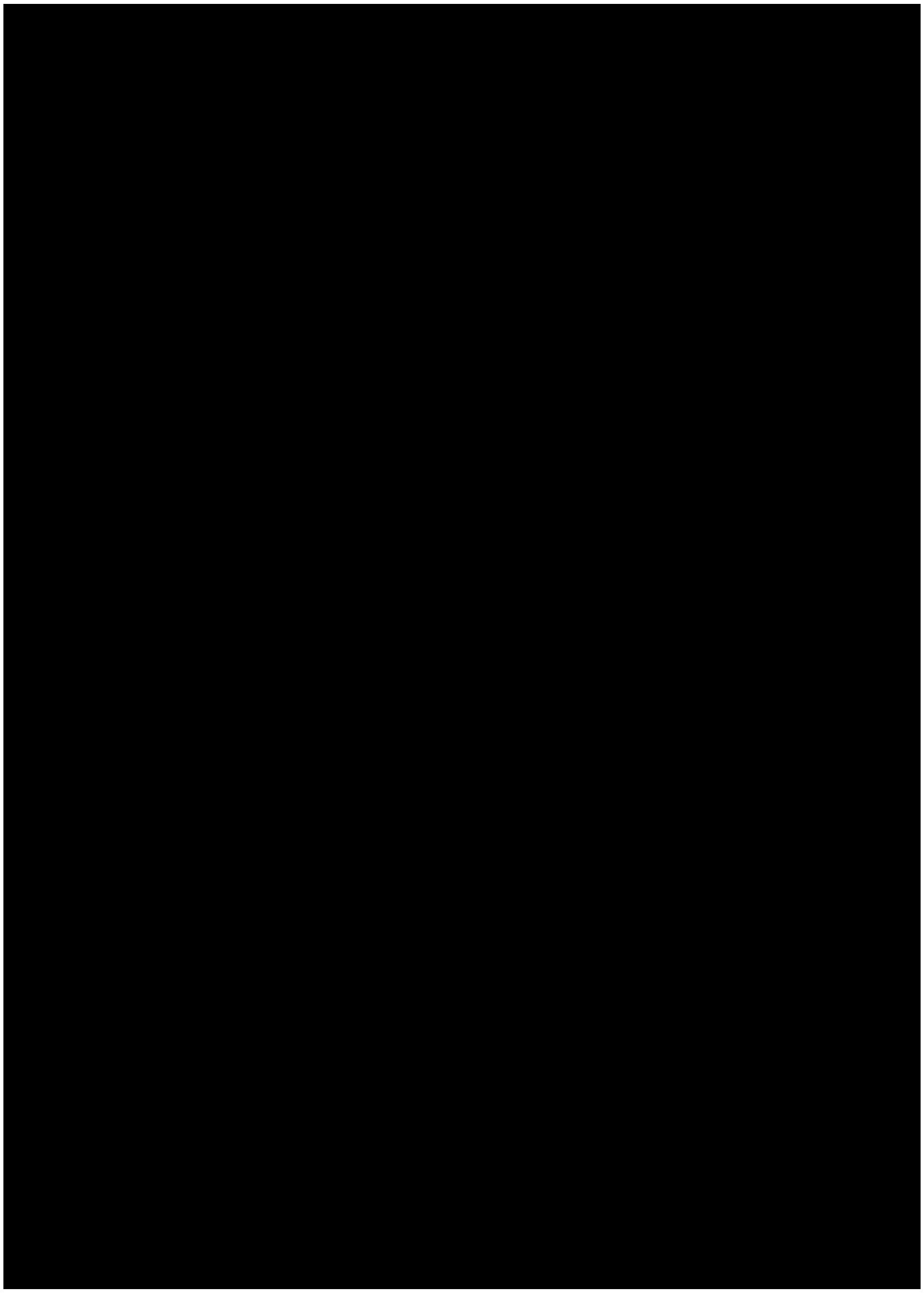
وقال مجاهد والثوري في قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ } أي: إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له